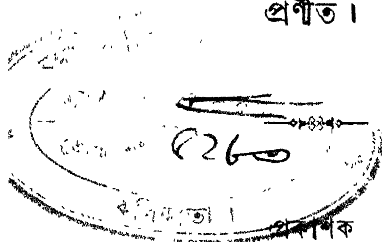
বঙ্গীয় মুসলমান।

(উচ্চ-বাঙ্গালা শিক্ষা-বিধি ও মোস্লেম-জাতীয়
সঙ্গীত গ্রন্থাদি প্রণেতা)

নওশের আলি খাঁ ইউসফজী
প্রণীত।



প্রকাশক
শ্রীনীলাম্বর দাস।
৩৯নং হেরিসন্ রোড্, কলিকাতা।

কলিকাতা,
২৫ নং রায়বাগান ষ্ট্রীট্, ভারতমিহির যন্ত্রে
শ্রীমহেশ্বর ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত।
সন ১৩২১ সাল।

এই

বঙ্গীয় মুসলমান

আমার শৈশব কালের মাতৃবৎ প্রতিপালিকা

দয়ার প্রতিমূর্ত্তি

নছিবন্নেছা চৌধুরাণী সাহেবার

চরণ কমলে

হৃদয়ের ভক্তি ও কৃতজ্ঞতার সহিত

উৎসর্গ করিলাম।

নওশের—

বিজ্ঞাপন

বন্ধু বান্ধবের সহিত স্বজাতির ভূত ও ভবিষ্যৎ পর্য্যা-লোচনা করিয়া অনেক সময় অস্থির হইয়াছি, গভীর নিশীথে একাকী নির্জ্জন-কক্ষে বসিয়া স্বকীয় সমাজের বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থা ভাবিয়া কত অশ্রুবর্ষণ করিয়াছি; কিন্তু দেখিয়াছি, আমার সে অস্থিরতার প্রতি সহানুভূতি এবং আমার সে অশ্রুদর্শনে সকলের চক্ষু হইতে প্রতিঅশ্রু বিনির্গত না হইলে কোনই লাভ হইবে না; তাই আজ পাঠক পাঠিকার নিকটে "বঙ্গীয় মুসলমান" লইয়া উপস্থিত হইলাম। আমার আশা পূর্ণ হইবে কি না, স্বজাতির অবস্থা দর্শনে ভাই ভগিনীগণ আমার ন্যায় অস্থির হইবেন কি না, মর্ম্মান্তিক দুঃখ-জনিত অশ্রু বর্ষণ করিবেন কি না—বলিতে পারি না।

মুসলমান সমাজের প্রকৃত হিতৈষী, নোয়াখালী নিবাসী চট্টগ্রাম মাদ্রাসার বর্ত্তমান প্রধান-শিক্ষক বন্ধুবর মৌলবী আবদুল আজিজ বি, এ, সাহেব এবং আমার অকৃত্রিম বন্ধু "সুধাকর" পত্রিকার সম্পাদক মৌলবী মহম্মদ রেয়াজ উদ্দীন আহাম্মদ সাহেবের নিকটে এই গ্রন্থে প্রকাশিত অনেক তত্ত্ব জানিতে পারিয়াছিলাম বলিয়া তাঁহাদিগকে বিশেষ ধন্যবাদ দিতেছি।

যে উদ্দেশ্যে আমি এই "বঙ্গীয় মুসলমান" লিখিলাম, তাহা শুধু এই গ্রন্থ প্রচারে পূর্ণ হইবে না; তবে যদি অন্যান্য ভ্রাতাগণ সমাজের অবস্থা চিন্তনে প্রবৃত্ত হইয়া স্বজাতির উন্নতির অন্তরায়স্বরূপ যে সমস্ত অভাব রহিয়াছে, তাহা প্রকাশ করিতে চেস্টা করেন, তাহা হইলে আমার এ গ্রন্থ প্রচারের উপযুক্ত পুরস্কার পাইলাম, মনে করিব।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও নিতান্ত ত্রস্ততার সহিত আমাকে "বঙ্গীয় মুসলমান" প্রকাশ করিতে হইল, ইহাতে কোন ভ্রম-প্রমাদ দৃষ্ট হইলে ভরসা করি পাঠকগণ তাহা ক্ষমা করিবেন; এই গ্রন্থে প্রকাশিত মত সম্বন্ধে কাহারও কিছু বলিবার থাকিলে তাহা আমাকে বন্ধুভাবে জানাইলে নিতান্ত বাধিত ও উপকৃত হইব।

এই গ্রন্থ বিক্রয়ের আয় কোনও স্বজাতি-হিতকর কার্য্যে ব্যয়িত হইবে।

চাড়ান গ্রাম
টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ।
১২৯৭ সাল। } নওশের আলি খাঁ ইউসফজী।

——০——

নূতন সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

পঞ্চ বিংশতি বৎসর পূর্ব্বে "বঙ্গীয় মুসলমান" প্রকাশিত হইয়াছিল। তৎপর সমাজে বহু পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে। যদিও সমাজ-বক্ষে আজও আশানুরূপ উন্নতিস্রোত প্রবাহিত হয় নাই, যদিও বঙ্গীয় মুসলমানগণ আজও উন্নতি-বর্ত্মে দেশের অন্যান্য জাতি হইতে বহু পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছে, তথাপি ইহা অবশ্যই স্বীকার্য্য যে তাহারা দীর্ঘকাল যে কাল-নিদ্রায় অভিভূত ছিল তাহা হইতে যেন চক্ষুরুন্মিলন করিতে আরম্ভ করিয়াছে। বঙ্গীয় মুসলমানগণের জাতীয় জীবন যেরূপ মৃত জড়া-গ্রস্ত হইয়াছিল, আজ তাহাতে চেতনার সঞ্চার অনুভূত হইতেছে; যাঁহারা সমাজের জন্য চিন্তা করেন, যাঁহারা সমাজের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন তাঁহাদের মুখে, বঙ্গীয় মুসলমান-সমাজের এই জাগরণে চেতনার ভাব সঞ্চারে, বিশেষতঃ বঙ্গীয় মুসলমানগণের বর্ত্তমান জাতীয় জীবন-গঠনে আমার ক্ষুদ্র "বঙ্গীয় মুসলমান" সহায়তা করিয়াছে শুনিয়া আমি নিজকে গৌরবান্বিত ও সফলকাম মনে করিতেছি; তাই সমাজ-হিতৈষি বন্ধুগণের উৎসাহেও আগ্রহে পুনরায় "বঙ্গীয় মুসলমান" সমাজের করে সমর্পণ করিতে সাহসী হইলাম। যদি বঙ্গীয় মুসলমান ভাই ভগ্নীদিগকে তাহাদের বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থার জ্ঞান-লাভে, আত্ম-নির্ভরতা-শিক্ষাদানে এবং উন্নতি-

সোপানে সমারোহণে এই "বঙ্গীয় মুসলমান" বিন্দুমাত্র সহায়তা করিতে পারে তবেই আমার উদ্দেশ্য সফল হইল বলিয়া মনে করিব।

মৎ প্রণীত উচ্চ-বাঙ্গলা-শিক্ষাবিধি (Senior Vernacular Teachers Manual) কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় ও শিক্ষা-বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক সমাদৃত ও অনুমোদিত হওয়ার পর, বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র হিন্দু মুসলমান ভাই ভগ্নীগণ "বঙ্গীয় মুসলমানের" জন্য অতীব আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন জানিয়া অতি ত্রস্ততার সহিত ইহা প্রকাশ করিতে হইল। বর্ত্তমান সময়োপযোগী কতিপয় মন্তব্য ইহার পরিশিষ্টে সংযোগিত হইল।

আমার সহাধ্যায়ী শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত বাবু দামোদর দাস বি, এ, স্বভাবতঃ আমার জীবন-লতিকার সাহিত্যিক-প্রসুন গুলির প্রতি অতীব স্নেহশীল। তিনি "উচ্চ-বাঙ্গলা শিক্ষা-বিধির" মুদ্রনকালে যেরূপ অদম্য শ্রম ও যত্ন করিয়াছিলেন "বঙ্গীয় মুসলমানের" পুনঃ প্রচারে তিনি তদ্রূপ যত্ন না করিলে ইহা এত সত্বরে প্রকাশিত হইতে পারিত না, তজ্জন্য তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিতেছি।

ময়মন সিংহ,
সন ১৩২১ সাল,
২২শে বৈশাখ।

নওশের আলি খাঁ ইউসফজী।

—o—



বঙ্গীয় মুসলমান।

সূচনা।

গভীর নিশীথে চিন্তামগ্ন জ্যোতির্ব্বিদ, তাহার লক্ষ্যস্থ গ্রহটী কক্ষচ্যুত হইলে যেমন রোমাঞ্চিত ও বিস্মিত হয়, এবং উদ্বিগ্নমনে একদৃষ্টে অনন্ত আকাশে তাহার সেই আদরের গ্রহটী অনুসন্ধান করে, আজ কি প্রত্যেক বঙ্গীয় মুসলমান তেমন ব্যস্ততার সহিত, তাহার বড়ই আদরের জাতীয় জীবনের গৌরব-রবি কোথায় অস্তমিত হইয়াছে, তাহার অনুসন্ধান লইবে না? কীর্ত্তিনাশার জল-প্লাবিত স্থল-নিচয়ের অধিবাসিগণ যুগযুগান্তে প্রত্যাগমন করিয়া তাহা-দের আদিম বাসস্থান নূতন জনগণ কর্ত্তৃক অধ্যুষিত দেখিলে যেমন নিজেরা নিজদিগকে জিজ্ঞাসা করে "আমাদের সেই সুখ-নিকেতন অধিবাস-ভূমি কি এই?—পিতা পিতামহ প্রভৃতি পূর্ব্বপুরুষগণের অস্থিচর্ম্ম কি এই বালুকাস্তূপে বিমি-শ্রিত হইয়াছে?" আজ বঙ্গে মুসলমান কে, এ প্রশ্ন কি ঠিক

সেইরূপ ভাবে জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে না? ভ্রাতঃ বঙ্গীয় মুসলমান! এস, একবার কল্পনা-দূরবীক্ষণ লইয়া ভারত-ইতিহাস-আকাশে কিছু পর্য্যবেক্ষণ কর, দেখিবে সেখানে কত গ্রহের আবির্ভাব, কত উল্কাপাত, কত উত্থান, কত পতন—তাহার সহিত সেই আকাশেরই বঙ্গীয় প্রান্তে মুসলমান জাতিরূপ গ্রহটীর উদয় ও অস্ত যখন তুমি দেখিবে, তখন তুমিও বিস্ময়-স্তিমিতলোচনে সে আকাশ পানে চাহিয়া থাকিবে এবং বলিবে "কি দেখিলাম, কি হইল।" ভ্রাতঃ! আরও দেখ সময়-জলধি-গর্ভে কত রত্ন ভাসিয়া যাইতেছে, সময়-স্রোতের বিষম আবর্ত্তে পড়িয়া কত রাজ্য রাজধানী চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইতেছে, সেই সময়াবর্ত্তে বঙ্গের মুসলমান সিংহাসন কিরূপে ভাসিয়া গেল, বঙ্গে—মুরসিদাবাদ, পাটনা (আজিমাবাদ), ঢাকা (জাঁহাগীর নগর) কিরূপে মুসলমানদের গৌরবের সমাধিভবন হইল, তাহা যখন ভাবিবে, তখন তুমিও কি সাশ্রু-নয়নে নিজকে জিজ্ঞাসা করিবে না "মুসলমানের সুখ-নিকেতন বঙ্গ কি এই। এখানেই কি তাহাদের পূর্ব্বপুরুষগণের গৌরবের সমাধি ?" তখন কি তুমি এ "বঙ্গীয় মুসলমান" লেখকের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিবে না? গত-প্রাণ বঙ্গীয় মুসলমানের সমাধিক্ষেত্রে বসিয়া তাহার এ দুঃখের কান্না, এ শব সাধনায় কি তোমার মনে বিন্দুমাত্রও সহানুভূতির উদ্রেক হইবে না?

খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বখতিয়ার খিল্‌জীর গৌড়ে আগমন-মুহূর্ত্তে যে সিংহাসনের ভিত্তি সংস্থাপিত হয়, অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে পলাশীর ভীষণ বাত্যায়

যে সিংহাসন সমূলে উৎপাটিত হয়, এই সুদীর্ঘকাল বঙ্গীয় মুসলমান ভারত-রঙ্গভূমে তাহাদের জাতীয় জীবনের কিরূপ অভিনয় করিয়াছে, হাজী ইলিয়াস সাহ্, দাউদ সাহ্ প্রভৃতি বীরপুরুষগণ দিল্লীর শাসন-বিমুক্ত হইয়া বঙ্গগৃহে স্বাধীনতার ক্ষণিক আলো কিরূপে প্রতিভাত করিয়াছিল, বঙ্গীয় মুসলমানের এই দীর্ঘ ইতিহাস এ সামান্য পুস্তকে সঙ্কুচিত হইতে পারে না, বিশেষতঃ বিগত ঐতিহাসিক ঘটনার চর্ব্বিত চর্ব্বণ না করিয়া বঙ্গীয় মুসলমানের বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনায় যদি একটী প্রাণীর সহানুভূতি—দুর্ভাগ্য বঙ্গীয় মুসলমানের স্ব স্ব অবস্থার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করিতে পারি, তবে আমার উদ্দেশ্য সফল হইল বলিয়া মনে করিব।

বঙ্গীয় মুসলমান বলিতে হাজার হাজার কি লক্ষ লক্ষ নয়, কোটি কোটি প্রাণীর কথা মনে পড়ে। বঙ্গদেশে এতগুলি মুসলমান নরনারী বাস করিতেছে কিন্তু তাহাদের মুসলমানোচিত তেজস্বিতা, তাহাদের জাতীয় জীবনের চেতনা ও অস্তিত্ব আছে কিনা, সন্দেহের বিষয়।

মুসলমান ধর্ম্ম জাতিভেদ কিংবা সাম্প্রদায়িক কৌলিন্য স্বীকার করে না, সার্ব্বভৌমিক সাম্যনীতি শিক্ষাদানার্থে জগতে ইসলামের আবির্ভাব। এক মুসলমান অন্য মুসলমানের প্রতি হীনচক্ষে দৃষ্টিপাত করিলে তাহার আত্মা কলুষিত হয়। মুসলমানের জাত্যভিমান তাহার হৃদয়ের নীচতা প্রকাশ করে মাত্র। পরম উদার সাম্যনীতিই ইস্‌লামের মূলমন্ত্র বটে, কিন্তু তথাচ মুসলমান সমাজে বংশানুক্রমিক বিভিন্নতা-

সূচক শেখ, সৈয়দ, মোগল ও পাঠান নামে যে শ্রেণী চতুষ্টয় দৃষ্ট হয়, ইহা মুসলমানের জাতিভেদ কিংবা সাম্প্রদায়িক কৌলিন্য প্রকাশক নহে। জাতিভেদ প্রথায় যেমন এক সম্প্রদায়ের লোকদিগকে অন্য সম্প্রদায়ের লোকদের সহিত একত্রে আহার বিহার, এক সঙ্গে উপবেশন এবং বিবাহ-ক্রিয়া দোষজনক বলিয়া ঘোষণা করে; এমন কি ব্রাহ্মণ শূদ্রের জলগ্রহণ এবং নায়র নাম্বুরীর (১) পরস্পর ছায়া-স্পর্শ করিতে নিষেধ করে, মুসলমানদের উচ্চশ্রেণী চতুষ্টয়ের মধ্যে সেরূপ কোনই বিভিন্নতা নাই; শেখ সৈয়দ মোগল ও পাঠানদের মধ্যে একত্রে আহার বিহার, বৈবাহিক আদান প্রদান, জলগ্রহণ ও ছায়াস্পর্শ প্রভৃতি কার্য্যে কিছুমাত্র পার্থক্য নাই।

মুসলমানদের মধ্যে শেখ, সৈয়দ মোগল ও পাঠান এই শ্রেণীবিভাগ কেবল তাহাদের বংশানুক্রমিক বিভিন্নতা-সূচক, ধর্ম্ম কি সমাজ সম্বন্ধীয় কোন প্রাধান্য প্রকাশক নহে। কিন্তু আমাকে সত্যের অনুরোধে বলিতে হইতেছে যে, বঙ্গে প্রকৃত অর্থাৎ অমিশ্র বংশীয় উক্ত কয়েক শ্রেণীর লোক পাওয়া সুকঠিন। অবস্থার নিপীড়নেই হউক অথবা অন্য কারণেই হউক, উক্ত কয়েক শ্রেণীর মধ্যে এত পরিবর্ত্তন ও এত মিশ্রণ ঘটিয়াছে যে কেহ নিজকে সৈয়দ কি মোগল বলিয়া পরিচয় দিলে, তাহার কথায় সন্দেহ করা

(১) মলবারদেশীয় হিন্দুদের মধ্যে নাম্বুরি, নায়র ও টায়র নামে কয়েকটী বিভিন্ন জাতি আছে। প্রথমোক্তেরা শেষোক্তদিগের ছায়া পর্য্যন্ত স্পর্শ করে না।

যেন স্বাভাবিক হইয়া উঠিয়াছে। যাহারা আপনাদিগকে শেখ নামে পরিচয় দিয়া কৌলিন্যের অভিমান করেন, নিরপেক্ষ ভাবে দেখিতে গেলে তাহাদের শ্রেষ্ঠত্বাভিমানের কোনই ভিত্তি পাওয়া যায় না; একটুকু পরীক্ষা করিয়া দেখিলে সোণা অপেক্ষা সোহাগার ভাগই অধিক দৃষ্ট, হয়। বোধ করি সেই জন্যই তাহাদের বংশোপযুক্ত গুণপনায় সুবর্ণের মনোরম কান্তি না থাকায়, তাহাদের আত্মাভিমান কেবল বাহ্যিক চাকৃচিক্য দেখিয়াই নয়ন ঝলসিয়া যায়। সৈয়দ নামেরও সেইরূপ অনেক স্থলে অপব্যবহার হইতে দেখা যায়; অনেক অজ্ঞাত বংশধর অন্যান্য শ্রেণীর লোকদের উপরে বংশ মর্য্যাদা লাভ করিবার উদ্দেশ্যে, আপনাদিগকে সৈয়দ নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। হা—কি দুরদৃষ্ট! আজ কাল অনেকে আরবী ফার্সীর দুই এক কথা পড়িয়াই আপনাদিগকে "খোন্দকার" বেশে সৈয়দ বলিয়া মুরিদ-গণকে প্রতারিত করিয়া থাকেন। দিল্লীর শেষ মুসলমান সম্রাটগণ সকলেই মোগল ছিলেন, মোগলদের সম্মান দিল্লীতেই যথেষ্ট ছিল, তাই বঙ্গে তাহাদের দল বাড়িতে পারে নাই, বঙ্গে "মির্জা" উপাধিধারী মোগলদের সংখ্যা বড় অধিক নয়, (১) বঙ্গদেশে পাঠান শ্রেণীও এক খেচরান্ন হইয়া পড়িয়াছে; পাঠানদের উপাধি 'খাঁ'। যাহারা ভিন্ন ধর্ম্ম হইতে মুসলমান ধর্ম্ম অবলম্বন করে, তাহাদিগের নামের সঙ্গেও "খাঁ" উপাধি সংযুক্ত হইয়া থাকে। প্রকৃত শূর,

(১) এদেশের সিয়া সম্প্রদায়ই সাধারণতঃ "মির্জা" উপাধি ধারণ করিয়া মোগলদিগের উক্ত উপাধির বিলোপ সাধন করিয়াছেন।

খিল্‌জী, ইউসফ্‌জী ও রৌশনীয় বংশীয় পাঠান বঙ্গে কচিৎ দৃষ্ট হয়। বাস্তবিক হজরত আবুবকর সিদ্দিক রাজি আল্লাহো আন্‌হুর বংশীয় শেখ, এমাম হোসেনের বংশীয় সৈয়দ, মোঙ্গলিয়ার মোগল এবং আফগানজাতীয় পাঠান বঙ্গে প্রাপ্ত হওয়া নিতান্ত আয়াস-সাধ্য।

মুসলমানগণ সিয়া ও সুন্নি নামে দুই ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ে বিভক্ত। বঙ্গদেশে সুন্নিদের সংখ্যা সিয়াদের অপেক্ষা শতগুণে অধিক। বঙ্গদেশে ঢাকা, কলিকাতা, মুরশিদাবাদ, হুগলি প্রভৃতি প্রধান প্রধান নগর ভিন্ন অন্য কোথাও সিয়াদিগকে বাস করিতে প্রায় দেখা যায় না। সিয়ারা প্রায় গৌরবর্ণ ও সৌখিন; কিন্তু ব্যবসা-প্রিয়। ইহাদের বুদ্ধি বিবেচনা শক্তি তাদৃশ সুমার্জ্জিত নহে। বিষয়-বুদ্ধি খুব কমই আছে। ইহারা বেশভূষা ও পরিধান ইত্যাদি বিষয়ে মুসলমানোচিত জাতীয় চিহ্ন সম্পূর্ণরূপে রক্ষা করিতেছে। সিয়াগণ আজিও বাঙ্গালীদের অনুকরণে পায়জামা ছাড়িয়া ধুতি—আস্‌কান ও চাপকান ছাড়িয়া চাদর গ্রহণ করিতে এবং টুপি ছাড়িয়া 'ছেরনাঙ্গা' অর্থাৎ উলঙ্গ শির থাকিতে শিক্ষা করে নাই। তাহারা আজিও বাঙ্গালী সাজে নাই। ইহারা আজিও বাঙ্গালা বুলি গ্রহণ করে নাই। অধিকাংশই ফারসী ভিন্ন অন্য ভাষা জানে না। সুন্নিদের সংখ্যা সিয়া অপেক্ষা এত অধিক যে, বঙ্গীয় মুসলমান বলিতে কেবল তাহাদের প্রতি লক্ষ্য করে; বঙ্গীয় মুসল-মানগণ তাহাদের অবলম্বিত ব্যবসানুসারে কয়েক শ্রেণীতে বিভক্ত হইতে পারে। ১ম—এক শ্রেণীর লোক আছে, ইহারা

কোন কার্য্য করে না; আলস্য ইহাদের জীবনের সর্ব্বময় কর্ত্তা, ইন্দ্রিয় ভোগই ইহাদের মুখ্য সুখ, এই শ্রেণীর নাম 'নিকৃষ্ট শ্রেণী' রাখা যাইতে পারে। এই নিকৃষ্ট শ্রেণীর লোকের জীবনের কোন মূল্য নাই, ইহারা জীবনে মৃত; ইহারা সমাজের গলগ্রহ হইয়া থাকে, ইহারা কিছু উপার্জ্জন করা দূরে থাকুক, বরং পরকীয় অর্জ্জিত ধননাশ করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে। ধনীর গৃহে ঐ অলস মোসাহেববৃন্দ দরিদ্রের দ্বারে ঐ স্বাভাবিক হাত-পা-চক্ষু বিশিষ্ট ভিক্ষুকগণ এই শ্রেণীর লোক। ইহারা পরিশ্রমবলে কপর্দ্দকও অর্জ্জন করে না, পরের অর্জ্জিত ধন লুণ্ঠন করাই ইহাদের ব্যবসায়, বাস্তবিক, ইহারা আত্ম-নাশক, সমাজ-দ্রোহী। আমি নিজ জীবনে প্রত্যক্ষ করিয়াছি, বঙ্গীয় কতিপয় প্রধান প্রধান জমি-দারের ঘর এই নিকৃষ্ট শ্রেণীর লোকদের প্রসাদে বিনষ্ট হইয়াছে। কত কত ধনীর পুত্র এই সকল শনির দৃষ্টিতে পতিত হইয়া পূর্ব্বপুরুষগণের ধন সম্পত্তি বিনষ্ট করিয়া পথের ভিখারী সাজিয়াছেন, কেহ কেহ তাহাদের উপদেশ দাতাগণের দল বৃদ্ধি করিয়াছেন। আলালের ঘরেব দুলালদের মোসাহেবগণ প্রকৃতই মুসলমান সমাজের বড় অনিষ্ট সাধন করিতেছে। ইহাদের স্ব স্ব বাড়ী ঘরের সহিত কোন সম্পর্ক নাই। ইহাদের আত্ম-চিন্তা একেবারেই নাই, সুতরাং ইহারা যাহাদের লবণ ধ্বংস করে, তাহাদের জন্য চিন্তা করিবে কিরূপে। সংসারে পিতামাতা পরি-জন প্রতিপালনের চিন্তা স্বপ্নেও ইহাদের স্মৃতি নিপীড়ন করে কিনা সন্দেহের বিষয়। ইহাদের জনক জননী হয়ত

'হা পুত্র হা অন্ন' করিয়া পরের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, চক্ষের জলে বক্ষ ভিজাইতেছে, অথচ এদিকে তাহাদের যশঃভূষণ পুত্রগণ বাদসাহী তাকিয়ায় ঠেস দিয়া গাঞ্জায় দম খেচিয়া ধরাকে সরাবৎ মনে করিতেছে। বঙ্গীয় মুসলমান সমাজ! তুমি আর কত দিন এরূপ নিকৃষ্ট জানোয়ারদিগের ভাব বহন করিবে?—কত দিন আর এ নরপিশাচ মোসাহেবগণ তোমার দেহের শোণিত শোষণ করিবে—ধনীশ্রেণীর বিনাশ সাধন করিবে। দরিদ্র মুসলমান সমাজ! কত দিন আর তুমি এ হতভাগাদের অত্যাচার সহ্য করিবে, কত দিন আর নরপিশাচগণ তোমার গলগ্রহ থাকিয়া জগতে দুঃখস্রোতও পাপস্রোত প্রবাহিত করিবে। যতদিন মুসলমান সমাজ হইতে এ শ্রেণী অপসারিত না হইতেছে, যতদিন সার্ব্বজনীন ঘৃণা ও তিরস্কারের কশাঘাতে তাহাদের অবলম্বিত কুপথ হইতে প্রত্যাবৃত্ত না হইতেছে, ততদিন মুসলমান সমাজের মঙ্গল নাই। ইহারা ধনীশ্রেণীর ধ্বংসকারী বিষদন্ত কীটের ন্যায়, ইহারা ধনের মরীচিকা, সমাজ হইতে এ কীটগুলি অপসারিত না হইলে অচিরেই সমাজের লক্ষ্যস্থল ধনীশ্রেণী বিলুপ্ত হইবে।

বঙ্গীয় মুসলমানের দ্বিতীয় শ্রেণী কৃষিজীবী। এই শ্রেণী-সমাজের প্রাণস্বরূপ, এই শ্রেণীর অবস্থা সম্বন্ধে উপযুক্তরূপ সমালোচনা করা, আমার সাধ্যাতীত। কৃষকগণ সমাজের প্রাণ, কৃষি—সমাজের ভিত্তি। বঙ্গীয় মুসলমানের প্রায় অর্দ্ধেকাধিক এ শ্রেণীর লোক, সুতরাং এই শ্রেণীর উন্নতি ও অবনতিতে মুসলমানদের মঙ্গলামঙ্গল অনেক পরিমাণে নির্ভর করে।

কৃষিকর্ম্ম স্বাধীন ব্যবসা, সর্ব্বোচ্চশ্রেণীর নির্দ্দোষ-জীবিকা; সুতরাং কৃষকগণ তাহাদের পবিত্র ব্যবসায়ের জন্য সমাজে অবশ্যই আদরণীয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই পতিত দেশে কৃষকগণ আদৃত হওয়া দূরে থাকুক, বরং অস্বাভাবিক ঘৃণার চক্ষেই দৃষ্ট হইয়া থাকে।

আহা! বঙ্গে কৃষকের অবস্থা যে অতীব শোচনীয় তাহাও কি আবার বলিতে হইবে; কৃষকের অবস্থা চিন্তা করিতে হৃদয় ফাটিয়া যায়। তাহারা সমাজের প্রধান অবলম্বন হওয়া স্বত্বেও সমাজে তাহাদের কিছুমাত্র আধি-পত্য নাই; তাহারা দিবানিশি খাটিয়া শরীরের রক্ত জল করিয়া যে সমাজের মহোপকার সাধন করিতেছে, আক্ষেপের বিষয় যে, সেই সমাজ তাহাদের তত্ত্ব লইতেছে না। ততোধিক দুঃখের বিষয় যে, সমাজ তাহাদের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিতেছে। তাহাদের দুঃখ দূর, তাহাদের অভাব মোচন, তাহাদের দুঃখে সহানুভূতি প্রকাশ করিতে সমাজে কাহাকেও দেখা যায় না।

যে কৃষকগণের এক বৎসরের পরিশ্রম-লব্ধ শস্যের কোন প্রকারে ব্যাঘাত হইলে, দুর্ভিক্ষ মহামারী উপস্থিত হয়, সমস্ত নর নারীর মধ্যে হাহাকার পড়িয়া যায়, পিতা মাতা মৃত সন্তানের শয্যা-পার্শ্বে বসিয়া নিজ জীবনকে ধিক্কার দেয়, সমাজের মহোপকারী সেই কৃষকগণের অবস্থার প্রতি কাহারও মনোযোগ নাই।

আমার দীর্ঘকালাবধি বিশ্বাস যে বঙ্গীয় মুসলমানের উন্নতি সম্পূর্ণরূপে না হইলেও অনেক পরিমাণে বঙ্গীয় কৃষক-

শ্রেণীর উন্নতির প্রতি নির্ভর করে; এই বিশ্বাসে আমি বঙ্গীয় ভিন্ন স্থানীয় জনগণের সহিত আলাপ প্রলাপ আদিতে কৃষক শ্রেণীর সাধারণ অবস্থা জানিতে চেষ্টা করিয়াছি, আমার কৃষকশ্রেণীর সাধারণ অবস্থার জ্ঞান এবং তাহাদের প্রতি সহানুভূতি কেবল সার উইলিয়ম হণ্টার সাহেবের "ইণ্ডিয়ান মুসলমান" কিংবা "ইণ্ডিয়ান পেজাণ্ট" প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠে জন্মে নাই।

বঙ্গীয় দুঃখী মুসলমান কৃষকদের অবস্থা জানিতে আমাকে কল্পনার সাহায্য লইতে হয় নাই; গ্রামে গ্রামে, পল্লীতে পল্লীতে ভ্রমণ করিয়া বঙ্গীয় কৃষক শ্রেণীর মুসলমানদের যে অবস্থা দেখিয়াছি, যে অবস্থা দর্শনে আমার হৃদয়ে আঘাত লাগিয়াছে, তাহাদের কঠোর সাধনা সম্বন্ধে চিন্তা করিয়া আমাকে নীরবে অশ্রুবর্ষণ করিতে হইয়াছে; সুতরাং আমার এ শ্রেণীর জন্য অতিরিক্ত কয়েকটি কথা বলিবার আছে; এখন কৃষি-জীবী মুসলমানদের অবস্থাতে প্রবেশ করি, তাহারা যে দুঃখসাগরে সর্ব্বদা হাবুডুবু খাইতেছে, একবার সেই সাগরের তীরে দণ্ডায়মান হই। আশা করি—যাহারা একবার এ সাগরতীরে উপস্থিত হইবেন, তাহাদের দয়া থাকিলে, স্বজাতি-বাৎসল্য থাকিলে, কর্ত্তব্যজ্ঞান থাকিলে—এই হতভাগাদিগের উদ্ধারের চেষ্টা না করিয়া স্থির থাকিতে পারিবেন না।

বঙ্গে এই শ্রেণীর মুসলমানদের সর্ব্বপ্রধান দুরবস্থা, বিদ্যা শিক্ষার অভাব, এবং এই অভাবের সহিত তাহাদের অন্যান্য অবস্থা এতদূর নিকট সম্পর্কসম্বন্ধ যে, এই অব-

স্থাকে তাহাদের সর্ব্ব দুঃখের নিদান বলিলেও অন্যায় হয় না। কৃষিপ্রধান পল্লীতে বেড়াইতে যাও, তাহাদের বাক্যের কোমলতা দেখিয়া সুখী হইবে; তাহাদের নম্রতা দেখিয়া প্রীত হইবে; তাহাদের অকৃত্রিম ব্যবহারে আনন্দিত হইবে; তাহাদের সর্ব্বপ্রধান গুণ সরলতা দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইবে; কিন্তু তাহাদের শিক্ষার অভাব দর্শনে তোমার মনে বিষম আঘাত লাগিবে, তাহাদের মূর্খতা দর্শনে যে চিন্তানল তোমার মনে ধূধূ করিয়া জ্বলিয়া উঠিবে, তাহাতে যত সুখ, যত প্রীতি, যত আনন্দ, ক্ষণকালের মধ্যে ভস্মীভূত করিবে; তোমার এই এক প্রধান শ্রেণীর ভ্রাতাদের বিদ্যার অভাব দেখিয়া তোমার প্রাণ দ্রবীভূত হইবে।

একই শিক্ষার অভাবে কৃষিজীবী মুসলমানদের দুরবস্থার একশেষ হইতেছে। কৃষিজীবীদের বিদ্যাশিক্ষার অর্থ এরূপ বুঝিতে হইবে না যে, সকলেই বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পরীক্ষায় প্রতিযোগীতা না করিলেই বিদ্যা শিক্ষা হয় না। প্রকৃত শিক্ষা প্রতিযোগীতা না করিয়াও—বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধির ভার বহন না করিয়াও লাভ করা যাইতে পারে।

কৃষিজীবীদের বিদ্যা-শিক্ষা অন্যভাবে সম্পাদিত হইতে পারে। বিশ্ব-বিদ্যালয় দূরে থাকুক, তোমার উচ্চ শিক্ষা দূরে রাখ, উচ্চ উপাধি দূরে যাউক, কৃষিজীবীদিগকে নিম্ন শিক্ষা—যেমন তেমন লেখা পড়া—কড়া, গণ্ডা, আনা, পয়সার হিসাবটা রাখিবার উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়াও কি উচিত নয়? যাহাতে তাহারা নিজ নিজ আয়-ব্যয়ের হিসাব, জমিদারের রাজস্বের হিসাব, অন্যান্য প্রকারের দৈনিক আবশ্যকীয়

বিষয়ের কাগজ পত্রাদি রাখিতে পারে, তদুপযুক্ত শিক্ষা অন্ততঃ তাহাদের পাওয়া উচিত।

শুধু নিম্নশিক্ষার* অভাবে তাহাদের কত অসুবিধা ভোগ করিতে হয়, হিসাব পত্র না থাকায় কৃষক যাহা উপার্জ্জন করিতেছে, আয় বুঝিয়া ব্যয় না করায় অথবা ভবিষ্যতের জন্য চিন্তা না করিয়া ব্যয় করায় সর্ব্বদাই তাহাদিগকে নানা বিপদে পড়িতে হইতেছে। জমিদারের কর্ম্মচারী এক মুদ্রা-স্থলে দ্বিগুণ আঁক কসিতেছেন,—সিঁদের অপেক্ষা কাগজ কলমের চুরি ভীষণতর,—তাহাতে আবার কৃষকদের হিসাব নাই, তাহাদের দড়ীর গিরা, মাটীর আঁক, বৃক্ষের দাগে আর কত কুলাইবে? জমিদারের কর্ম্মচারী যে আঁক ফেলিয়াছে, আর অমনি ঘাড়ে চাড়া দিয়া তাহা আদায় করিতেছে; এইরূপে বঙ্গীয় কৃষিজীবী মুসলমান ভ্রাতৃগণ বিদ্যার অভাবজনিত যে সকল অসুবিধা ভোগ করিতেছে, যে যন্ত্রণানলে বিদগ্ধ হইতেছে, তাহার শত শত দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করা যাইতে পারে। আজ এই অবসরে আমি বঙ্গীয় শিক্ষিত মুসলমান যুবকযুবতীবৃন্দের নিকট একটী প্রার্থনা করিব। হে ভ্রাতা ভগিনীগণ! তোমাদের স্বজাতীয় এতগুলি প্রাণী কি চিরদিন মূর্খতা-তিমিরে আবৃত থাকিবে? তাহাদের এ অভাব পূরণে কি তোমরা মনোযোগী হইবে না? আপনারা জ্ঞাত আছেন, পরস্পরের সাহায্যের উপরে সমাজের উন্নতি, সভ্যতার উৎকর্ষ নির্ভর করে। একজন মনুষ্য যখন বর্ণমালার (খ) অক্ষর পর্য্যন্ত শিখিলে (ক) অক্ষরটী অন্যকে শিক্ষা দিতে বাধ্য, তখন তোমাদের হৃদয় যে

শিক্ষালোকে আলোকিত হইয়াছে, তদ্দ্বারা কি নিরুপায় কৃষকদিগের হৃদয়ের অভাব মোচন করিবে না। 'বিদ্যার বৃদ্ধি দানে',—এ কথার সার্থকতা কি তোমরা সাধন করিবে না? যদি সমাজের মঙ্গল কামনা কর, যদি সমাজকে উন্নত করিতে চাও, যদি সমাজের নেতৃত্ব করিতে চাও, যদি সমাজে পূজনীয় হইতে চাও, তবে এই শ্রেণীর মুসলমানদের শিক্ষার বন্দোবস্ত সর্ব্বাগ্রে বিধান করিয়া দাও। যতদিন এই শ্রেণী উন্নত না হইতেছে, ততদিন বঙ্গীয় মুসলমানদের উন্নতির আশা করিও না, ততদিন জাতীয় জীবনের উত্থান আর ঘটিবে না। জানিনা, বঙ্গে সেইদিন, সেই সুখের দিন কবে আসিবে—যখন বঙ্গীয় কৃষিজীবী মুসলমানগণ বিদ্যা-শিক্ষায় মনোযোগী হইবে, তাহারা বিদ্যাশিক্ষার আবশ্যকতা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে, বিদ্যার সুবিমল কিরণে তাহাদের প্রাণ আলোকিত হইবে, মূর্খতা-তিমির দূরীভূত হইবে; বঙ্গীয় প্রত্যেক পল্লীতে পল্লীতে জলদ-নির্ঘোষে "বিদ্যারত্নম্ মহাধনম্" এই প্রাচীন মহোপদেশ প্রতিধ্বনিত হইতে থাকিবে।

তৎপরে বঙ্গীয় কৃষিজীবী মুসলমানদের দ্বিতীয় দুরবস্থা স্বাস্থ্যরক্ষা ও কৃষিশাস্ত্রে অজ্ঞানতা; আরো না হউক, শরীর-জীবী মনুষ্যের পক্ষে শরীরপালনের জ্ঞান তো থাকা আবশ্যক। আমি বলি না যে বঙ্গীয় কৃষিজীবীদের উক্লিডের জ্যামিতি লইয়া মস্তিষ্ক আলোড়িত করিতে হইবে; পদার্থবিজ্ঞানে সম্পূর্ণ অধিকার লাভ করিতে হইবে; শরীর-বিজ্ঞানে চিকিৎসোপযুক্ত জ্ঞানলাভ করিতে হইবে; কিন্তু ইহা সকলেরই স্বীকার্য্য যে, তাহাদের প্রয়োজনীয় বিষয়ে সহজলব্ধ সাধারণ জ্ঞান থাকা নিতান্ত

আবশ্যক। মনে করুন, একজন কৃষক দ্বি-প্রহর বেলায় প্রচণ্ড সূর্য্যের দুরন্ত রৌদ্রের মধ্যে গলদঘর্ম্ম পরিশ্রম করিয়া কার্য্য হইতে অবকাশ পাইবামাত্র জলে ঝাঁপিয়া পড়িল এবং আর্দ্র বস্ত্রে ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া ঘরে আসিয়া পচা ছড়া যাহা কিছু পাইল, তদ্দ্বারা উদরপূর্ণ করিল; তাহার এ অজ্ঞানতার পরিণাম কি?—তাহার এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়ত ঊর্দ্ধ-বায়ু, নহিলে কফ্ কাশী জ্বরের হাত এড়ায় কে? এই সামান্য বিষয়ে অজ্ঞানতা—এই শরীর পালনের নিয়ম-লঙ্ঘন জন্য বঙ্গে যে কত শত কৃষক অকালে শমন-সদনে গমন করিতেছে, তাহার ইয়ত্তা কে করে?

তৎপরে তাহারা যে কৃষিকার্য্য দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করে তাহাতেও যে তাহাদের প্রচুর পরিমাণ জ্ঞান আছে, একথা আমি কদাপি স্বীকার করিতে পারি না। বঙ্গদেশের ন্যায় উর্ব্বরা ভূমি পৃথিবীর অন্য কোন স্থানে আছে কি না সন্দেহের বিষয়। বঙ্গদেশের কৃষকদিগকে শস্যোৎপাদনের জন্য ক্ষেত্রের পার্শ্বে বৃষ্টির জল সঞ্চয় করিতে সুগভীর গর্ত্ত খনন করিয়া রাখিতে হয় না, অথবা সমুদ্র হইতে খাল কাটিয়া জলের ব্যবস্থাও করিতে হয় না। যে বঙ্গদেশে ক্ষেত্রের মাটী একবার উলট্ পালট্ করিয়া বীজ ফেলিতে পারিলেই প্রকৃতি যথোচিত পুরস্কার প্রদান করে, সেই বঙ্গদেশে কৃষকদের কৃষিবিদ্যার প্রচুর জ্ঞান থাকিলে তাহাদিগকে চিরদিন এত হীন অবস্থায় থাকিতে হইবে কেন? তাহারা স্ব স্ব অবস্থার উন্নতি-সাধন করিতে পারিতেছে না কেন? কিরূপে ভিন্ন দেশীয় শস্যাদি স্বদেশে জন্মাইতে হয়, কোন্ প্রণালীতে ভূমির উর্ব্বরাশক্তি বৃদ্ধি

করিতে হয়, কিরূপেই বা এক ফসল নষ্ট হইলে অন্য ফসল দ্বারা স্বদেশের অভাব—দুর্ভিক্ষ হইতে রক্ষা পাইতে হয়, ইত্যাদি নিতান্ত আবশ্যকীয় বিষয়ে তাহাদের কিছুমাত্র জ্ঞান নাই। যব, গম প্রভৃতি শস্য যে বঙ্গ-প্রাণ ধান্যের অপেক্ষা অধিকতর পুষ্টিকর, তাহা সকলে জানেন। ক্ষীণকায় দুর্ব্বল বাঙ্গালী অপেক্ষা মাংসল সবল হিন্দুস্থানী যে অধিকতর হৃষ্ট পুষ্ট, ইহাই এ বিষয়ের যথেষ্ট প্রমাণ। দেখা গিয়াছে, বঙ্গদেশে ঐ সকল শস্য জন্মিতে পারে; কিন্তু বঙ্গদেশের কৃষকদের যব গোমের পুষ্টিকারিতা-জ্ঞান ও নূতন শস্যোৎপাদনে অনুরাগ না থাকাতে, তাহারা ঐ সকল শস্য জন্মাইতে চেষ্টা করিতেছে না। যদিও আজকাল দেশের শিক্ষিত সমাজের কাহারো কাহারো কৃষকদের শোচনীয় অবস্থার প্রতি দৃষ্টি পড়িতেছে, কোন কোন সংবাদপত্রে কৃষকদের অবস্থা সম্বন্ধে প্রবন্ধাদি বাহির হইতেছে, বিশেষ সুখের বিষয় এই যে, এদেশীয় কয়েক জন বিলাতফেরতা কৃষিবিদ্যাবিশারদ যুবকের উৎসাহে কতক দিনাবধি "কৃষিগেজেট" নামে একখানি পত্রিকা বাহির হইতেছে; কিন্তু ঐ সকল আন্দোলন ও আলোচনা এবং পত্রিকাপ্রকাশের উদ্দেশ্য কার্যে পরিণত হইতে পারিতেছে না। লেখা পড়ায় অজ্ঞানতার জন্য সংবাদপত্রের আন্দোলন কৃষকদের দৃষ্টিগোচর হইতেছে না। কৃষি-গেজেটের অধিকাংশ প্রবন্ধ বিলাতী কৃষিপ্রণালীর উপরে দৃষ্টি রাখিয়া লেখা হয়, এবং ঐ পত্রিকা প্রায়শঃ জমিদার তালুকদার প্রভৃতি ধনীদের তাকিয়ার নীচে পেষিত হওয়া ভিন্ন অজ্ঞ কৃষকের পর্ণকুটীরে যাইয়া তাহার উপদেষ্টা স্বরূপে ব্যবহৃত হইতে পারিতেছে না। পাঠক! দেখিলেন, বঙ্গীয় কৃষকশ্রেণীর

মোসলমানগণ, কি শারীরিক কি মানসিক সকল প্রকার জ্ঞানেই অভাবান্বিত। বিদ্যার অভাবই তাহাদের এ সকল অজ্ঞানতার প্রধান কারণ। তাই বলি, শিক্ষিত সমাজ! তোমরা কতদিন আর বঙ্গের এ দুর্ভাগ্য কৃষকদের জ্ঞানতৃষ্ণা অপূর্ণ রাখিবে? তোমাদের সম্মুখে যে ইহারা জ্ঞান-পিপাসায় দিবানিশি ছট্‌ফট করিতেছে, তোমরা মানুষের প্রাণ লইয়া কি তাহাদের সে তৃষ্ণা পূর্ণ করিবে না? তোমরা শিক্ষালাভ করিয়াছ তোমাদের দায়িত্ব বুঝিতে পারিয়াছ, তোমরা কি জ্ঞানবারি বর্ষণ করিয়া মূর্খ কৃষকদের জ্ঞানতৃষ্ণা পরিতৃপ্ত করিবে না? আর কতদিনে দেখিয়া সুখী হইব যে বঙ্গীয় কৃষিজীবী মোসলমানগণ একহস্তে সংবাদপত্র অন্য হাতে হল ধারণ করিয়া মৃত্তিকা কর্ষণ করিতেছে।

আমি কৃষিজীবী বঙ্গীয় মোসলমানদিগকে আর এক অবস্থায় দেখাইয়া তাহাদের জন্য এ দুঃখের কান্না শেষ করিব। কৃষকগণ দিবা রাত্রি যথেষ্ট খাটিতেছে, পরিশ্রমের একশেষ করিতেছে তথাপি তাহাদের দরিদ্রতা দূর হইতেছে না, তাহাদের অবস্থা ক্রমশঃই অবনতির দিকে যাইতেছে, তাহারা দিন দিন দরিদ্রতা-রাহুর পূর্ণ গ্রাসের মুখে নিপতিত হইতেছে। বঙ্গদেশের অনেকস্থানে কৃষকগণ প্রতিবৎসর অধিকতর লাভজনক শস্যোৎপাদন করিতেছে, পূর্ব্বে যে ভূমিতে ৫৲ টাকার ধান্য জন্মিত, এখন সেই ভূমিতে ন্যূনকল্পে ১৫৲ টাকার পাট জন্মিতেছে; কিন্তু তাহাদের আয়ের বৃদ্ধির সহিত অবস্থার উন্নতি হইতেছে না। কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়, প্রথমতঃ—তাহাদের পরিবারের লোক সংখ্যা পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বাড়িয়া যাইতেছে; দ্বিতীয়তঃ—জমিদারের উৎপীড়ন হ্রাস হইতেছে না, এবং তৃতীয়তঃ—মহাজনগণ কৃষক-

দিগকে একেবারে শোষণ করিয়া ফেলিতেছে। নিজের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া কৃষকগণ একাধিক বিবাহ করিয়া বহুগোষ্ঠী জন্মাইয়া সমাজকে দরিদ্র করিয়া তুলিতেছে। জমিদার "চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের" রক্ষা-কবচের বলে, দুর্ভাগা বঙ্গীয় কৃষকদিগের প্রতি যথেচ্ছ ব্যবহার করিতেছে, তাহারা যথার্থ প্রাপ্য খাজনার সমান এমন কি—কোন স্থানে তদধিক গ্রামখরচ * লাঠী মারিয়া আদায় করিতেছে। সুচতুর মহাজন এমনই কল কৌশলে বঙ্গীয় কৃষকের সর্ব্বস্ব শোষণ করিতেছে যে, সে তাহা বুঝিয়াও বুঝিতে পারিতেছে না; কৃষকগণ বিদ্যাশিক্ষা না করা পর্য্যন্ত কথনই স্বস্ব অবস্থার উন্নতি সাধন করিতে পারিবে না। আমাদের দেশের লোকের একটী ভয়ানক ভ্রান্ত বিশ্বাস আছে যে যাহারা কৃষিকার্য্য করে তাহাদের আবার লেখা পড়ার আবশ্যকতা কি? বিদ্যাশিক্ষা করা যেন কুকুর-বৃত্তিকারী—চাকুরী ব্যবসায়ীদেরই একচেটিয়া জিনিস। আমাদের দেশের সকলেরই জানা আবশ্যক যে, ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা প্রভৃতি আধুনিক সুসভ্য দেশের অধিকাংশ কৃষক নানা বিদ্যাবিশারদ। এমন কি, তাহাদের শিক্ষার-তিলাংশের সহিত শিক্ষিত বাঙ্গালীর শিক্ষাভিমান তুলিত হইতে পারে না। শুভক্ষণে মহামতি লর্ড রিপণ এদেশে সাধারণশিক্ষা প্রচলন করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু যতদিন কৃষকদের মধ্যে সাধারণশিক্ষা উপযুক্তরূপ বিস্তৃত না হইতেছে, যতদিন কৃষকগণ তাহাদের অবস্থা ভালরূপ বুঝিতে না

* গ্রামখরচ—প্রজাদের নিকট হইতে ভূমির নিয়মিত কর অপেক্ষা প্যাদা, তহশিলদার প্রভৃতির বেতন, এবং জমিদারের দর্শনী ইত্যাদি বলিয়া যাহা আদায় হয় তাহাকে গ্রামখরচ বলে।

পারিতেছে, যতদিন তাহারা জমিদারের উৎপীড়ন, মহাজনের সুদ-পেষণ হইতে রক্ষা না পাইতেছে, ততদিন তাহাদের নিস্তার নাই, এবং যতদিন বঙ্গে কৃষকদের অবস্থা উন্নত না হইতেছে, ততদিন এ দেশের প্রকৃত উন্নতি হইতে পারিবে না!

বঙ্গীয় মুসলমানদের তৃতীয় শ্রেণী বাণিজ্য ব্যবসায়ী। ইহাদের অবস্থা কিছু আশাপ্রদ; ইহারা অল্লাধিক লেখা পড়া জানে। দুঃখের বিষয়, মুসলমানসমাজে ইহাদের সংখ্যা নিতান্ত অল্প। এই শ্রেণীর মুসলমানদের সাংসারিক অবস্থা একরূপ মন্দ নয়। ইহারা কাহাকে ধারায় না, ধারেও না। ইহাদের মধ্যেও শিক্ষার অভাব দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহাদের স্ব স্ব ব্যবসায়ে দক্ষতা দেখা যায় না। কিরূপ নিয়মে যে ব্যবসা চালাইতে হয় কিরূপে কার্য্য করিলে ব্যবসায়ে উন্নতি সাধিত হয় ইহাদের সে জ্ঞান নাই। দশে মিলিয়া যে লাভজনক ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইতে হয়, একথা ইহাদের স্বপ্নেরও অগোচর। অনেক প্রকার লাভজনক ব্যবসা আছে, যাহার মূলধন সংগ্রহ করা একজন কি দুইজন লোকের পক্ষে অসম্ভব হইতে পারে, কিন্তু অনেকে মিলিয়া স্বস্ব মূলধন একত্রিত করিলে সে অসম্ভব ব্যবসা ও সম্ভবপর হইয়া উঠে। বড়ই আক্ষেপের বিষয় এই যে বহুলোকের সংযোজিত মুলধনে কোন লাভজনক ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হওয়া শুধু মুসলমানগণ কেন সমস্ত বাঙ্গালী জাতির পক্ষেও অস্বাভাবিক হইয়া পড়িয়াছে। * ইহারাও অজ্ঞানতার ঘোর

* দশে মিলিয়া কোন কার্য্য আরম্ভ করিলে যে কিরূপ লাভবান হওয়া যায়, পাঠক তাহা একটী সামান্য উদাহরণেই বুঝিতে পারিবেন। মনে করুন, একজন লোক সমস্ত দিন পরিশ্রম করিয়া মাত্র ১০০টী আল্‌পিন প্রস্তুত করিতে পারে;

অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন রহিয়াছে। তবে যে তাহাদের আর্থিক অবস্থা কিঞ্চিৎ সচ্ছল, তাহার মূলমন্ত্র "বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী" এই মহাবাক্য।

বঙ্গীয় মুসলমানদের চতুর্থশ্রেণী ভৃতিভুক। পরাধীনতা করিয়া ইহাদের জীবনোপায় করিতে হয়; চাকুরীর উপরেই ইহাদিগকে নির্ভর করিয়া থাকিতে হয়। ইহাদিগকে দুই-শাখায় বিভক্ত করা যাইতে পারে, যথা—নিম্ন ও উচ্চ। এই নিম্নশাখার লোকদের সহিত কি পরিচিত হইতে চাও? যাহারা রাজকীয় কাছারি সমুহের চাপরাশ ধারণ, সাহেব সুবাদের গাড়ীর অগ্র পশ্চাতে গমন এবং জমিদার তালুকদারদের সর্ব্বপ্রকার দাঙ্গা হাঙ্গামায় লাঠী-সঞ্চালনকে জীবনের চরম উন্নতি মনে করে, তাহারাই এই শ্রেণীর লোক। ইহারা লেখা পড়ার সহিত কোন সম্পর্ক রাখে না। সাহেবদের Water লাও, Yes, No, Go, Come. প্রভৃতি শব্দের অর্থ-বোধই ইহাদের জ্ঞানের চরম সীমা। ইহারা স্ব স্ব অবস্থার উন্নতির জন্য কোন চেষ্টা করে না, বলিতে দুঃখ ও আক্ষেপ হয় যে, ইহাদের

এই ১০০ আল্‌পিনের মূল্য বাজারে চারি পয়সা মাত্র। কিন্তু আল্‌পিন প্রস্তুত করিবার যে সকল প্রক্রিয়া আছে, তাহার প্রত্যেকটী যদি এক এক জন লোকের হাতে দেওয়া যায়—অর্থাৎ একজন লোক আল্‌পিন নির্ম্মাণের সমস্ত কার্য্য না করিয়া, দশজন লোকে ঐ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া যদি তাহাদের মধ্যে কেহ ধাতু দ্রব করে, কেহ উহা ছাঁচে ফেলে, কেহ তারগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে কর্ত্তন করে, কেহ উহার একপ্রান্ত চেপটা করে, কেহ উহার অগ্রভাগ সূক্ষ্ম করে, আর কেহ বা উহা মসৃণ করে—ইত্যাদি রূপে নানা জনে পৃথক্ পৃথক্ কার্য্য করিলে সকলের সমবেত পরিশ্রমে একদিনে অনুন ৫০০০ আল্‌পিন প্রস্তুত হইতে পারিবে, এবং পূর্ব্বোক্ত দরে ঐ পাঁচ হাজার আল্‌পিন বাজারে ৩।০ মূল্যে বিক্রি হইবে।

পুরুষানুক্রমিক গৌরবের চিহ্ন "চাপরাস"। সাহেব সুবাদের বাস-প্রাঙ্গণে রাজত্বকালে রঙ্গিল পাগড়ীই যেন ইহাদের বাদসাহী তাজ। বঙ্গে এই শ্রেণীর মুসলমানের সংখ্যা নিতান্ত অল্প নয়। কিন্তু ইহাদের নিকটে সমাজের কোন আশা নাই, ইহাদের আর্থিক অবস্থাও ভাল নয়।

ভৃতিভুক শ্রেণীর উচ্চশাখার লোকদিগকে বিদ্যাবুদ্ধির বিনিময়ে জীবনোপায় করিতে হয়। এই শ্রেণীর মুসলমানগণ সমাজের আশাস্থল, বর্ত্তমান সময়ে ইহারাই সমাজের নেতা; ইহাদের সংখ্যা নিতান্ত অল্প হইলেও, ইহারাই বঙ্গীয় মুসলমান সমাজের মুখোজ্জ্বল রাখিতেছে—ইহারাই এ নিপতিত সমাজের গৌরব রক্ষা করিতেছে। বঙ্গীয় মুসলমান সমাজোদ্যানে এইরূপ দুই একটী পুষ্প ফুটিতেছে বলিয়া, বঙ্গীয় মুসলমান সমাজে এত আবর্জ্জনা—এত দুঃখ দুরবস্থা সত্ত্বে আজিও সে সমাজ এদেশের অন্যান্য প্রধান সমাজের সহিত অনায়াসে প্রতিযোগিতা করিতে সক্ষম হইতেছে। শ্রীশ্রীমতী ভারতরাজ্ঞীর প্রতিনিধির আইন সভায়, প্রেসিডেন্সি নগরের সর্ব্বোচ্চ বিচারাসনে জেলার সর্ব্বোচ্চ ধর্ম্মাসনে এবং মহকুমা সমূহের বিচারাসনে, দেশের উচ্চ এবং নিম্ন আদালতের ব্যবহারবিদদের দলে, এই শ্রেণীর স্বজাতীয় ভ্রাতা-দিগকে দেখিয়া মনে বড়ই আনন্দের উদ্রেক হয়। সাক্ষাৎভাবে এবং পরোক্ষে এই শ্রেণীর লোকদের দ্বারা মুসলমান সমাজের বিশেষ উপকার সাধিত হইতেছে। এই শ্রেণীর মধ্যে যাঁহারা রাজকীয় বেতনভোগী, তাঁহাদের দ্বারা মুসলমান সমাজের রাজকার্য্য প্রাপ্তির অধিকার সংরক্ষিত হইতেছে; এবং যাঁহারা স্বাধীন ব্যবসাবলম্বী, তাঁহারা যথাসাধ্য সমাজের মঙ্গলের জন্য দিবানিশি

পরিশ্রম করিতেছেন। যদিও দুর্ভাগ্য বঙ্গীয় মুসলমান, কিরূপে যে এই শ্রেণীর লোকের দলবৃদ্ধি হয়, এবং কিরূপে তাহাদের সমাজ হিতৈষণার পৃষ্ঠ পোষণ করিতে হয়, তৎপ্রতি কিছুই মনোযোগ দিতেছে না, তথাপি ইঁহারা সমাজের জন্য পরিশ্রম করিতে ত্রুটী করিতেছেন না। যেমন জোয়ার কিংবা বর্ষার প্রবলস্রোতে বটবৃক্ষের মূলদেশস্থিত মৃত্তিকা অপসারিত হইলে উহার শিকড়গুলি মাত্র সেই বিশাল শাখা প্রশাখাযুক্ত বৃক্ষটীকে উদ্বহন করে, সেইরূপ ভূতিভুক শ্রেণীর উচ্চ-শাখার লোকদের সংখ্যা নিতান্ত অল্প হইলেও—কিংবা সমাজ তাহাদের পৃষ্ঠপোষণ না করিলেও, তাহারা মুসলমান সমাজকে অনেক উচ্চে ধরিয়া রাখিয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ে দরিদ্র মুসলমান সমাজ তাঁহাদের নিকট অনেক বিষয়ে ঋণী। তাঁহারা এক্ষণে সমাজের জন্য যাহা করিতেছেন, ভবিষ্যদ্বংশ কৃতজ্ঞতার সহিত তজ্জন্য তাহাদিগকে অশেষ ধন্যবাদ দিবে। বঙ্গীয় মুসলমানদের অবস্থা প্রকাশ করিতে অনেকস্থলে বাধ্য হইয়া আমাকে তাহাদের দুঃখের গীতি গাইতে হইবে, বিষাদের ছবি আঁকিতে হইবে, আমার বিশেষ সুখ ও সৌভাগ্যের বিষয় যে, এক্ষণে আমি এই শ্রেণীর স্বজাতীয় ভ্রাতাদের একটুকু প্রশংসা করিতে অবকাশ পাইলাম। বঙ্গীয় মুসলমান সমাজ বর্ত্তমান দুরবস্থার সময়ে যাহার নিকটে যে কিছু সাহায্য পাইবে, আমরা প্রাণ খুলিয়া শতমুখে তাহাদের প্রশংসা করিতে ও ধন্যবাদ দিতে প্রস্তুত আছি; এমন কি, তাহাদের প্রশংসা করিতে "এক মে হাজার লাখ" বলিলেও আমাদের তৃপ্তি হয় না।

বঙ্গীয় মুসলমানদের পঞ্চম ও শেষ শ্রেণী ভূম্যধিকারী।

এই শ্রেণীর নিকটে সমাজের বড়ই প্রত্যাশা। এই শ্রেণী হইতে সমাজ ন্যায়তঃ অনেক সাহায্য পাইবার আশা করিতে পারে, সুতরাং এই শ্রেণীর অবস্থা অবশ্যই আলোচ্য। জমিদারগণ এদেশের রাজা ও প্রজার মধ্যবর্ত্তী। লর্ড কর্ণওয়ালিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে দেশের রাজা ও প্রজার মধ্যস্থিত এক উচ্চাসনে জমিদারকে অধিষ্ঠিত করিয়াছে, এবং তাহাদের হাতে যথেষ্ট ক্ষমতাও দিয়াছে। সমাজের দুঃখ দূর করিতে সমাজের অভাব মোচন করিতে—তাহাদের সম্মুখে যথেষ্ট উপায় রহিয়াছে। যে ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত না করা যায়, সে ইচ্ছা করিয়া যে কি লাভ হয়, তাহা পাঠক অনায়াসে বুঝিতে পারেন। আমি জানি, আজকাল অনেক শিক্ষিত মুসলমান যুবক স্বীয় সমাজের উন্নতি জন্য নানাপ্রকার সদিচ্ছা হৃদয়ের অন্তস্তলে পরিপোষণ করিতেছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাঁহাদের ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করার উপযুক্ত উপায় তাহাদের আয়ত্তাধীন নহে। জমিদারদের প্রাণে সমাজের জন্য কোন সদিচ্ছা থাকিলে তাঁহারা তাহা অক্লেশে কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন। তাঁহারা ইচ্ছা করিলেই সমাজের বিশেষ হিতসাধন করিতে পারেন, তাঁহারা সমাজকে দুঃখ দুরবস্থা হইতে বিমুক্ত করিতে ইচ্ছা করিলে অনায়াসে সফলকাম হইতে পারেন। এদেশের জমিদারদের প্রাণে স্বদেশ, স্বজাতির জন্য বিশুদ্ধ হিতৈষণা থাকিলে, স্বদেশের মুখ পুনরায় উজ্জ্বল হইতে পারে, স্বজাতির অবস্থা পুনরায় সমুন্নত হইতে পারে, সমাজ এক অপূর্ব্ব সুখের স্থান হইতে পারে। তাঁহারা সমাজের মঙ্গলার্থে অনেক করিতে পারেন বটে, কিন্তু তাঁহারা স্ব স্ব ক্ষমতানুযায়ী কার্য্য করেন কি না, পাঠক! আসুন

একবার তাহারই অনুসন্ধান লই। দেখি, তাঁহাদের সমাজের জন্য চিন্তা আছে কি না; সমাজের দুঃখ দূর করিবার ইচ্ছা আছে কি না, স্বজাতি-বাৎসল্য আছে কি না। এই সকল প্রশ্ন লইয়া যদি তুমি সমাজের ধন কুবেরগণের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিতে আরম্ভ কর, তবে তুমি কি উত্তর পাইবে? বঙ্গের অধিকাংশ মুসলমান জমিদারের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে আমাদিগকে কেবল হতাশ হইতে হইবে। প্রথমতঃ দেখুন, বিদ্যাবুদ্ধির সহিত তাহাদের কিরূপ সম্বন্ধ; বঙ্গীয় আধুনিক মুসলমান জমিদারগণের মধ্যে বিদ্যার এতদূর অভাব পরিলক্ষিত হয় যে, তাহা ভাবিতে গেলে আমাদিগের আর কোন আশাই থাকে না। ধনীদের বিদ্যা-শিক্ষায় অমনোযোগের অনেক কারণ ও রহিয়াছে; ধন ও বিদ্যা ক্বচিৎ একাধারে দেখা যায়; হিন্দুরা বলেন, লক্ষ্মী ও সরস্বতী এক গৃহে বাস করেন না। অনেকস্থলে দেখা যায়, নাম-স্বাক্ষর জ্ঞানই তাঁহাদের বিদ্যাশিক্ষার পরিসমাপ্তি; তাঁহাদের বিদ্যাশিক্ষা অথবা জ্ঞানার্জ্জন করিবার অবকাশই বা কোথায়? দিবা রাত্রি নিদ্রা-দেবীর সেবা করিয়াও তাহাদের তৃপ্তি হয় না। হে সমাজ-হিতৈষি যুবক! তুমি কি এই জমিদারদিগকে জাগাইতে চাও—কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ করিতে চাও—? তাহা হইবে না। সত্যকথা বলিয়া বিরক্তি-ভাজন হইতে ভয় কি? বঙ্গীয় অধিকাংশ মুসলমান জমিদারকে আলস্যের উপাসক বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। নিদ্রার সেবা করিয়া তাঁহারা যে অবকাশ পান, তাহা কবুতর উড়ান, মোরগ লড়ান, খোসগল্প, তাস পাশা প্রভৃতি আমোদ প্রমোদেই ব্যয়িত হয়। এখন বল

দেখি, তাহারা কেমনে স্বায় উন্নতির চেষ্টা করিবে, কোন্ সময়েই বা বিদ্যাভ্যাস করিবে? তাঁহারা সমাজের জন্য চিন্তা করিবে কিরূপে? যাহাদের আলস্যের দাসত্ব করিতে সময় মত স্নানাহার ঘটিতে পারে না, যাহাদের আত্ম-ভাবনা নাই, তাহারা পরের জন্য ভাবিবে কিরূপে? অধিক কি, বলিতে বড়ই দুঃখ হয় যে, যে জমিদারীর বলে ইহারা আপনাদিগকে ছোট খাট নবাব বলিয়া মনে করেন, সেই জমিদারীর শাসন-কার্য্যে, তাহার আয়ব্যয়দর্শনে—তাহাদের মতি গতি নাই। পাঠক! বঙ্গীয় অধিকাংশ মুসলমান জমিদারের ঘরের তত্ত্ব লও, জানিতে পারিবে—জমিদারের নিজবাড়ীর দালানের ছাদ খসিয়া পড়িতেছে, উহার কত স্থান ভাঙ্গিয়া যাইতেছে, সে বাড়ীতে প্রবেশ করিতে আবর্জ্জনার দুর্গন্ধে নিশ্বাস বন্ধ হইয়া আইসে; অথচ অন্যদিকে জমিদারের নায়েব দেওয়ান বাবুদের বাড়ীতে দ্বিতল ত্রিতল দালান উঠিতেছে, মনোরম উদ্যান নির্ম্মিত হইতেছে; জমিদারগণ বিদ্যা-বুদ্ধি-শূন্য, কাজেই নায়েব দেওয়ান বাবু যথেচ্ছা জমিদারী লুটপাট করিয়া নিরন্ন প্রজার সর্ব্বনাশ করিয়া—আয়ের পথ প্রশস্ত করিয়া লইতেছে। অনর্থক মামলা মোকদ্দমা ঘটাইয়া উকিল মোক্তারের উদর পোষণের সহিত নিজেরাও দশটাকা লাভ করিতেছে, জমিদারকে একে আর বুঝাইয়া এক শত টাকার জমা খরচে ২০০৲ কেন ৫০০৲ শত টাকা মঞ্জুর করাইয়া লইতেছে।* ইহারা

* ঢাকা অঞ্চলের কোন মির্জ্জা জমিদারের নিকটে কোন আমলা বাবুর জমা খরচ দস্তখত উপলক্ষে "জোনাব কি তোছদ্দকক মে গেয়া" শীর্ষক যে হাস্যজনক কথা আমি শুনিতে পাই, তাহা পাঠকগণ হয় ত অবগত আছেন।

কলে কৌশলে অভাগা জমিদারগণকে এমনই খেলার পুতুল করিয়া রাখিতেছে যে, ইহাদের কার্য্যে কোন প্রকার সন্দেহ করা কিংবা ইহারা যে একবারে জমিদারের সর্ব্বনাশ করিতেছে তাহার অনুসন্ধান করা ঐ সকল জমিদারদের পক্ষে অসম্ভব।

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে পূর্ব্বোল্লিখিত নিকৃষ্ট শ্রেণীর লোকেরা অশেষ প্রকারে সমাজের অকল্যাণ সাধন করিতেছে। তাহারা জমিদার শ্রেণীর এক ভয়ানক রোগ; তাহারা জমিদার শ্রেণীর সামান্য অনিষ্ট করিতেছে না; এই বিষদন্ত-কীটনিচয় সমাজের আশাকুসুম জমিদারগণকে নিরন্তর দংশন করিতেছে। বঙ্গদেশের জমিদার ও অন্যান্য সভ্যদেশের জমিদারে অনেক পার্থক্য রহিয়াছে; বিলাতের অধিকাংশ জমিদার বড়লোক, বঙ্গদেশের জমিদারগণকে বড়লোক বলিলে "বড়লোক" শব্দের মর্য্যাদা কি রক্ষা পায়? ইংলণ্ড প্রভৃতি সভ্যদেশে জ্ঞান, সম্মানও গুণে বড় না হইয়া কেবল ধনে বড় হইলে প্রকৃত বড়লোক বলিয়া গণ্য হইতে পারে না; সে সকল দেশে বড়লোক হওয়ার ইচ্ছা থাকিলে বিদ্যাশিক্ষায় বড় হইতে হইবে, জ্ঞানগরিমায় সমুন্নত হইতে হইবে, সাধারণের নিকট সম্মান-ভাজন হইতে হইবে, বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধিতে বিভূষিত হইতে হইবে; অল্প কথায় বলিতে, ধন জন প্রভৃতি বাহ্যিক আড়ম্বরে নয়—হৃদয়ের গুণে বড় হইতে হইবে। ইংলণ্ডের জমিদার সন্তানকে প্রথমতঃ নানা বিদ্যায় পারদর্শী হইতে হয়, উচ্চ উপাধিলাভ করিতে এবং বিদ্যাবুদ্ধির বলে সমাজের বংশোপযুক্ত বড়লোকের শোভনীয় পদ অধিকার করিতে হয়, বঙ্গীয় মুসলমান জমিদারগণের কি এই জ্ঞান আছে?—তাহাদের কি বিদ্যা বুদ্ধির বলে বড়লোক হইবার চেষ্টা আছে? কখনই

না। বঙ্গীয় মুসলমান-সমাজের ভাগ্য কবে ফিরিবে, কবে তাহারা স্ব স্ব উন্নতির জন্য মনোযোগী হইবে, কবে তাহাদের এ দুঃখ-নিশার প্রভাত হইবে, কবে তাহাদের এ কালনিদ্রা ভাঙ্গিবে, কবে স্বজাতির এ শোচনীয় অবস্থা দর্শনে তাহাদের সহানুভূতি হইবে—আর কত দিনে তাহারা আপনাদের দায়িত্ব বুঝিয়া কার্য্য করিতে আরম্ভ করিবে। সেই সুখের দিন কবে আসিবে—যখন বঙ্গীয় মুসলমান জমিদারগণ সমাজের অগ্রণী হইয়া, প্রকৃত বড়লোক হইয়া, স্বজাতির দুঃখ-দূরীকরণার্থে বদ্ধ-পরিকর হইবেন।

বঙ্গীয় মুসলমানগণের বংশানুক্রমিক 'শেখ' 'সৈয়দ' 'মোগল' ও 'পাঠান' এই বিভাগচতুষ্টয় প্রদর্শিত হইয়াছে; তৎপর কার্য্যগত পার্থক্য দেখাইতে, সমাজের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে, 'নিকৃষ্টশ্রেণী' 'কৃষিজীবি' 'ব্যবসায়ী' ও 'ভৃতিভুক' এবং 'ভূম্যধিকারী' এই পাঁচ শ্রেণীর স্থূল বিবরণ উপরে প্রকটিত হইয়াছে; এক্ষণে আমি বঙ্গীয় মুসলমানদের সামাজিক, রাজনৈতিক ও আধ্যাত্মিক অবস্থা সাধারণ ভাবে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব।





বঙ্গীয় মুসলমানদিগের সামাজিক অবস্থা।

বঙ্গীয় মুসলমানসমাজ যে অবনতির স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে, তাহার মূল প্রস্রবণ কোথায়?—একবার অনুসন্ধান করিয়া দেখা আবশ্যক। শরীরের কোন বিশেষ অঙ্গ অন্যান্য অঙ্গাদির সহিত সামঞ্জস্য না রাখিয়া যদি বর্দ্ধিত হয়, তবে সে বৃদ্ধি অন্যানা অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির ক্ষতিকারক এবং সমস্ত শরীরের অনিষ্টজনক হইয়া থাকে; বিশেষতঃ এই আংশিক স্ফীতি যদি শেষবয়সে হয়, তবে তাহার পরিণাম বড়ই শোচনীয় হইয়া উঠে। দিল্লীর সাম্রাজ্য-রূপ মুসলমানসমাজ-শরীরে নবাব আলীবর্দ্দির সময়ে, বঙ্গদেশরূপ তাহার একটী অঙ্গ নানা-প্রকারে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, ক্ষণিক স্বাধীনতার গর্ব্বে স্ফীত হইয়া উঠিল। যখন সেই সাম্রাজ্য শেষদশায় উপস্থিত হইল, তখন বঙ্গের ক্ষণিক স্ফীতি, স্বাধীনতার গর্ব্ব—সেই সাম্রাজ্যের ধ্বংস যেন ডাকিয়া আনিল। বঙ্গের এই সময়ে ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি পাইয়াছিল, ক্ষমতা বাড়িয়াছিল, আলীবর্দ্দি বঙ্গদেশকে সুখ-সমৃদ্ধিতে পূর্ণ করা সত্ত্বেও "অকালকুসুমের" ন্যায় উহা ভাবুকের নিকট বড় অশুভকর বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল। আলীবর্দ্দির সময়ে যে অকালকুসুম দেখিয়া সকলে ভীত হইয়াছিল, নবাব সেরাজ ওদ্দাওলা সেই কুসুমের ফলরূপে প্রকাশ

পাইল; পলাশীর প্রাঙ্গণে—কবির মুখে বলিতে "যেই খানে যবনের কিরীট-ভূষণ, খসিয়া পড়িল আহা! পলাশীর রণে।" যে মুহূর্ত্তে মুস্লেম গৌরব-রবি অস্তমিত হইল, সেই মুহূর্ত্তে বঙ্গীয় মুসলমানদের বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থার সূত্রপাত হইল, সেই মুহূর্ত্তে মুসলমানের এ ভীষণ কালরাত্রির গোধূলী দেখা দিল; সেই মুহূর্ত্ত হইতে বঙ্গীয় মুসলমানদের জাতীয় জীবন চেতনা হারাইল, এবং সেই অচেতনাবস্থায় মুসলমানগণকে আজও দেখা যাইতেছে। বঙ্গীয় মুসলমান-সমাজে যে সকল অভাব দেখিয়া প্রাণে সর্ব্বদা ব্যথা পাই তাহারই উল্লেখ করা আবশ্যক। যদি আমরা আমাদের অভাবগুলি বুঝিতে পারি—আমাদের সমাজ-শরীরে কোন রোগ আছে কি না তাহা জানিতে পারি, তবে আমাদের অভাবমোচনের—রোগপ্রতিকারের চেষ্টা অবশ্যই হইতে পারে; ইহা আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

বঙ্গীয় মুসলমান-সমাজের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে প্রথমে তাহাদের শিক্ষার অভাবই আমাদের চক্ষু-পীড়া জন্মায়। যখন দেখি বঙ্গীয় মুসলমান সমাজ শিক্ষাসামর্থ্যে অন্যান্য সমাজের বহু পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছে, তখন এক বিজাতীয় মর্ম্মান্তিক দুঃখে মর্ম্ম দংশন করে। শিক্ষার উপরে জাতীয় সুখ-সমৃদ্ধি নির্ভর করে, বঙ্গীয় মুসলমানদের যে এই শিক্ষার অভাবই তাহাদের দুঃখ-দুরবস্থার প্রধানতম কারণ, তাহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। বঙ্গীয় মুসলমান-সমাজে বিদ্যাশিক্ষার যে অভাব রহিয়াছে, তাহার প্রমাণ সংগ্রহ করিতে অনেক দূর যাইতে হইবে না; এক্ষণে যাঁহার হস্তে বঙ্গীয় হিন্দু-মুসলমানের সুখ দুঃখের ভার ন্যস্ত রহিয়াছে, তাঁহার কথা

অবশ্যই অকাট্য প্রমাণ বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। গত লোকসংখ্যার তালিকা অর্থাৎ আদমসুমারী দেখিয়া বাঙ্গালার ছোটলাট বাহাদুর বলেন যে, বঙ্গদেশে পুরুষদের এক হাজার লোকের মধ্যে বিদ্যাশিক্ষা সম্বন্ধে * নিম্নলিখিত অবস্থা দৃষ্ট হয়।

	যাহারা বিদ্যাশিক্ষা করিতেছে	যাহারা লেখা পড়া করিতে পারে	যাহারা নিরক্ষর
হিন্দু	৩৯	৭৯	৮৯২
মুসলমান	২৮	৪৫	৯৩৭

এই তালিকায় দৃষ্ট হয় যে, মুসলমানগণ হিন্দুদের অপেক্ষা বিদ্যাশিক্ষায় ১৪ অঙ্ক এবং সাধারণ লেখাপড়ায় ২৪ অঙ্ক নিম্নে পড়িয়া রহিয়াছে। বঙ্গীয় মুসলমান ভ্রাতাদের শিক্ষার কত অভাব! বঙ্গদেশের এক শত মুসলমানের মধ্যে বিদ্যাশিক্ষা সম্বন্ধে এই অবস্থা দৃষ্ট হয় যথা;—

	যাহারা লেখা পড়া শিক্ষা করিতেছে	যাহারা মুর্খ
বঙ্গীয় মুসলমান	২$\frac{৫}{৮}$	৯৭$\frac{৩}{৮}$

কি শোচনীয় অবস্থা! বঙ্গদেশে ১০০ জন মুসলমান যুবকের মধ্যে ২$\frac{৫}{৮}$ জন শিক্ষার্থী, অবশিষ্ট ৯৭$\frac{৩}{৮}$ জন নিরক্ষর আলস্যের দাস। কি আশ্চর্য্যের বিষয় ইংরেজ-শাসনাধীন বঙ্গদেশে উনবিংশ শতাব্দীতে বঙ্গীয় মুসলমান যুবকগণের শতকরা প্রায় ৯৮ টী প্রাণী নিরক্ষর, † ইহারা বিদ্যা-শিক্ষার রসাস্বাদনে বঞ্চিত রহিয়াছে।

* ১৮৮২ খৃঃ অব্দের বেঙ্গল এডমিনিষ্ট্রেশন্ রিপোর্ট দেখুন।

† বঙ্গদেশের ১৮৮২—৮৩ খ্রীঃ অব্দের শাসন বিবরণীর ১১০ পৃঃ দেখুন।

যে সমাজে এইরূপ অজ্ঞতা—এতদুর নিরক্ষরতা বর্ত্তমান, সে সমাজের আশাভরসা কোথায়? বঙ্গীয় মুসলমানদের কি ধনী, কি নিধন সকলেই বিদ্যার অভাবে অভাবান্বিত। ধনিগণ আলস্তের দাসত্ব করিয়া কেবল আহার বিহারে সুখের মানব-জীবন বিনষ্ট করিতেছে পক্ষান্তরে নির্ধনগণ অবস্থার নিপীড়নে বিদ্যাশিক্ষার জন্য উপযুক্ত অর্থ সংগ্রহ করিয়া উঠিতে পারিতেছে না; সত্যই যাঁহারা চিন্তা করিয়া দেখিবেন, তাঁহারা মুসলমান-সমাজে বিদ্যাশিক্ষা সম্বন্ধে উল্লিখিত বিপরীত অবস্থা দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন, এবং মুসলমানদের এ অজ্ঞানতা-স্রোতের তীরে দাড়াইয়া বলিবেন "এ ঘাটেও থা নাই ও ঘাটেও সাঁতার"।

আমরা বঙ্গীয় মুসলমানগণ শিক্ষাক্ষেত্রে এত পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছি কেন, এ প্রশ্নের উত্তর কে দিবে? বঙ্গীয় মুসলমানগণ কি শিক্ষানৈপুণ্যে তাহাদের প্রতিবেশী হিন্দুদের অপেক্ষা কোন শক্তিতেই অভাবান্বিত? বঙ্গীয় মুসলমানগণ কি বিদ্যাশিক্ষার স্বাভাবিক শক্তি-বিহীন হইয়া পড়িয়াছে? যে মুসলমান-জাতি এক সময়ে জগতে জ্ঞান ও সভ্যতার আদর্শস্থল হইয়া উঠিয়া ছিল, যাহাদের জ্ঞান-রশ্মি কর্ডোভা, গ্রানেডা বোগদাদ, কায়রো ও গজনীর বিশ্ব-বিদ্যালয় সমূহ হইতে সমুত্থিত হইয়া ইউরোপ, আফ্রিকা ও এসিয়ার অধিবাসীদিগকে সভ্যতালোকে আলোকিত করিত, যে মুসলমান জাতির নিকটে জ্ঞান ও সভ্যতা শিক্ষা করিয়াছিল বলিয়া আজ ইউরোপভূমি উনবিংশ শতাব্দীর জ্ঞান-গরিমায় গৌরবান্বিত হইয়াছে, যে মুসলমান জাতির ইতিহাস, ভূগোল, সাহিত্যের অনুকরণে ইউরোপের বর্ত্তমান ইতিহাস,

ভূগোল, ও সাহিত্য গঠিত হইয়াছে, যে মুসলমান জাতির গণিতশাস্ত্রের এল্‌জ্যাবরা এবং রসায়ণে "কিমিয়া" নামে ইউরোপ ও আমেরিকায় গণিত ও রসায়ন শাস্ত্রের নামাকরণ হইয়াছে, যে মুসলমান জাতির অবলম্বিত আরবী সংখ্যা লিখন-প্রণালী আজও সমস্ত ইউরোপীয় জাতির গণিতে সমাদরে ব্যবহৃত হইতেছে, যে মুসলমান জাতি জগতে সর্ব্বপ্রথমে অবজারভেটরি স্থাপন করেন, এবং যে মুসলমান জাতির আবিষ্কৃত ত্রিকোণ-মিতির কতকগুলি আবশ্যকীয় নিয়ম সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া অঙ্ক-শাস্ত্রে পরিগৃহীত হইয়াছে; বলিতে দুঃখ হয়! আজ বঙ্গদেশে সেই মুসলমান কি পাশ্চাত্য-শিক্ষা আয়ত্ত করিতে অক্ষম? তাহাদের মস্তিস্কের কি কোন অভাব ঘটিয়াছে? না কখনই নহে। আলস্য, বিলাসিতা প্রভৃতি ব্যসনগুলি ব্যতীত বঙ্গীয় মুসলমানের শিক্ষাবনতির আরো কয়েকটী মুখ্য কারণ রহিয়াছে। সে কারণ এই—৫০০ শত বৎসরের পরাধীনতায় হিন্দুজাতিকে পরকীয় ভাষা শিক্ষা করিতে অভ্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল, মুসল-মান রাজত্বের সময়ে হিন্দুগণ আরবী পারসী শিক্ষা করিত, অতএব ইংরেজশাসনের প্রারম্ভে হিন্দুগণ পরকীয় ভাষা শিক্ষা করিতে অভ্যস্ত থাকায় অনায়াসে পারসীর পরিবর্ত্তে ইংরেজী বুলি গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিলেন; বাস্তবিক হিন্দুগণ যখন তাহাদের অবস্থার চিন্তায় প্রবৃত্ত হয়, এবং ইংরেজী শিক্ষা করিতে আরম্ভ করে, মুসলমানগণ তখনও পরাধীনতার নিকটে সহিষ্ণুতার পরিমাণ শিক্ষা করিতে সময় পায় নাই! তখনও বঙ্গীয় মুসলমান জাতীয় ভাষা, জাতীয় পরিচ্ছেদ—বেশভূষা পরিত্যাগ করিয়া নিরাপত্তিতে পরকীয় ভাষা পরকীয় বেশভূষা গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হয় নাই;

ভীষণ ব্যাঘ্র যেমন পিঞ্জরে আবদ্ধ হইলে প্রথমতঃ কিছুকাল মনের দুঃখে গুম্‌রাইতে থাকে, আবদ্ধকারীর হস্ত হইতে আহার গ্রহণ ও তাহার হাতের তুড়িতে নৃত্য করিতে অনেক বিলম্বে শিক্ষা করে ইংরেজ শাসনের সূচনাকালে বঙ্গীয় মুসলমানদের অবস্থাও অবিকল সেইরূপ ছিল। দীর্ঘকাল স্বাধীনতার সুখভোগ করিয়া কে স্বেচ্ছায় অধীনতা-শৃঙ্খল পায় পরিতে চায়? এই কারণে হিন্দুদের সহিত এক সময়ে মুসলমানগণ ইংরেজী ভাষা শিক্ষা আরম্ভ করিতে পারে নাই; নতুবা এক রাজার অধীনে এক অবস্থায় হিন্দুদের অপেক্ষা মুসলমানগণের এত পশ্চাতে পড়িয়া থাকার অন্য কোন গুরুতর কারণ দৃষ্ট হয় না। তৎপর মুসলমানদের ইংরেজী শিক্ষার অবনতির আরো কতিপয় কারণ রহিয়াছে; মুসলমানদের জাতীয় ভাষার প্রতি যেরূপ সমাদর, স্বধর্ম্মে তাহাদের সেইরূপ ভক্তি; ধর্ম্মকর্ম্ম, বিধিব্যবস্থা শিক্ষা করিতে হইলে আরবী, ফার্সী শিক্ষা করা নিতান্ত আবশ্যক। কারণ সমস্ত ধর্ম্মগ্রন্থ ঐ দুই ভাষায় লিখিত। আমরা দেখিতে পাই, একটী হিন্দুবালক যে সময়ে এণ্ট্রেন্স অর্থাৎ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার উপযুক্ত ইংরেজী শিক্ষা করে, একজন মুসলমান বালকের সে সময় ধর্ম্মপ্রণালীর প্রাথমিক শিক্ষাতেই ব্যয়িত হয়। সুতরাং হিন্দুবালক মুসলমান বালককে ইংরাজী শিক্ষায় অনায়াসে পশ্চাতে ফেলিয়া চলিয়া যায়। কিন্তু হিন্দু ও মুসলমান বালকগণ এক সময়ে ইংরাজী শিক্ষা করিতে আরম্ভ করিলে হিন্দুবালক কোন রূপেই মুসলমান বালককে অতিক্রম করিতে পারে না। বঙ্গদেশের হিন্দুগণ মনে করেন ইংরেজীর সহিত হয় বাঙ্গালা, নয় সংস্কৃত শিক্ষা করিতে পারিলেই তাহাদের পক্ষে যথেষ্ট হইল, কিন্তু মুসলমানদের

তাহা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ অবস্থা। মুসলমানদিগকে স্বজাতি ও স্বধর্ম্মের প্রতি অনুরাগবশতঃ প্রথমতঃ আরবী ফার্সী ও উর্দ্দু শিক্ষা করিতে হয়, বঙ্গদেশের অধিবাসী বলিয়া তাহাদিগকে সাংসারিক কার্য্য পরিচালনার্থে বাঙ্গলাভাষা শিক্ষা করিতে হয়; আরবী ফার্সী কি উর্দ্দু পরিত্যাগ করিয়া কোন মুসলমান বালক যদি প্রথমেই ইংরাজী ও বাঙ্গলাভাষার সেবায় প্রবৃত্ত হয়, তবে সে অল্প দিনেই স্বধর্ম্মভক্তি-বিহীন, স্বজাতির প্রতি অনুরাগশূন্য নুতন একটী জীব হইয়া পড়ে; তাই আমরা অনুক্ষণ আমাদের সমাজে উলঙ্গ-শির বিজাতীয় মতাক্রান্ত মুসলমান বালকদের সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে দেখিয়া প্রাণে ব্যথা পাইতেছি। পাঠক! দেখুন, মুসলমান বালকদিগকে প্রথমতঃ আরবী, ফার্সী, উর্দ্দু এবং বাঙ্গলা শিক্ষা করিয়া ইংরেজীর পাঠারম্ভ করিতে হয়, অথচ হিন্দুবালকগণ তাহাদের মাতৃভাষা বাঙ্গালার বর্ণমালাসহিত ইংরেজী বর্ণমালা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করে, অর্থাৎ মুসলমান বালকদিগকে যেখানে ৫টী ভাষা শিক্ষা করিতে হয়, সেখানে হিন্দুবালকদিগকে মাত্র ২টী ভাষা শিক্ষা করিতে হয়, কাজেই মুসলমানগণ ইংরেজী-শিক্ষাক্ষেত্রে হিন্দুবালকদের সহিত সমভাবে অগ্রসর হইতে পারে না। এতদ্ব্যতীত গবর্ণমেণ্টের প্রবর্ত্তিত শিক্ষা-প্রণালী ও বিদ্যালয়ে ব্যবহৃত পুস্তকাদি ও মুসলমানদের ইংরেজী শিক্ষায় বাধা জন্মাইতেছে; মুসলমানগণ ধর্ম্মকে প্রাণের অপেক্ষা ভালবাসে, যে কার্য্যে তাহাদের ধর্ম্মকর্ম্মে বাধা জন্মিবার সম্ভাবনা, তাহারা সেরূপ কার্য্য করিতে কখনই প্রস্তুত নয়; মুসলমানগণ প্রত্যহ ৫ বার নিয়মিত সময়ে উপাসনা করিয়া থাকেন; তাহাদিগকে এই ৫ বারের মধ্যে একবার প্রত্যহ মধ্যাহ্নে উপাসনা

করিতে হয়; দুঃখের বিষয়, সরকারী স্কুল কলেজে মধ্যাহ্ন সময়ে মুসলমান ছাত্রদিগকে উপাসনা করার জন্য ছুটীর বন্দোবস্ত না থাকায়, ধর্ম্মপরায়ণ মুসলমানগণ স্বস্ব সন্তানগণকে সরকারী স্কুল কলেজে পাঠাইতে পারে না। বঙ্গদেশের অনেক স্থানে অধিবাসীদের মাতৃভাষা উর্দ্দু; মুসলমান ছাত্রগণ ইংরেজীর অনুবাদ উর্দ্দুতে না শুনিলে কিছুই বুঝিতে পারে না, কিন্তু সরকারী স্কুল সমূহের অধিকাংশ শিক্ষকগণ বাঙ্গালী, বাঙ্গালাভাষায় ইংরেজী অনুবাদ করিয়া ছাত্রগণকে বুঝাইতে চেষ্টা করেন, মুসলমান ছাত্রদের বাঙ্গলা-ভাষার জ্ঞানের অভাব, কিংবা হিন্দুবালকদের অপেক্ষা অনেক অল্প জ্ঞান থাকায় তাহারা ইংরেজী শিক্ষায় উন্নতি করিতে পারে না। সরকারী স্কুল কলেজে যে সকল পুস্তক পাঠ্যরূপে গৃহীত হয়, তাহা পড়িতে মুসলমান ছাত্রদের বিশেষ আপত্তির কারণ রহিয়াছে। মুসলমানদিগকে বাঙ্গালী গ্রন্থকারগণ তো দিবানিশি ম্লেচ্ছ, যবন, নেড়ে, তুরুক, মোসলা প্রভৃতি নামে তাহাদের স্ব স্ব গ্রন্থে অভিহিত করিয়া থাকেন—তাহাতে কিছু আসে যায় না—কিন্তু ইংরেজ গ্রন্থকারগণ মুসলমানজাতি সংক্রান্ত অনেক মিথ্যাপবাদ প্রকাশে মুসলমান রাজত্বকে কুরঞ্জিত করিয়া মুসলমানদের মনে দারুণ ব্যথা জন্মায়; কাজেই মুসলমানগণ ঐ সকল গ্রন্থ যেস্থানে পঠিত হয়, তথায় স্বস্ব সন্তান সন্ততিকে পাঠাইতে চায় না। এই সকল কারণে মুসলমানসমাজে বর্ত্তমান সময়ে আশানুরূপ ইংরেজী শিক্ষা প্রচলিত হইতে পারিতেছে না। মুসলমানদের ইংরেজী শিক্ষার অবনতির মূলে যে এই সকল কারণ রহিয়াছে, তাহার অনুসন্ধান না লইয়া যদি কেহ কেবল আলস্য, উদাসীনতা কিংবা অনর্থক ইংরেজীভাষার প্রতি ঘৃণাকে বর্ত্তমান সময়ে উহার কারণ বলিয়া

মনে করেন, তবে তাহা কোনরূপেই স্বীকার করিতে পারি না। বাঙ্গালা ছাত্রবৃত্তি ও মাইনর পরীক্ষায় গবর্ণমেণ্টে হইতে যে সকল বৃত্তি দেওয়া হয়, তাহা প্রকারান্তরে হিন্দু বালকদের একচেটিয়া হইয়া পড়িয়াছে; যে সময়ে হিন্দুবালকগণ কেবল বাঙ্গালা কিংবা বাঙ্গালাও ইংরেজী পড়ে, মুসলমান বালকগণকে সেই সময় মধ্যে স্বস্ব গৃহে আরবী ফার্সী ও বিদ্যালয়ে বাঙ্গালা ইংরেজী পড়িতে হয়, কাজেই মুসলমান ছাত্রগণ সমকক্ষতায় অকৃতকার্য্য হইয়া বৃত্তিলাভে বঞ্চিত হয়; ইহাতে মুসলমান সমাজের বিশেষ ক্ষতি হইতেছে; সুতরাং তাহাদের জন্য বিশেষ বৃত্তির আবশ্যক।

পক্ষান্তরে, বঙ্গীয় মুসলমানদের আরবী, ফার্সী শিক্ষাতে নানা কারণে প্রতিবন্ধক ঘটিয়াছে। পূর্ব্বসময়ে প্রত্যেক পল্লীতে মোক্তাব ও মাদ্রাসায় মুসলমান ছাত্রগণ আরবী ফার্সী শিক্ষালাভ করিত। যেই ফার্সী রাজভাষার আসন হইতে অস্তমিত হইল, অমনি আরবী ফার্সীর সমাদর হ্রাস হইয়া পড়িল। এইরূপে বঙ্গীয় মুসলমানগণ কি বিজাতীয় কি জাতীয় ভাষার শিক্ষালাভে বঞ্চিত হইলেন। এখন তাহাদের কিছু কিছু চেতনা হইতেছে। তাহারা আত্ম-অবস্থা বুঝিতেছে, তাঁই বর্ত্তমান সময়ে বিদ্যালয়ে মুসলমান ছাত্রসংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। ১৮৫১ খৃঃ অব্দে হিন্দুছাত্র সংখ্যা মুসলমান ছাত্রের ৪ গুণ ছিল, * কিন্তু বিগত দশ বৎসরের মধ্যে মুসলমান ছাত্র-সংখ্যার ক্রমিক বৃদ্ধি দেখিলে কাহার না মন পুলকে পূর্ণ হয়? প্রত্যেক বৎসরই বঙ্গে মুসলমান ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে; যদিও বাঙ্গালার লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর মুসলমানদের শিক্ষা সম্বন্ধে

* বেঙ্গলের পব্লিক ইনষ্ট্রাক্সনের রিভিউ ২৭২ পৃষ্ঠা।

ভবিষ্যৎ আশাজনক মত প্রকাশ করিয়াছেন, তথাপি আমরা বঙ্গীয় মুসলমানের বর্ত্তমান অবস্থার দিকে দৃষ্টিপাত করিলে কোনই সুখলাভ করিতে পারি না।

বঙ্গীয় মুসলমান সমাজের আর এক দুরবস্থা—তাহাদের দরিদ্রতা। বঙ্গীয় অধিকাংশ মুসলমান দরিদ্র। নানা কারণে মুসলমানগণ দরিদ্র হইয়া পড়িতেছে। দরিদ্রতাই বঙ্গীয় মুসলমানদের উন্নতির এক বিষম অন্তরায় স্বরূপ হইয়া উঠিয়াছে। আজকাল বঙ্গীয় মুসলমানগণ ইংরেজী শিক্ষার উপকারিতা অনধিক পরিমাণে বুঝিতে পারিয়াছে, অনেকেই স্বস্ব সন্তানসন্ততিকে ইংরেজী ভাষায় সুশিক্ষিত করিতে ইচ্ছা করিতেছেন, কিন্তু দরিদ্রতা তাহাদের সে ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত হইতে দিতেছে না। দেখিয়াছি—অনেক মুসলমান যুবক স্বতঃ উচ্চশিক্ষায় প্রবৃত্ত হইয়াছে, কিন্তু দরিদ্রতা তাহাদের পথের কণ্টক স্বরূপ হইয়াছে; এই দরিদ্রতার জন্য কত কত যুবকের বহুদিনের হৃদিক্ষেত্রে পালিত আশালতা ফলবতী হইতে না পারিয়া অকালে বিশুষ্ক হইয়া যাইতেছে। হায়! যে সকল বঙ্গীয় মুসলমান যুবকের হৃদয়-কানন দরিদ্রতা দাবানলে দগ্ধীভুত হইতেছে, আমাদের সমাজের ধন কুবেরগণ কি তাহার অনুসন্ধান লইয়া থাকেন? দরিদ্র মুসলমানগণের বিদ্যাভ্যাসের উপযুক্ত বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া ধনপতিগণ কি তাহাদের অর্থের সার্থকতা সম্পাদন করিতেছেন? হুগলীর প্রাতঃস্মরণীয় হাজী মহম্মদমোহসেন মহোদয়ের চির-স্মরণীয় বদান্যতায় মুসলমান ছাত্রগণকে সরকারী বিদ্যালয়সমূহে প্রায়শঃ নিয়মিত বেতনের এক তৃতীয়াংশ দিতে হয়, আমাদের সমাজের এমনই দুর্ভাগ্য—আমরা এমনই দরিদ্র যে, সেই তৃতীয়াংশ বেতন

দিতে না পারিয়া অনেক যুবক উচ্চ-শিক্ষা-লাভে বঞ্চিত হইতেছে। উত্তম বন্দোবস্ত না থাকায় ও গৃহবিবাদে এবং অন্যান্য কারণে বঙ্গীয় মুসলমানদের ধনী-শ্রেণী বিলুপ্ত হইয়া আসিতেছে, এবং অন্যান্য শ্রেণীর লোকেরাও দরিদ্রতার নিষ্পেষণে মাথা তুলিতে পারিতেছে না। দরিদ্রতার জন্য যে বঙ্গীয় মুসলমান দিন দিন রসাতলে যাইতেছে, তাহা অতি সহজেই দেখা যাইতে পারে। পাঠক! কোনও নগরের রাজপথে উপস্থিত হইলে কোন্ জাতীয় লোকদিগকে করুণ-স্বরে আকাশ বিদীর্ণ করিতে শুন? কোন্ জাতীয় লোকদিগকে অনেক সময় চক্ষু বুজিয়া "অন্ধের হাতে একটি পয়সা দিয়া যা রে বাবা" ইত্যাকার মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদ করিতে শুন। যেমন বিস্ফোটকের উপরিস্থিত সূক্ষ্ম দাগটী দেখিয়া উহার মধ্যস্থিত সমস্ত অবস্থা চিকিৎসকগণ জানিয়া লন, সেইরূপ সমাজের কোন শ্রেণীর লোকের সংখ্যা দর্শনে সে সমাজের আভ্যন্তরীণ অবস্থা পরিজ্ঞাত হওয়া যায়। নিশ্চয় জানা উচিত যে সমাজে দরিদ্রতার যত প্রভাব—সেই সমাজে ভিখারী, চোর এবং দস্যুর সংখ্যা তত অধিক। এই ভিখারীগণ আমাদের সমাজের বিশেষ অনিষ্ট সাধন করিতেছে; আজ কাল নানা কারণে বঙ্গীয় মুসলমান সমাজে ভিখারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে; কেহ অবস্থার নিপীড়নে—কেহ দাঙ্গা হাঙ্গামায় পলাতক হইয়া, কেহ পরিশ্রম-ভয়ে, অনেকে আবার অর্থ-লোভে ভিখারীর দল বৃদ্ধি করিতেছে। অর্থলোভে ভিখারী, এ কেমন কথা? আমি বলি ইহা বহুদর্শন-লব্ধ সত্য কথা। সমাজতত্ত্ববিদ্ বহুদর্শী বিজ্ঞ মেথিয়ুনামক একজন ইংরেজ গ্রন্থকারের কোন সুবিখ্যাত গ্রন্থে একজন ভিখারী আত্ম-জীবন-

চরিত প্রকাশকালে বলিতেছে * The money I saw in the hands of beggars made great impression upon me.—অর্থাৎ ভিক্ষুকদের হাতে আমি যে অর্থ দেখিতে পাইতাম, তাহাতে আমার মন আকৃষ্ট হইত। আমি এদেশে অনেক ভিখারীর সহিত আলাপ করিয়া জানিতে পারিয়াছি যে, অনেক ভিক্ষুকের বার্ষিক আয় ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে পরিশ্রমকারী কেরাণীর অপেক্ষা ন্যূন নয়। বঙ্গীয় মুসলমান সমাজের ভিক্ষা-ব্যবসায়িগণ এই দরিদ্র সমাজকে শোষণ করিতেছে। বঙ্গীয় মুসলমানদের মধ্যে বাণিজ্য-ব্যবসায়েও বিশেষ উন্নতি দৃষ্ট হয় না। কিন্তু কতিপয় স্থানের লোকদের বাণিজ্যের প্রতি অনুরাগ দর্শনে আমাদিগকে আনন্দিত হইতে হয়। পূর্ব্ববঙ্গে চট্টগ্রাম ও নোয়াখালীতে মুসলমানদের সংখ্যা অধিক; উক্ত স্থানদ্বয়ের অধিবাসিগণ বহির্ব্বাণিজ্যে যতদূর না হউক, কিন্তু অন্তর্ব্বাণিজ্যে যথেষ্ট অনুরাগ প্রদর্শন করিতেছে। এ কথা শুনিলে কোন্ মুসলমানের প্রাণে না হর্ষের উদ্রেক হয়? এই স্থানদ্বয়ের অধিবাসিগণের আর্থিক অবস্থাও ভাল, কালে তাহারা আরোও উন্নতির আশা করিতে পারে। সমুদ্র রত্নাকর—তাহারা সেই সমুদ্রের তীরে বাস করিয়া ধনরত্নলাভে যত্ন করিবে তাহাতে আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি; সাগরবেষ্টিতা ব্রিটেনিয়া যে 'সমুদ্ররাজ্ঞী' হইয়াছেন, চিরসূর্য্য-বিরাজিত সাম্রাজ্যভোগ করিতেছেন, তাহাতেই বা আশ্চর্য্য কি? কলিকাতায় বোম্বায়ে ও সুরাটী নাখোদাগণ বহির্ব্বাণিজ্যে প্রবৃত্ত আছেন।

* Vide London Labour and London Poor P. 414—The Statement of a beggar.

এই বঙ্গীয় মুসলমান লিখিতে আরম্ভ করিয়াই বুঝিতে পারিয়াছি, আমাকে অধিকাংশ সময় দুঃখের কান্না কান্দিতে হইবে, বিষাদের ছবি আঁকিতে হইবে, সুখের সঙ্গীত গাইয়া কাহারও শ্রবণানন্দ বিধান করিতে পারিব না ; উপরে বঙ্গীয় মুসলমানদের এক অঙ্গ কেবল পুরুষদের অবস্থা সাধারণ-ভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে, সমাজের অপরাঙ্গ স্ত্রীগণের সম্বন্ধে কিছু বলিতে হইবে কি ?

পাঠক পাঠিকে! যদি বঙ্গীয় মুসলমান বালার মর্ম্মজ্বালা বুঝিতে চাও, পিঞ্জরাবদ্ধ বিহঙ্গিণীর হৃদয়ের চিত্র দেখিতে চাও, যদি তাহার জীবনের বিষাদ-সঙ্গীত শুনিতে চাও, মূক-বালার প্রাণের পোড়ানি অনুমান করিতে চাও, তবে বারেক আমার এ কথায় কর্ণপাত কর। তাহাদের জন্য আমি বিলাপ ও পরিতাপ করি কেন, তাহার অনেক কারণ আছে। বঙ্গীয় মুসলমান ললনাগণের খেদকর অবস্থা দেখিয়া বিলাপ করিব না, তাঁহাদিগকে দুর্দ্দশা-কূপে নিমজ্জিত হইতে দেখিয়া বিলাপ করিব না, সমাজের অর্দ্ধাঙ্গের অবশতা দেখিয়া বিলাপ করিব না, তবে আর আমার বিলাপের বিষয় এ জীবনে কি হইতে পারে? যাহারা সমাজের অর্দ্ধাঙ্গ—যাহারা সমাজের সুখ দুঃখের প্রস্রবণ, তাহাদের এ শোচনীয় অবস্থা, তাহাদের এতদূর লাঞ্ছনা—ভাবিলে কোন্ নিরেট পাষাণের প্রাণ বিদীর্ণ না হয়? যে স্ত্রীগণ পুরুষ-সহকার-বৃক্ষে মাধবী-লতা যে স্ত্রীগণ সংসার মরুভূমে পবিত্র প্রণয়-প্রস্রবণ, বঙ্গীয় মুসলমান সমাজে সেই স্ত্রীজাতির বর্ত্তমান অবস্থা দর্শনে কাহার হৃদয় না করুণার্দ্র হয়, কে না অশ্রুবর্ষণ করে। বঙ্গীয় মুসলমান মহিলাবৃন্দের বর্ত্তমান অবস্থা দর্শন করিয়া তাহাদের জীবনের এ হেন অপব্যবহার দেখিয়া মনে বড়ই আঘাত লাগি-

য়াছে, সেই জন্য কয়েকটী কথা বলিব—অরণ্যে রোদন করা হইবে কি না—মুসলমান সমাজের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে পারিব কি না—জানি না।

যখন বঙ্গীয় মুসলমান স্ত্রীজাতির অবস্থা পর্য্যালোচনা করি, তখন প্রথমেই তাহাদের শিক্ষার কথা মনে পড়ে। সমাজে স্ত্রী-শিক্ষার এত প্রয়োজন রহিয়াছে যে, সমাজের মঙ্গলামঙ্গল সম্পূর্ণ-রূপে না হইলেও অধিক ভাগে স্ত্রী-শিক্ষার উপরে নির্ভর করে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে নানা মুনির নানামত খণ্ডন করা আমার উদ্দেশ্য নয়, তবে যে কয়েকটী কারণে স্ত্রীশিক্ষা অপরিহার্য্য তাহা অবশ্যই উল্লেখ করিতে হইবে।

সাধারণতঃ দৃষ্ট হয় পিতার অপেক্ষা মাতার দোষ গুণ সন্তানে অধিক পরিমণে বর্ত্তিয়া থাকে, এবং ঐ সকল দোষ গুণ সন্তানের সমস্ত জীবনে ক্রিয়া দর্শায়। যদি মাতা বিদুষী হন, তবে সন্তান তাঁহার যে গুণাবলী উত্তরাধিকার করে, তাহা সন্তানের পক্ষে বড়ই ফল-প্রদ হইয়া থাকে, অন্যথায় ইহার পরিণাম বড়ই শোচনীয়।

মাতা শিক্ষিতা হইলে সন্তানগণ মাতার নিকটে যে সকল প্রাথমিক শিক্ষালাভ করিতে পারে, হয়ত তাহা তাহাদের আজীবন স্মরণ থাকে ও কার্য্যকারী হয়, অন্যথায় অধিক বয়সে তাহাদের ঐ সকল বিষয় অধিকতর পরিশ্রম ও সময়ব্যয় করিয়া শিক্ষা করিতে হয়।

গৃহকার্য্য একজন শিক্ষিতা স্ত্রীলোকের দ্বারা যত সুন্দররূপে সম্পন্ন হইয়া থাকে, একজন অশিক্ষিতা স্ত্রীলোকের দ্বারা তদনুরূপ হওয়া একরূপ অসম্ভব।

নিঃসন্তান স্ত্রীলোক যখন নিরাশ্রয় অবস্থায় স্বীয় জীবনোপায়

করিতে বাধ্য হয়, তখন সে বিদুষী হইলে সৎপথে থাকিয়া জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারে।

স্ত্রীগণ শিক্ষিতা হইলে গৃহ-শিক্ষা (Home Education) তাহাদের দ্বারাই সম্পাদিত হইতে পারে, একটী শিশু মাতার নিকট প্রথম ৫ বৎসরে যাহা শিক্ষা করে, তাহার সমস্ত যৌবনকালে ততদুর শিক্ষালাভ করিতে পারে কি না সন্দেহের বিষয়। যাহারা গৃহ-শিক্ষার আবশ্যকতা স্বীকার করিবেন, তাহারা স্ত্রীশিক্ষার আবশ্যকতা অবশ্যই স্বীকার করিবেন। দুঃখের বিষয় আমাদের সমাজের স্ত্রীগণ অশিক্ষিতা বলিয়া এই গৃহ-শিক্ষা একেবারেই হইতেছে না, স্ত্রীশিক্ষার আবশ্যকতা প্রতিপন্ন করিতে শত শত যুক্তি প্রদর্শন করা যাইতে পারে, কিন্তু এ পুস্তকে অন্যান্য অনেক বিষয় আলোচনা করিতে হইবে বলিয়া সে সকল যুক্তি প্রদর্শনের চেষ্টা করিব না।

উল্লিখিত যুক্তি কয়েকটীর প্রতি কিঞ্চিৎ মনোযোগ দিয়া দেখিলে সহজেই সকলে বুঝিতে পারিবেন যে, স্ত্রীশিক্ষার অভাব আমাদের সামাজিক উন্নতি-পথে এক দুর্লঙ্ঘ্য পর্ব্বতাকারে দণ্ডায়-মান রহিয়াছে। বঙ্গীয় মুসলমান সমাজ আর এখন স্ত্রীজাতির এ অভাব মোচনে অমনোযোগী থাকিতে পারে না। বঙ্গীয় সমস্ত মুসলমান ভ্রাতাদের এখন একমন একপ্রাণে সমাজের এ অভাব দুরীকরণে বদ্ধ-পরিকর হওয়া আবশ্যক। সত্য কথা বলিতে কি, স্ত্রীজাতির এই এক প্রধান অভাব মুসলমান সমাজকে অবনতির দিকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে। স্ত্রীশিক্ষার প্রচলন না হইলে আমরা কখনও দেশস্থ অন্যান্য সমাজের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে সমক্ষ হইব না। স্ত্রীজাতির হৃদয় শিক্ষালোকে আলো-

কিত, সাংসারিক জ্ঞানে জ্ঞান-সম্পন্ন করিতে নাই—ইহা মনে করা বিষম ভ্রান্তি! যে স্ত্রীজাতি সমাজের সুখ দুঃখ, সম্পদ বিপদের সহকারিণী, তাহাদিগকে বিদ্যালোকে বঞ্চিত রাখা কি উচিত?—আমাদেরই স্নেহপাত্রী ভগিনী ও বাৎসল্যাধার কন্যাগণকে অজ্ঞান-তিমিরে আবৃত রাখার ইচ্ছা মনে পোষণ করার অপেক্ষা অধিকতর ভ্রান্তি আর কি হইতে পারে—জানি না।

লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর বাহাদুর বাঙ্গালার শাসন-বিবরণীতে প্রকাশ করিয়াছেন যে, ১০,০০০ মুসলমান স্ত্রীলোকের মধ্যে মাত্র ৭ জন বিদ্যা শিক্ষা করিতেছে, ১০ জন সামান্যরূপ লেখা পড়া জানে। * শতকরা দূরে থাকুক, হাজারের মধ্যে একজন মুসলমান ছাত্রী নাই, কি শোচনীয় অবস্থা! ইংরেজী ভাষা পড়াইতে না পারিলে যে স্ত্রীশিক্ষা হয় না—ইহা মনে করা বাতুলের কার্য্য। স্বজাতীয় ভাষা আরবী কি ফারসী মাতৃভাষা বাঙ্গালা অথবা উর্দ্দু,—সুবিধানুসারে ইহার যে ভাষা শিক্ষা দেও, তাহাতে কোন আপত্তি নাই। আমি এস্থলে আহ্লাদের সহিত উল্লেখ করিতেছি, পূর্ব্ব বঙ্গের কেন্দ্রস্থল ঢাকা নগরীতে তত্রত্য শিক্ষিত মুসলমান যুবকগণ তাহাদের "মুসলমানসুহৃদ সম্মিলনী-সভা" হইতে, স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারে যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছেন। তাহাদের চেষ্টার ফল নিরতিশয় সন্তোষজনক হইয়াছে, বঙ্গের নানা জেলার মুসলমান বালিকাগণ তাহাদের সভায় গৃহীত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতেছেন। সাধারণের সাহায্য পাইলে তাহারা সমাজের মহোপকার সাধন করিতে পারিবেন। আজ কাল কোন কোন স্থানে ধনী-শ্রেণীর মুসলমান কন্যাগণ বিদ্যা-শিক্ষায় মনোযোগ

* Vide Bengal Administration Report 1882-83 page 110

দিতেছেন, এবং কেহ কেহ বাঙ্গালা ভাষায় গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশ করিয়া সাধারণের ধন্যবাদের পাত্রী হইয়াছেন। যদিও বঙ্গীয় প্রত্যেক ভদ্র মুসলমান পরিবারের কন্যাগণ নমাজ পড়িবার উপযুক্ত আরবী শিক্ষা করিয়া থাকেন, তথাপি তাহাকে প্রকৃত বিদ্যাশিক্ষা বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে না।

যদিও আমি আজ কালের নব্যধরণের স্ত্রী-স্বাধীনতার পক্ষপাতী নই, তথাপি স্ত্রীজাতি যাহাতে তাঁহাদের প্রকৃত অধিকার সকল লাভ করিতে পারেন, এস্লাম ধর্ম্মানুমোদিত স্বত্ত্ব সমূহ তাঁহারা লাভ করিতে পারেন, তাহা সর্ব্বান্তঃকরণে কামনা করি। আমাদের সমাজে স্ত্রীজাতি যেরূপে ব্যবহৃত হইতেছে, তাহা নিতান্ত শোচনীয়। আরব্য, পারস্য প্রভৃতি মুসলমান জাতির আদিম অধিবাস-ভূমিতে স্ত্রীজাতীর প্রতি যেরূপ সমাদর প্রদর্শিত হয়, বঙ্গদেশে তাহায় শতাংশের একাংশও দৃষ্ট হয় না। অন্যান্য দেশে মুসলমান স্ত্রীলোকেরা শাস্ত্র-সিদ্ধ বসনাদি পরিধান করিয়া পদব্রজে কিংবা উষ্ট্র-পৃষ্ঠে দিবারাত্রি গমনাগমন করিতেছেন কোন আপত্তি নাই;—এদেশে বিজাতীয় ও বিধর্ম্মীলোকের বাস বলিয়া স্ত্রীলোকদিগকে ততদুর স্বাধীনতা দেওয়া যাইতে পারে না, কিন্তু তাই বলিয়া কি তাঁহাদের প্রতি সমুচিত সমাদর করা যাইতে পারে না? তাহাদের প্রতি সৎ ব্যবহার করা কি শাস্ত্রে নিষিদ্ধ আছে। কখনই নয়। বরং মহাগ্রন্থ কোরাণশরিফে স্ত্রীলোকের প্রতি সৎ ব্যবহার করিতে বিধাতার বহুল স্পষ্ট আজ্ঞা রহিয়াছে। আমরা স্ত্রীলোকদিগকে বিদ্যাশিক্ষা হইতে বঞ্চিত করিয়া তাহাদেয় প্রতি যে বিষম অত্যাচার করিতেছি, তাহা মনে করিলে

শরীর শিহরিয়া উঠে। এ অত্যাচারের কি কোন প্রতিকার নাই? ভগিনীগণ! কবে যে সমাজ তোমাদের প্রতি সৎ ব্যবহার করিতে শিক্ষা করিবে, জানি না; তোমাদের অশ্রু-বর্ষণ ভিন্ন সম্বল নাই, তোমরা কত দিন সমাজের এ অত্যাচারে এইরূপ নিপীড়িত হইবে, তোমরা যতই কাঁদিতে থাকিবে, তোমাদের সমবেত অশ্রুজল বঙ্গীয় মুসলমান যে অবনতির স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে, তাহা আরও খরতর করিবে। বঙ্গীয় মুসলমান সমাজ তোমাদিগকে খেলানার ন্যায় ব্যবহার করিতেছে। কাননে যেমন কুসুম ফুটিয়া কাননেই বিশুষ্ক হয়, তাহাদের কুসুম-জীবনে শেষে কিছুই সাধিত হইতে পারে না, তোমাদের অবস্থাও অবিকল সেইরূপ। কত শত গুণের প্রতিমা, স্নেহের প্রতিমূর্ত্তি, দয়ার পুত্তলি, অজ্ঞানান্ধকারে ডুবিয়া রহিয়াছে। কত শত বালিকাগণ পুরুষাপেক্ষা উন্নত প্রাণ লাভ করিয়াও শিক্ষার অভাবে আত্মার বিকাশ করিতে পারিতেছে না। বড়ই দুঃখের বিষয়, আমাদের মহিলাগণ তাহাদের সরলতা, স্বভাবের কোমলতা—জীবনের পবিত্রতা এবং হৃদয়ের উচ্চতার জন্য সমাজে কোনই পুরস্কার পাইতেছে না।

বঙ্গীয় মুসলমানদের সমাজের আর কালিমা বহু-বিবাহ। বহু-বিবাহ শাস্ত্রানুমোদিত; কেন, কি অবস্থায় শাস্ত্রানুমোদিত —কেহই তাহার অনুসন্ধান লন না, অথচ শাস্ত্রের নাম লইয়া সমাজ-দেহে এ কণ্টক-বৃক্ষ রোপণ করিতেছেন। যে দেশের ও যে সমাজের লোক এত দরিদ্র, সে দেশের ও সে সমাজে বহু বিবাহের এত প্রশ্রয়! যাহারা স্ব স্ব গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যয়ভার বহন করিতে পারে না, তাহারা আবার বহুবিবাহ করিয়া

বহু গোষ্ঠী পালন করিতে যায় কিরূপে? যদি কেহ বলেন, যাঁহারা ধনী তাহারাই বহুবিবাহ করিয়া থাকেন, তাঁহারাই বহু অর্থ দ্বারা বহু-প্রাণ ক্রয় করিতে প্রয়াস পান!! যিনি এ কথা বলিবেন, তাঁহার যে দেশের অবস্থা সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র অভিজ্ঞতা আছে, তাহা আমি কখনই স্বীকার করিতে পারি না।

যাঁহারা সমাজের আভ্যন্তরীণ অবস্থা জানেন, তাঁহারা অবশ্যই স্বীকার করিবেন যে, ধনীদের অপেক্ষা নির্ধনীর মধ্যে বহুবিবাহ অধিকতর প্রচলিত; ধনিগণ প্রায়শঃ ধনীদের কন্যা বিবাহ করিয়া থাকে, এক অরণ্যে দুই সিংহিনীর বাস কখনই সম্ভবনীয় নয়, সুতরাং ধনিগণ অধিকাংশ সময় এক স্ত্রী বর্ত্তমানে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করিতে পারে না। পক্ষান্তরে নির্দ্ধন ব্যক্তি যে দুঃখিনীকে বিবাহ করে, তাহার স্বামীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে আপত্তি করিবার ক্ষমতা নাই, তাহাকে স্বামীর হাতে খেলনার ন্যায় থাকিতে হয়, পিতা মাতার দিকে চাহিয়া কোন আশ্বাস পায় না, সুতরাং স্বামী তাহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কার্য্য করিতে সক্ষম হয়। কেহ বলেন, বহুবিবাহ করিতে বহু অর্থের প্রয়োজন, কাজেই অর্থশূন্য দরিদ্র বহুবিবাহ করিতে পারে না; এ কথাও সত্য নয়। সত্যই কি বহুবিবাহ করিতে বহু অর্থের প্রয়োজন? আজ কাল একটা হৃদয়ের মূল্য আর কত? বড় জোড় গরম বাজারে একটা ছাগলের হৃদয়ের সমান—নগদ দুই আনার একখানা কাবিন, এবং প্রবঞ্চনা-মুলক পঞ্চাধিক বিংশ মুদ্রার দেইন মোহর, তাহাতেই বা প্রতারণা কত। বঙ্গীয় মুসলমানগণ এই বহুবিবাহের বিষময় ফল যে কত প্রকারে ভোগ করিতেছে, কে

তাহার ইয়ত্তা করে? বহুবিবাহ রূপ কুবৃক্ষের কুফল বহু-সন্তানোৎপত্তি * গৃহ-বিবাদ, উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা। নিজ সমাজে অনবরত আদালতে যে সকল তালাকের মোকদ্দমা হইতেছে, তাহার তালিকা দেখিলে মুখ লজ্জায় অবনত করিতে হয়। আত্মহত্যাকারিণীদের অনেকেই যে সপত্নীর আক্রোশে এ মহাপাপে প্রবৃত্ত হয়, তাহা বলা বাহুল্য; বহুবিবাহের বিষময় ফলের দিকে এখন আমাদের দৃষ্টি পড়ে নাই। এদেশে মুসলমানদের মধ্যে বহুবিবাহের সংখ্যা নিতান্ত সামান্য নহে। বঙ্গীয় মুসলমানদের মধ্যে যেখানে ১,০০০ পুরুষ বিবাহিত, সেখানে ১,০৩৩ জন স্ত্রীলোক † বিবাহিত দৃষ্ট হয়; বিবাহের শতকরা ৪টী বহুবিবাহ হইয়া থাকে।

বঙ্গীয় মুসলমানদের মধ্যে বাল্যবিবাহও দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে, অপক্কবীজ অসময়ে ক্ষেত্রে রোপণ করিলে যে কারণে শস্যাদি জন্মে না, জন্মিলেও তাহা সতেজ ও দীর্ঘস্থায়ী হয় না, অবিকল সেই কারণে বাল্য-বিবাহ-প্রসূত সন্তান সন্ততি প্রায়শঃ অকালে কাল-কবলে পতিত হয়; এমন কি অনেক স্থলে সন্তান জন্মিতেও দেখা যায় না, অথবা যে বংশ জন্মায় তাহারা স্ব স্ব শরীরায়তন দ্বারা ‘বেগুণ তলে হাট বসিবে’ বলিয়া যে একটী কথা আছে, তাহার ভবিষ্যৎ সূচনা করে। মুসলমান সমাজে এই বাল্যবিবাহের জন্য আর একটী বিশেষ ক্ষতি হইতেছে; যদি কোন যুবক বিদ্যা-শিক্ষায় একটুকু

* গ্রন্থকার জানে যে কোন একজন মুসলমানের ৪টী স্ত্রীর ২৪ জন সন্তান জন্মিয়া ২০ জন এখনও জীবিত আছে, কিন্তু তাহাদের অবস্থা নিতান্ত শোচনীয়।

† Vide Bengal Administration Report—1882-83,

উন্নতিলাভ করে, তখনই তাহাকে বিবাহ-বিষ পান করান হয়, তখনই তাহার মাথায় অসহ্য চিন্তার ভার তুলিয়া দেওয়া হয় তখনই তাহার অজ্ঞান আত্মীয় স্বগণ যেন তাহার কণ্ঠে দুঃখের কলসী বান্ধিয়া অপার সংসার-সাগরে তাহাকে বিসর্জ্জন করিতে উদ্যত হয়; বাল্য-বিবাহের সংখ্যাও নিতান্ত অল্প নয়; ১০ হইতে ১৫ বৎসর পর্য্যন্ত বয়সের ১০০ লোকের মধ্যে বিবাহিত মুসলমান-দের পুরুষ ৯·৯০ এবং স্ত্রীলোক ৩৮·৫৯ * এই তালিকায় প্রমাণ করিতেছে যে অল্প বয়স্ক বিবাহিত পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের সংখ্যাই অধিক। বাস্তবিক মুসলমান সমাজে স্ত্রীলোকের অবস্থা সর্ব্বাপেক্ষা দুঃখ-জনক।

পরিধান, বেশভুষা সম্বন্ধে বঙ্গীয় মুসলমানদের মধ্যে বড়ই একটী দুঃখজনক অবস্থা দৃষ্ট হয়। মফঃস্বলের অধিকাংশ মুসলমান জাতীয় পরিধান ব্যবহার করে না, হিন্দুদের অনুকরণে না সম্পূর্ণ হিন্দুদের ন্যায় না সম্পূর্ণ মুসলমানদের ন্যায় কিম্ভূত কিমাকার এক প্রকার পোষাকে থাকে। পল্লীগ্রামের মুসল-মানদের মধ্যে সমস্ত সভ্যজাতি সমূহের প্রধান চিহ্ন "টুপী" ব্যবহার প্রথা উঠিয়া যাইতেছে, মুসলমান হইয়া তাহারা উলঙ্গ-শিরে থাকিতে লজ্জা বোধ করে না। জাতীয় বেশভূষার প্রতি এইরূপ অনুরাগ-শূন্যতা অবশ্যই সমাজের পক্ষে অমঙ্গলের লক্ষণ। তবে সুখের বিষয় এই যে, ধর্ম্মপরায়ণ মুসলমানগণ, কিম্বা কলিকাতা, ঢাকা প্রভৃতি নগরবাসী মুসলমানগণ জাতীয় পরিচ্ছদ, বেশভূষা এখনও পরিত্যাগ করেন নাই। তাহারা পায়জামা, চাপকান, আছকান, প্রভৃতি সুন্দর পরিধান-বস্ত্র ব্যবহার করিয়া

* Vide Bengal Administration Report 1882-83

থাকেন। আজ কাল ইউরোপীয় জাতির অনেকেই মুসলমানদের জাতীয় পোষাক পছন্দ করিয়া থাকেন। এ দেশীয় একজন শিক্ষিত হিন্দু যুবক দশ বৎসর ইউরোপ ভ্রমণের পর যখন পাগড়ী, চোগা, আছকান প্রভৃতি পরিয়া স্বদেশে প্রত্যাগত হন, তখন তাঁহাকে কোন এক জন হিন্দু ভদ্রলোক তাঁহার ঐরূপ মুসলমানী ধরণের পোষাক পরিধানের কারণ জিজ্ঞাসু হইলে তিনি উত্তর করেন The dress that Mahomedans put on is undoubtedly princely and has therefore my preference অর্থাৎ মুসলমানদের বাস্তবিকই বাদসাহী (সর্ব্বোৎকৃষ্ট) পোষাক, সুতরাং আমি উহা পছন্দ করি। কিন্তু বড়ই দুঃখের কথা যে, বঙ্গীয় মুসলমানগণ তাহাদের জাতীয় পোষাক পরিত্যাগ করিতে লজ্জা বোধ করিতেছেন না।

বঙ্গীয় মুসলমান সমাজে ধীরে ধীরে পান-দোষ প্রবেশ করিতেছে। খোলা ভাটীর প্রসাদে উহা সর্ব্বত্রই বিস্তৃত হইয়া পড়িতেছে। এসলাম ধর্ম্ম মতে সুরাপান একেবারে নিষিদ্ধ ; যে ব্যক্তি এরূপ মহাপাপে প্রবৃত্ত হয়, তাহার ন্যায় নিকৃষ্ট জীব এ জগতে আর কিছুই হইতে পারে না। সে মুসলমান নিতান্তই হতভাগ্য, নিতান্তই অসার যে, ইংরাজদের বিজ্ঞান, ইংরাজদের বিদ্যা বুদ্ধির অনুকরণ না করিয়া তাহাদের হ্যাট কোট পরিধান ও সুরাপান প্রভৃতি দোষ সমূহে তাহাদিগকে পশ্চাত ফেলিয়া যাইতে চেষ্টা করে।





বঙ্গীয় মুসলমানদিগের জাতীয় জীবন।

যিনি আলোক ও আঁধারের চিত্র কল্পনার চক্ষে দেখিতে পারিয়াছেন, যিনি হর্ষ ও বিষাদের চিত্র আঁকিয়াছেন, তিনি বঙ্গীয় মুসলমানের জাতীয় জীবনের অবস্থা অনুমান করিতে পারিবেন। তিনি বঙ্গীয় মুসলমানদের জাতীয় জীবনের এক দিকে আলো, অন্য দিকে আঁধার, এক দিকে হর্ষ অন্যদিকে বিষাদ, এক পক্ষে পূর্ণিমা পরপক্ষে অমাবস্যা দেখিয়া বিস্মিত হইবেন।

'কালস্য কুটিলা গতি,—কালের গুণে সব হয়; যে চন্দ্র রাত্রিতে ধরাতল হাসায়, প্রভাতে সে চন্দ্র বিমলিন আভাহীন; রজনীতে যে কুমুদিনী হর্ষ-ভরা-মুখে নিশি যাপন করে, নিশাবসানে সেই কুমুদিনী বিষাদিনী সাজে। সময়ের গুণে মুসলমানদের জাতীয় জীবনের ঠিক ঐরূপ পর্য্যায় পরিলক্ষিত হয়। বঙ্গীয় মুসলমানদের অদৃশ্য বর্ত্তিকায় যে আলো জ্বলিতেছিল, তাহা অতীতের নিবিড় আঁধারে যেরূপে মিশিয়া গিয়াছে আজ বাঙ্গলার ইতিহাস পৃষ্ঠায় তাহা চিত্রিত রহিয়াছে। এখানে তাহার পুনরা-লোচনা করা নিষ্প্রয়োজন। আজ সুসভ্য ব্রিটীশ শাসনাধীনে বঙ্গীয় মুসলমানগণ এই আঁধারের মধ্যে কিরূপে পাদবিক্ষেপ করিতেছে, তাহারই আলোচনা করিব। আমরা বঙ্গীয় মুসলমানদের বর্ত্তমান

জাতীয় জীবন গঠনের অবস্থা অতি সংক্ষেপে আলোচনা করিব। গত শতাব্দী মধ্যে মুসলমানগণের রাজকার্য্যে অধিকার কিরূপে সঙ্কুচিত হইয়াছে, মাত্র তৎসম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত ঐতিহাসিক তত্ত্ব উল্লেখ করিব।

১৭৬৫ খৃঃ অব্দের ১২ই আগষ্ট বঙ্গীয় মুসলমানদের স্মরণীয় দিন। এই দিনে সাহেব-আলম বাদসাহ বাঙ্গলার দেওয়ানী ইংরেজদের হস্তে সমর্পণ করেন। ইংরেজগণ বাঙ্গলার দেওয়ানী পাইয়াও রাজস্ব বিভাগ মুসলমানদের হাতে ন্যস্ত রাখিয়াছিলেন; লর্ড ওয়ারেণ হেষ্টিঙ্গস মুসলমানদিগকে সে অধিকার হইতে বঞ্চিত করিলেন। ১৭৭২ খৃঃ অব্দে ইউরোপীয় কলেক্টারগণকে নিযুক্ত করায় মুসলমানগণ রাজস্ব-বিভাগ হইতে বিদুরিত হয়; তৎপর বাঙ্গলার ধনাগার মুরশিদাবাদ হইতে কলিকাতায় উঠিয়া আসিলে, কলিকাতা ভারতের ভাবী রাজধানী হইয়া উঠে; তিনি ফৌজদারী ও দেওয়ানী আদালতে কাজী ও মুফ্‌তি এবং দেওয়ানদিগকে ইউরোপীয় কলেক্টারদের অধীনস্থ করেন; তথাপি ফৌজদারী ও দেওয়ানী আদালতের নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে আপিল শুনিবার ক্ষমতা কলিকাতাস্থ "সদর দেওয়ানী" ও "সদর নিজামত" আদালতে মুসলমান বিচারকদের হাতেই থাকে; মুসলমানদের আইন কানুনই দেশের আইন বলিয়া গণ্য হইতে থাকে। লর্ড কর্ণওয়ালিশের সময় কাজি মুফ্‌তিদের সংখ্যা অনেক হ্রাস হয়, কাজী মুফ্‌তিদের সংখ্যা হ্রাস হওয়ার বহু কারণ ইতিহাসে উল্লিখিত হইয়াছে; কলিকাতা-কোটে যে সকল শ্বেতকায় বিচারক বসিতেন, সুপ্রিম-কোর্টে তৎকালে বিলাত হইতে যে সকল বিচারকগণ সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া এদেশে আসিতেন, তাহারা কাজী মুফ্‌তিদের নিষ্পত্তি

ইংলণ্ডীয় আইনের সহিত না মিলিলে তাহাদিগকে অপদস্থ করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। সুতরাং অনেক মুসলমান কাজী মুফ্‌তী সাহেব স্ব স্ব পদ পরিত্যাগ করিয়া সম্মান রক্ষা করিয়াছেন। বাস্তবিক লর্ড কর্ণওয়ালিসের সময় কাজী মুফ্‌তিদের সংখ্যা অনেক হ্রাস হইয়া পড়ে; এমন কি কেবল ফৌজদারী বিভাগে দারোগা এবং দেওয়ানী বিভাগে মুন্সেফগণ মাত্র মুসলমান সমাজ হইতে নিযুক্ত হইত। দেশীয় দারোগার মাসিক বেতন ২৫৲ ছিল, মুন্সেফগণের বেতন নির্দ্ধারিত ছিল না, তাহারা মাত্র কমিশন পাইতেন; অথচ তাহাদের সমশ্রেণীস্থ ইউরোপীয় কর্ম্মচারীর বেতন ৫০০৲ টাকার ন্যূন ছিল না। ১৮৩১ খৃঃ অব্দে আর একটী দুঃখজনক পরিবর্ত্তন ঘটিল, ফার্সী ভাষাকে রাজকীয় ভাষার উচ্চাসন হইতে অবনমিত হইতে হইল, সুতরাং লোকের ফার্সী শিক্ষার আগ্রহের মূলে কুঠারাঘাত হইল। আবার ১৮৩১ খৃঃ অব্দে লর্ড বেণ্টিক এক কমিশন বসাইয়া যাহাতে আরবী কি সংস্কৃতের অপেক্ষা কেবল ইংরেজী ভাষা এদেশে অধিকতর প্রচলিত হয়, তাহার মন্তব্য বাহির করিলেন। এই সকল পরিবর্ত্তনের পরেও যত দিন ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হাতে এ দেশের শাসনভার ছিল, ততদিন মুসলমানদের রাজকার্য্য লাভের পথ যথেষ্ট প্রশস্ত ছিল। কোম্পানীর রাজত্ব লোপের সহিত এ দেশের মুসলমানদের রাজকার্য্যে অধিকার বিলুপ্ত হইতে আরম্ভ করে। সেই হইতে আমিন, সদর আমিন, মুন্সেফ, সদর আলা, মীর মুন্সী প্রভৃতি মুসলমান কর্ম্মচারিগণ স্ব স্ব পদ হইতে বিচ্যুত হইতে লাগিলেন। এইরূপে বঙ্গীয় মুসলমানদের গত শত বৎসরের রাজকার্য্যে অধিকার-বিশ্লেষণের ইতিহাস সমাপ্ত হইল।

এখন বর্ত্তমান ; বঙ্গীয় মুসলমান-সমাজের বর্ত্তমান জাতীয় জীবনের অবস্থা নিরাশা পূর্ণ। জাতীয় উন্নতির প্রাণ একতা, একতার ভিত্তি আবার সহানুভূতি। দুর্ভাগা বঙ্গীয় মুসলমান জাতীয় জীবন গঠন করিবে কিরূপে? তাঁহাদের মধ্যে একতা সংস্থাপনের আশাই বা কোথায়? যে "ভাই ভাই মিল চাই" রূপ মুখ্যনীতি অবলম্বন করিয়া মুসলমান জাতি অতি অল্প সময়ে উন্নতি সোপানে আরোহণ করিয়াছিল, যাহাদের নিকট হইতে পৃথিবীর সমস্ত জাতি এক সময়ে ভ্রাতৃভাবের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত শিক্ষা করিত, যাহাদের ভ্রাতৃভাবজনিত সঞ্চিত শক্তির ভয়ে সমস্ত ইউরোপ এক দিন সশঙ্কিত থাকিত; যে ভ্রাতৃ-বন্ধন বলে মোশ্লেম বৈজয়ন্তী এক সময়ে এসিয়াভূমে চীনের প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া, আফ্রিকার মেসেরের পিরামিড চূড়ে বায়ুভবে হেলিয়া দুলিয়া, ইউরোপ-খণ্ডে স্পেইন পদদলিত করিয়া আটলাণ্টিক মহাসাগরের সুনীল বক্ষে শোভা পাইত; হায়! কি দুঃখ ও পরিতাপের বিষয় যে, আধুনিক মুসলমানগণ সেই "ভাই ভাই মিল চাই" মহামন্ত্র ভুলিয়া গিয়া এখন "ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই" রূপ কুনীতি অবলম্বন করিতেছে। যে দিন হইতে মুসলমান জাতি "ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই" রূপ কুনীতি পরিগ্রহ করিল, সেই দিন হইতে তাহাদের উন্নতিস্রোতে ভাটা লাগিল;—তৎকাল পরিচিত সমস্ত ভূভাগের মুসলমানগণকর্ত্তৃক মনোনীত ও মুসলমানদের একতার কেন্দ্রস্থল ও আরবের খলিফার সিংহাসন বিভক্ত হইয়া একভাগ ডামাস্কস এবং অন্যভাগ স্পেইনে স্থাপিত হইল; আসিয়াভূমে পারস্য, তাতার, আফগানিস্থান, বেলুচিস্থান, হিন্দুস্থান, মালয়, চীন প্রভৃতি—আফ্রিকাখণ্ডে মিসর আবিসিনিয়া প্রভৃতি—ইউরোপ

খণ্ডে স্পেইনে তুরস্ক প্রভৃতি মুসলমান রাজ্যগুলি স্ব স্ব প্রধান হইয়া মুসলমান জাতির একতা-রজ্জু ছিন্ন করিল; আবার এই অনৈক্য-রূপ মহাব্যাধি মুসলমান জাতির জীবনের প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গে সংক্রামিত হইয়া উঠিল। দুর্ভাগ্যক্রমে হিন্দুস্থানে ও এই মহারোগ উপস্থিত হইল। দিল্লীর একমাত্র মুসলমান বাদসাহের কীরিট-শোভা বঙ্গ, অযোধ্যা ও হায়দ্রাবাদ প্রভৃতি প্রোজ্জ্বল রত্নরাজী যেন প্রথমতঃ স্বজাতিদ্রোহী বিশ্বাসঘাতক তস্করের হাতে নিপতিত, তৎপর ইউরোপীয় জাতির হস্তগত হইয়া এদেশে মুসলমান জাতির অধঃপতনের পরিণাম ডাকিয়া আনিল। তাই বলিতেছিলাল "ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই" নীতিই মুসলমান জাতির সর্ব্বনাশের মূল। বর্ত্তমান সময়ে মুসলমানদের মধ্যে ভ্রাতৃবন্ধন বড়ই শিথিল হইয়া পড়িয়াছে, একতা-রূপ মহামন্ত্র তাঁহারা ভুলিয়া যাইতেছেন, তাঁহাদের জাতীয় জীবন মৃতবৎ; বঙ্গীয় মুসলমানদের জাতীয় জীবনে যেন চেতনা নাই; ব্রিটীশ শাসনে যতপ্রকার উন্নতির আন্দোলনে দেশীয় মুসলমান জাতির অস্তিত্ব অনুভূত হইতেছে না। দেশের বক্ষে নানাবিধ উন্নতির আন্দোলন-স্রোত প্রবাহিত হইতেছে, অথচ মুসলমানগণ নীরব। এখন কি নীরব থাকিবার সময়! এখন কি কচুপত্রের ন্যায় পরকীয় ইচ্ছানুরূপ বায়ুভরে এদিক ওদিক সঞ্চালিত হইবার সময়! অন্যান্য জাতির উন্নতির আন্দোলনের ভীমরোল ভারতীয় গগন বিদীর্ণ করিয়া ইংলণ্ডভূমে উপস্থিত হইয়াছে; কিন্তু মুসলমান জাতির দাবী দাওয়া সম্বন্ধে সদাশয় ইংরেজগণের নিকট নিজদের অভাবাদি জানাইতে চেষ্টা করিতেছে না, এদেশের বর্ত্তমান অনেক রাজনৈতিক আন্দোলনের সহিত মুসলমান জাতির স্বার্থ সংস্পৃষ্ট রহিয়াছে, ঐ সকল আন্দোলনের

পরিণাম ফলের উপরে মুসলমানগণের ইষ্টানিষ্ট অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। এ সময় যদি মুসলমানগণ তাঁহাদের জাতীয় স্বার্থ-রক্ষার্থে সচেষ্ট না হন, যদি তাঁহারা জাতীয় লাভালাভের প্রতি দৃষ্টিপাত না করেন, তবে আমি বলিতে পারি, ভারতের ভবিষ্যৎ ইতিহাসে মুসলমানদের জাতীয় জীবনের অস্তিত্ব কখনই থাকিবে না।

১। এদেশে বিভিন্ন জাতীয় লোকের বাস, এবং তাহাদের সামাজিক অবস্থাও বিভিন্ন; বঙ্গীয় মুসলমানদের অবস্থা নিতান্তই শোচনীয়, এদেশের কোন কোন সমুন্নত জাতির অবস্থার অনুকূল আইন কানুন অনেক সময় মুসলমানদের বর্ত্তমান অবনত অবস্থার পক্ষে প্রতিকূল হইতে পারে; কোন কোন জাতীয় লোকের পক্ষে যে শাসনপ্রণালী মঙ্গলজনক বলিয়া বিবেচিত হয়, মুসলমানদের বর্ত্তমান অবস্থায় তাহা নিতান্ত অমঙ্গলের কারণ স্বরূপ হইতে পারে; অতএব ইংরেজ পুরুষগণ এদেশ শাসন সম্বন্ধে যে কোন বিধি প্রণয়ন করিতে প্রবৃত্ত হন, মুসলমানদের তদ্‌সম্বন্ধে প্রধান কর্ত্তব্য এই যে, তাহারা সেই বিধি হইতে কিরূপ ফলাফল লাভ করিতে পারিবে, তাহা স্বাধীনভাবে জ্ঞাপন করে।

২। ধর্ম্ম মুসলমান জাতির বড় আদরের ধন; ধর্ম্মের বন্ধনই মুসলমান জাতিকে একতাশৃঙ্খলে সম্বন্ধ রাখিতেছে, ধর্ম্মের বন্ধনী যতই শিথিল হইবে, মুসলমান জাতির জীবন-তরণী ততই অপার দুঃখ জলধির অতল তলে নিমজ্জনোন্মুখ হইবে। অতএব এদেশের কোন রাজনৈতিক আন্দোলন যাহাতে মুসলমানদের ধর্ম্ম কর্ম্মে আক্রমণ না করে, কোন রাজবিধিতে যাহাতে মুসলমানদের ধর্ম্মের প্রতি হস্তক্ষেপ না করে, তদ্‌বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

৩। দেখা গিয়াছে, কতকগুলি লোক বিদ্যা-বুদ্ধিতে ততদূর উপযুক্ত না হইয়াও একটা নাম করিবার উদ্দেশ্যে সমাজের হিতাহিত প্রতি দৃষ্টি না করিয়া মত প্রকাশ করিয়া থাকে ; এই সকল লোকদের সহিত সহানুভূতি প্রকাশ করিবার পুর্ব্বে তাহারা প্রকৃত সমাজ-হিতৈষী কি না এবং সমাজের অগ্রণী হইবার গুণ আছে কি না ও তাহাদের মতের কোন মূল্য আছে কি না তাহা বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে।

৪। আমরা মুসলমান জাতি ইংরেজ রাজপুরুষদের নিকটে অধীনতা স্বীকার করিয়াছি—তরবারি ছাড়িয়াছি ; আমাদের বর্ত্তমান অবনত অবস্থায় তাঁহাদের অনুগ্রহের উপর আমাদের ভবিষ্যৎ অনেক পরিমাণে নির্ভর করে ; ইংরেজ ও মুসলমানে সম্মিলনের পথ সুপ্রশস্ত হইয়া রহিয়াছে। রুমের মহামান্য সোলতানের সাম্রাজ্য ইউরোপীয় ও আসিয়িক তুরস্ক এই দুইখণ্ডে বিভক্ত হইয়া যেন ইউরোপ ও আসিয়া এই মহা ভূভাগদ্বয়ের সম্মিলনের জ্বলন্ত দৃষ্টান্তস্বরূপ হইয়া রহিয়াছে ; জাতিভেদ শূন্য একেশ্বরবাদী ইংরেজ ও মুসলমানে সম্মিলনের বাধা অতি অল্প ; এই সকল বিবেচনা করিয়া মুসলমানগণের সহিত যাহাতে ইংরেজদের দিন দিন বন্ধুতা বৃদ্ধি পায়, তাহারা তজ্জন্য যেন চেষ্টা করে, ইংরেজদের বীরতা, ধীরতা, অধ্যবসায় প্রভৃতি সৎগুণগুলি শিক্ষা করিতে যত্ন করে।

৫। এদেশে হিন্দু ও মুসলমান এই দুই জাতিই প্রধান ; এই দুই জাতির উন্নতি অবনতির উপরে এদেশের মঙ্গলামঙ্গল অনেক পরিমাণে নির্ভর করে, ফলতঃ হিন্দু মুসলমানে অসম্মিলন কাহারও বাঞ্ছনীয় হইতে পারে না ; কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয়, আমরা বর্ত্তমান সময়ে হিন্দু ও মুসলমানে যে ভাব দেখিতেছি,

তাহাকে সম্মিলনের ভাব বলা যায় না। হিন্দু ও মুসলমান পরস্পর পরস্পরকে যে চক্ষে দেখেন, তাহাকে সম্মিলনের ভাব বলিতে ইচ্ছা হয় না। হিন্দুগণ মুসলমানদিগের প্রতি অবিরত ম্লেচ্ছ, যবন, নেড়ে, পাতিনেড়ে তুরক প্রভৃতি গালি বর্ষণ করিতে থাকেন। মুসলমানগণ যদি হনুদ, কাফের, মালাউন, মরদুদ প্রভৃতি শব্দে তদুত্তর দেন ; হিন্দুগণ যদি মিউনিসিপালিটী, ডিষ্ট্রীক্ট ও লোকাল বোর্ডে কর্ত্তৃত্ব পাইয়া মুসলমানদের আহার্য্য দ্রব্যের বিরুদ্ধে বাই-ল (উপবিধি) করিতে প্রস্তুত হন ; পক্ষান্তরে মুসলমানগণ যদি সেই মিউনিসিপালিটী ডিষ্ট্রীক্ট ও লোকাল-বোর্ডের ভিত্তির মূলে কুঠারাঘাত করিতে অগ্রসর হয়, তবে হিন্দু মুসলমানে বর্ত্তমান সময়ে সম্মিলন আছে বলিয়া কোন্ মুখে প্রকাশ করিব? সরলতা ও মমতা না থাকিলে একতা হইতে পারে না ; হিন্দু ও মুসলমান যতদিন পরস্পর পরস্পরের প্রতি সরলভাবে সমবেদনা প্রকাশ করিতে না শিখিবে, ততদিন এ উভয় জাতির মধ্যে সম্মিলনের আশা সুদূরপরাহত। যাহারা এ দেশের রাজকার্য্যে সকল বিভাগের প্রতিযোগিতা পরীক্ষা প্রবর্ত্তিত করিয়া ইংরেজী শিক্ষায় অপেক্ষাকৃত পশ্চাৎপদ মুসলমানদিগকে রাজদ্বার হইতে বিতাড়িত করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহাদের সরলতায় সন্দেহ করা কি মুসলমানদের পক্ষে স্বাভাবিক নয়! এ দেশের শাসন-বিভাগে নির্ব্বাচন প্রথা প্রবর্ত্তিত হইলে শিক্ষাসামর্থ্যে মুসলমানদের বর্ত্তমান অবনত অবস্থায় তাহাদের পক্ষ হইতে অনেক লোক অথবা কেহই নির্ব্বাচিত হইবে না, ইহা জানিয়া শুনিয়াও যাহারা নির্ব্বাচন-প্রথা প্রচলন করিতে প্রাণপণ করিতেছে, তাহাদের সরলতায় মুসলমানগণ কেন না সন্দেহ করিবে!

মুসলমানদের দুরবস্থা দর্শনে ইংরেজগণ তাহাদের প্রতি অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাহাদিগকে অধিক পরিমাণে রাজকার্য্যে নিযুক্ত করিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন, ইহাতেই যাঁহারা আপত্তি উত্থাপন করিতেছেন, তাহারা কি সরলতার পরিচয় দিতে পারেন? যদি একই পরিবারের মধ্যে সবল ব্যক্তি অপেক্ষা দুর্ব্বলের প্রতি অধিকতর অনুগ্রহ করা সর্ব্বাগে কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া বিবেচিত হয়, যদি সুস্থ ব্যক্তির অপেক্ষা রুগ্নের আহার্য্যের বন্দোবস্ত করা পরিবারাধ্যক্ষের মুখ্য কর্ত্তব্য হয়, তবে অবনত ও দুর্ভাগ্য ব্যাধিপীড়িত মুসলমানদের প্রতি একটুকু অনুগ্রহ করা কি রাজার কর্ত্তব্য নয়? তৎপর সেই পরিবারের অন্যান্য সুস্থ ব্যক্তিরা যদি রুগ্নের উপযুক্ত সেবা শুশ্রূষা হইতেছে বলিয়া ঈর্ষায় জর্জ্জরিত হয়, তবে তাহাদের অপেক্ষা স্বার্থপর ও ক্ষুদ্রাশয় এ সংসারে আর কে হইতে পারে? তাহারা ঐরূপ রোগাক্রান্ত না হইলে যেমন রোগীর সেবা শুশ্রূষার আবশ্যকতা বুঝিতে এবং তাহাদের ঈর্ষারও শান্তি হইতে পারে না, সেইরূপ যাঁহারা মুসলমানদের প্রতি রাজপুরুষদের একটুকু অনুগ্রহ দর্শনে বিরক্ত আছেন, তাঁহারা মুসলমানদের ন্যায় শোচনীয় অবস্থায় নিপতিত না হইলে ঐরূপ অনুগ্রহের আবশ্যকতা স্বীকার করিবেন না। যাঁহারা হিন্দু মুসলমান সম্মিলনের পক্ষপাতী, তাঁহাদের কি আর একটী কথা চিন্তা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য নয়? তাঁহারা জানেন যে, সমান অবস্থাপন্ন না হইলে হিন্দু মুসলমানে প্রকৃত মিল হইবে না,—বলী ও বামনে মিল হওয়া অস্বাভাবিক; প্রকৃত সম্মিলনের ইচ্ছা থাকিলে তাঁহাদেরও কর্ত্তব্য যে, ইংরেজের ন্যায় তাঁহারাও মুসলমানদের অবস্থা উন্নত করিতে চেষ্টা করেন, যদি সেরূপ চেষ্টা না করিয়া ইংরেজদের অনুগ্রহের

প্রতিবাদ করেন, তবে তাহাতে তাঁহাদের কেবল অসরলতা ও নির্ম্মমতা মাত্র প্রকাশ পায়। সংক্ষেপে বলিতে, যতদিন তাঁহারা মুসলমানদের বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থা হইতে তাহাদিগকে উদ্ধার করিতে অগ্রসর না হইবেন, ততদিন হিন্দু মুসলমানে প্রকৃত ভ্রাতৃ-ভাব সংস্থাপন অসম্ভব। সুতরাং দেশীয় রাজনৈতিক আন্দোলনে মুসলমানদের হিন্দুদের সহিত যোগদানের পূর্ব্বে তাঁহাদের সরলতা ও সহানুভূতির পরিমাণ বিশেষ রূপে পরীক্ষা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। হিন্দু মুসলমানে প্রকৃত সম্মিলন সংস্থাপনের ইচ্ছা থাকিলে কেবল কথায় সে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে কিছুই হইবে না, কার্য্যে তাহা পরিণত করিতে হইবে।

আগুন কাপড় দিয়া ঢাকিয়া রাখা যায় না; হিন্দু মুসলমানের বর্ত্তমান বিরোধানল বাক্যাবরণে ঢাকিয়া রাখিবার চেষ্টা করা মাত্র। অগ্রে গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে স্নেহ, দয়া, মায়া প্রভৃতি রস সংযোগে জাতীয় হৃদয় কর্ষণ করত সহানুভূতির বীজ রোপণ না করিলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এদেশে জাতীয় সম্মিলন রূপ সুধা-বৃক্ষ সমুৎপন্ন হইয়া ভারতবক্ষ আচ্ছাদিত ও সুশীতল করিতে পারিবে না।

৬। জাতীয় জীবন গঠন ও সাধারণ মত প্রকাশ সম্বন্ধে সংবাদপত্র বড়ই এক প্রধান সহায়। দুঃখের বিষয়, বঙ্গীয় মুসলমান সমাজে আশানুরূপ সংবাদপত্রের প্রচলন হইতেছে না। অতএব আমাদের সমাজে যাহাতে অধিক সংখ্যক সংবাদ পত্র প্রচারিত হয়, ঐ সকল সংবাদপত্র উপযুক্ত লোকের দ্বারা পরি-চালিত হয়, তদ্বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা করিতে হইবে।

৭। দেশীয় সভাসমিতি অনেক সময়ে সাধারণ মতের

প্রতিনিধিত্ব করিয়া থাকে, সভাসমিতির দ্বারা অনেক সময়ে অনেক কাজ সাধিত হইতে পারে। অতএব মুসলমানগণের প্রত্যেক জেলা ও মহকুমাতে এক একটী সভা স্থাপন করিয়া এই সকল সভার মধ্যে এরূপ সম্বন্ধ রাখা উচিত যে, তদ্দ্বারা দেশের এক প্রান্তের মুসলমানগণ অন্য প্রান্তবাসী মুসলমানদের অবস্থা পরিজ্ঞাত থাকিতে পারেন এবং রাজদরবারে নিজদের অভাবাদি জ্ঞাপন করিতে সক্ষম হন।

৮। নিজের শক্তির উপরে দাঁড়াইতে না পারিলে মানুষের মনে স্থৈর্য্য ও সুখ হয় না, সাধারণতঃ লোকে বলে "বলং বলং বাহু বলং—ন চ অন্য বলং নাস্তি" অতএব এ দেশের অন্যান্য জাতীয় লোকেরা যেমন আত্ম-ক্ষমতা লাভ করিতে স্বীয় বলের উপরে দাঁড়াইতে চেষ্টা করিতেছে, মুসলমানদেরও সেইরূপ জাতীয় জীবন তরুমূলে নিরন্তর একতা-রস সিঞ্চন করত ক্রমশঃ উহা বিবর্দ্ধিত ও সুদৃঢ় করা আবশ্যক। আত্ম-চেষ্টার উপর নির্ভর না করিয়া রাজপুরুষগণ চিরদিন আমাদিগকে রক্ষা ও উদ্ধার করিবেন, হিন্দুগণ আমাদিগকে টানিয়া তুলিবেন এ আশা দুরাশা মাত্র।





বঙ্গীয় মুসলমানদের ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় ব্যবস্থা।

এসলাম ধর্ম্ম যে একমাত্র সনাতন পবিত্র ধর্ম্ম, এ গ্রন্থে তাহার প্রমাণ প্রয়োগ নিষ্প্রয়োজন। মুসলমান ধর্ম্ম শুধু তরবারির বলে কিম্বা অন্য কোন অলৌকিক ঐশ্বরিক গুণে পূর্ব্বদিকে চীন পশ্চিমে স্পেন পর্য্যন্ত বিস্তারিত হইয়াছিল, এবং এখনও হইতেছে, আজ আমরা সে প্রশ্নের মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইব না। সকল সময় একরূপ থাকে না, সর্ব্বদা চন্দ্র আকাশে হাসে না, সদা বসন্ত কোথাও দেখা যায় না। পৃথিবীতে সর্ব্বদা পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে; পরিবর্ত্তনে অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারতীয় মুসলমান জাতিকে বিচলিত করিয়াছে, পরিবর্ত্তনের তরঙ্গঘাতে এ দেশে মুসলমানদের রাজনৈতিক জীবনতরণী ডুবিয়াছে, এই তরঙ্গে বঙ্গদেশীয় মুসলমানদিগকে চির তরে অপার দুঃখ সাগরে ভাসমান করিয়াছে। মুসলমান রাজত্বের বিলোপের সহিত এসলাম ধর্ম্ম যে ভয়ানক আঘাত পাইয়াছিল তাহা বলা বাহুল্য। এই আঘাত প্রাপ্ত হওয়ার পুর্ব্বে পঞ্চশত বৎসর মুসলমান ধর্ম্ম পৌত্তলিকতার সহিত কিরূপে যুদ্ধ করিতেছিল, বক্তেইয়ার খিলজির বাঙ্গালা দেশে আগমনের পুর্ব্বেও এদেশে মুসলমান ধর্ম্ম প্রচারিত হইতেছিল কি না, এই দীর্ঘকালের ধর্ম্মের ইতিহাস লইয়া আমরা বৃথা তর্ক বিতর্কে প্রবৃত্ত হইব না। রাজকীয় বিপ্লবের সহিত এদেশে

মুসলমান ধর্ম্মে যেসকল পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, যে সকল কুসংস্কার লব্ধপ্রবেশ হইয়াছে, তাহা অতীব আশ্চর্য্যজনক। রাজার পতনের সহিত রাজধর্ম্মের ও যে অবনতি বা তিরোভাব ঘটে, তাহা সর্ব্বকালে সকল দেশের ইতিহাস সপ্রমাণ করিয়াছে: অশোক প্রভৃতি রাজাদের সময়ে বৌদ্ধ ধর্ম্মের বৈজয়ন্তী ভারতের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত শোভা পাইত; বৌদ্ধ রাজাদের অবনতির সহিত সে ধর্ম্মের কিরূপ অবনতি—এমন কি তিরোভাব ঘটিয়াছে; এলিজাবেথের মৃত্যুর পর প্রোটেষ্টাণ্টগণ (খ্রীষ্টীয়ান হইয়াও) মেরীর হস্তে কিরূপে ব্যবহৃত হইয়াছিল, ইংরেজ জাতির ইতিহাস জগতে চিরদিন তাহা ঘোষণা করিবে; সুতরাং দেশে মুসলমান-শাসন বিলোপের সহিত মুসলমান ধর্ম্মের যে অবনতি ঘটিবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? অষ্টাদশ শতাব্দী বঙ্গে মুসলমান ধর্ম্মের কি এক সময়! আমার এ সময়কে ইউরোপের অন্ধকার যুগের (Dark age) সহিত তুলনা করিতে ইচ্ছা হয়। পাঠক! দেখুন, এ সময়ে ধর্ম্মবিদ্যা আরবী ফার্সীর সমাদর হ্রাস হইয়া পড়িল, কাজী মুফ্‌তীর ধর্ম্মশাসন শিথিল হইল; বঙ্গীয় মুসলমানদের ধর্ম্মাকাশে ঘোর অন্ধকার দেখা দিল, ধর্ম্মের নামে অধর্ম্ম হইতে লাগিল। কত শত কুসংস্কার, কত প্রকার পৌত্তলিকতা মুসলমান ধর্ম্মে প্রবেশ করিল; মুসলমান পূজা করিতে শিখিল "মাদার ঝাণ্ডা"; "পাঁচ পীরের সিন্নি" মুসলমান সমাজে লব্ধপ্রবেশ হইল; মুসলমান ঢাক ঢোল বাজাইয়া মহা সমারোহে "গাজীর ধামাইল" প্রভৃতি সুসম্পন্ন করিতে লাগিল। দরিদ্র মুসলমানগণ সিন্নি, ফতেহা, শীতলার পূজা প্রভৃতি দ্বারা তাহাদের কল্পিত উপদেবতা সন্তুষ্ট করিতে লাগিল। ধনী মুসলমান-

গণ * বহু অর্থব্যয়ে মহা সমারোহে মেষ মহিষাদি বলিদান করিয়া কালী পূজা, দুর্গোৎসব পর্য্যন্ত করিতে কুণ্ঠিত হইল না। এই সময়ে মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বীদের মধ্যে এ সকল ক্রিয়াকাণ্ড এতই লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়াছিল,—মুসলমানগণ এ সকল কার্য্যে এতই আসক্ত হইয়া উঠিয়াছিল যে, তাহারা মুসলমান ধর্ম্মের প্রকৃত সত্য সমূহের কথা আর শুনিতে ভালবাসিত না, মুসলমান ধর্ম্মের শাসন তাহারা তৃণবৎ বলিয়াও গণ্য করিত না; কোন গ্রামে মুসলমান ধর্ম্ম-শাস্ত্রপরায়ণ কোন মৌলবী আসিলে তাঁহাকে নানা প্রকারে লাঞ্ছিত হইয়া সে স্থান ত্যাগ করিতে হইত। শুনিয়াছি পূর্ব্ব বঙ্গের তৎকালীন রাজধানী জাহাঙ্গীর নগর অর্থাৎ ঢাকাতে পশ্চিমাঞ্চল হইতে কোন মৌলবী আসিলে, কুসংস্কারাপন্ন নবাব সাহেবেরা তাঁহাদিগকে প্রচুর অর্থ দিয়া সত্বর এই বলিয়া বিদায় করিতেন যে, উহাদের ক্রিয়াকাণ্ডে বাধা দিবার কোন প্রয়োজন নাই। ঐ সকল বিলাসপ্রিয় কাপুরুষ নবাবগণ যে সকল কুসংস্কার ও কদাচারে লিপ্ত হইত, তাহা শুনিলে মুসলমান মাত্রের প্রাণে দারুণ ব্যথা লাগে। এ সময়ে অনেক লোক ধর্ম্মগুরু সাজিয়া অর্থোপার্জ্জনের পথও বেশ প্রশস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। সমাজে এই সকল লোক 'সা সাহেব' 'পীর সাহেব' 'গাজী সাহেব' ও 'দরবেশ সাহেব' প্রভৃতি সুন্দর সুন্দর উপাধিতে বিভূষিত হইত। আজিও বাঙ্গালার নানা স্থানে ভ্রমণ করিলে যে সকল সা সাহেব ও পীর সাহেবের গোরস্থান †

* গ্রন্থকার বিশেষরূপে অবগত আছে যে, পাবনা জেলার কোন বিখ্যাত জমিদার একবার দুর্গোৎসব করিয়াছিলেন।

† ১৯১৩ খ্রীঃ অব্দে আমি নেত্রকোনা মহকুমার অন্তর্গত নারায়ণডহর নামক

দৃষ্ট হয়, যাহাদের সমাধিক্ষেত্রে আজিও গ্রাম্যাঞ্চলের লোকেরা সিন্নি, ফতেহা ও ভেট দিয়া থাকে, সেই সকল ভণ্ড তপস্বিগণ এই সময়ের মুসলমান ধর্ম্মের পথপ্রদর্শক ছিল। কোন সংস্কার সমাজে একবার বদ্ধমূল হইলে, তাহার তিরোভাবের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত স্ত্রীলোকের হৃদয়ে অধিকার করিয়া থাকে ;—স্ত্রীলোকেরা কোন সংস্কার সহসা পরিত্যাগ করিতে পারে না ; পূর্ব্বোল্লিখিত কুসংস্কার পৌত্তলিকতা প্রভৃতি যে মুসলমান সমাজের অন্তঃপ্রবিষ্ট হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ এই—বর্ত্তমান সময়ে গোঁড়া মুসলমানদের স্ত্রীলোকদিগকে এমন কি, নানাবিধ তিরস্কার সহ্য করিয়াও পূর্ব্বোক্ত কোন কোন পৌত্তলিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিতে দেখা যায়।

বাস্তবিক এ সময়ে মুসলমান ধর্ম্মের প্রকৃত সত্যসকল সমাজ হইতে অন্তর্হিত, সত্যাসত্য জ্ঞান সমাজ হইতে বিলুপ্ত, লোকের প্রকৃত ধর্ম্ম-জীবন তিরোহিত, এবং ঘোর অন্ধকার সমাজের সর্ব্বত্র বিরাজ করিতেছিল। সকল সমাজেরই এইরূপ শোচনীয় অবস্থায় ধর্ম্ম-প্রচারক বীরগণ কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়া থাকেন, তাই সৌভাগ্যক্রমে বঙ্গীয় মুসলমান সমাজে এ সময়ে কয়েকজন ধর্ম্মবীর দেখা দিলেন ; মৌলবী মহম্মদ হোসেন ওরফে তিতুমিয়া সমাজের এইরূপ দুরবস্থা ও ধর্ম্মের এতাদৃশ অবমাননা দেখিয়া, দুঃখ-সন্তপ্ত প্রাণে রাজশাহী * হইতে বাহির হইলেন, কিন্তু বুদ্ধির দোষে দীর্ঘকাল পবিত্র ধর্ম্মপ্রচার ব্রত পালন করিতে পারিলেন

স্থানের ৪.৫ মাইল মধ্যে ৮টী দরগা থাকা জানিয়াছি ; নারায়ণডহরের ফতেমা বিবির দরগাতে যে প্রস্তরখণ্ড অ'ছে, উহা হিন্দু মুসলমানে পূজ করে।

* সার উইলিয়ম হান্টার প্রণীত 'ইণ্ডিয়ান মুসলমান' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

না। ট'কের গাজী সৈয়দ আহম্মদ সাহেব প্রকৃত প্রস্তাবে বঙ্গদেশে আসিয়া ধর্ম্মসংস্কারের ভিত্তি স্থাপন করিলেন।

তৎপর মৌলবী মহম্মদ আলী সাহেব আসিয়া এদেশে ধর্ম্ম-সংস্কারে প্রবৃত্ত হন; লক্ষ্ণৌ হইতে মৌলবী বিলায়েত আলি সাহেবও বঙ্গে আগমন পূর্ব্বক ধর্ম্মসংস্কারে যথেষ্ট সহায়তা করেন। এই সময়ে বঙ্গীয় সংস্কৃত মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বিগণ দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া উঠেন, যথা—'আদমরফা, ও 'রফাদেন'; এক সম্প্রদায়ের নেতা মৌলবী কেরামত আলি সাহেব এবং অন্য সম্প্রদায়ের নেতা মৌলবী জয়নাল আবেদিন সাহেব। এতদ্ব্যতীত আরো কয়েকটী অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র সম্প্রদায় এদেশের নানা স্থানে দৃষ্ট হয়, ইহারা 'দস্ত ভাইয়া' অথবা 'দুদুমিয়ার জমাত' নামে অভিহিত। দুদুমিঁয়া সাহেব এই শেষোক্ত সম্প্রদায়ের পক্ষ সমর্থন করাতে উহা তাঁহার নামে সাধারণতঃ কথিত হয়; দুদুমিঁয়া সাহেবের পিতা হাজী সরিয়ৎ উল্লাহ্ সাহেব 'আদম রফা' সম্প্র-দায়ের সমর্থক ছিলেন এবং তজ্জন্য তিনি বিশেষ চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন; এমন কি, তাঁহারই পরিশ্রমে উক্ত সম্প্রদায় এদেশে সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে।

যে কয়েকটী কারণে বঙ্গীয় মুসলমানদের ধর্ম্মজীবন দিন দিন নিতান্ত অপবিত্র হইয়া পড়িতেছে, তদ্প্রতি প্রত্যেক মুসলমানের বিশেষ মনোযোগ দেওয়া আবশ্যক।

১। আমাদের ধর্ম্মগ্রন্থ সকল আরবী ও ফারসী ভাষাতে লিখিত; বঙ্গীয় মুসলমানগণের অধিকাংশের উক্ত ভাষাদ্বয়ে অধিকার না থাকাতে, ইস্‌লাম ধর্ম্মের মূলতত্ত্ব সমাজে আশানুরূপ প্রকাশিত হইতে পারিতেছে না; আমার দৃঢ় বিশ্বাস ইস্‌লাম

ধর্ম্মের গূঢ়তত্ত্ব সম্যক্‌রূপে প্রচারিত হইলে যে সকল মুসলমান ইস্‌লামতত্ত্ব জানিতে না পারিয়া অজ্ঞানান্ধকারে হাবুডুবু খাইতেছেন, তাহাদের বিশেষ উপকার সাধিত হইত এবং তাহাদের ধর্ম্মজীবনও সমুন্নত হইয়া উঠিত।

২। ধর্ম্মগ্রন্থ অনুবাদ করিতে ইহা সর্ব্বদাই মনে রাখিতে হয় যে, যাহারা ঐ গ্রন্থ পড়িবেন তাহাদের সকলেই যে লেখা পড়ায় সুশিক্ষিত ও বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধিতে বিভূষিত হইবেন এরূপ নয়; ধর্ম্মধনে বিদ্বান্ ও মূর্খের সমান অধিকার; দয়াময় বিধাতার প্রতি ধনী, নির্ধন ও মূর্খের প্রাণ সমভাবে ধাবিত হয়; অতএব ধর্ম্মগ্রন্থের অনুবাদ করিতে হইলে তাহার ভাষা যাহাতে সরল ও কোমল হয়, তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

৩। এ দেশে নানাবিধ ধর্ম্ম-প্রণালী বিদ্যমান আছে। খৃষ্টান, আর্য্যসমাজ ও ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচারকগণ অনবরত তাঁহাদের ধর্ম্মপ্রচার করিতেছেন; বড়ই আক্ষেপের বিষয়, মুসলমান ধর্ম্ম-প্রচারকের সংখ্যা নিতান্তই অল্প। এমন কি, প্রকৃত প্রচারক ২।১ জন ভিন্ন নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যে ধর্ম্মের প্রচারক সংখ্যা যত অধিক সে ধর্ম্ম তত বিস্তৃত হইয়া থাকে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, ইসলাম ধর্ম্মের প্রকৃত তত্ত্বগুলি সাধারণ্যে প্রকাশিত হইলে, মুসলমান ধর্ম্ম খৃষ্টান আর্য্যসমাজ ও ব্রাহ্ম, কিম্বা অন্য ধর্ম্ম অপেক্ষা শতগুণে অধিক পরিমাণে বিস্তৃত হইতে পারে। মুসলমান ধর্ম্মের প্রধানতঃ—১ খৃষ্টান, ২—হিন্দু, এবং ৩—ব্রাহ্ম ধর্ম্মের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে হইতেছে। রাজকোষের রাশি রাশি মুদ্রা দ্বারা প্রতিপালিত খৃষ্টান মিশনরীগণ (খৃষ্টান ধর্ম্ম প্রচারকগণ) বহুকাল যাবৎ "বিলাতি কাপড় ভাল, জুতা ভাল, বিলাতি জিনিষ মাত্রই

ভাল, তবে কি বিলাতি ধর্ম্মটা (খৃষ্টান ধর্ম্ম) ভাল নয় ?" ইত্যাকার নানাবিধ কৌশলজাল বিস্তার করিয়াও একজন মুসলমানকে খৃষ্টমন্ত্রে দীক্ষিত করিতে পারিতেছেন না, অথচ বঙ্গদেশের অবনত নিপতিত মুসলমান সমাজের কথা দূরে থাকুক, পৃথিবীর নানা ভুভাগে কোটী কোটী মুসলমান অধিবাসীদের মধ্যে কোথাও তাহাদের ধর্ম্মপ্রচারের প্রকৃষ্ট উপায় বর্ত্তমান না থাকা সত্বেও এস্‌লামের পবিত্র আলোকে আকৃষ্ট হইয়া প্রতি বৎসর কত কত খৃষ্টান মাসিক শত শত টাকা বেতনের অতীব উচ্চ রাজকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া এমন কি—মানুষ যত প্রকার ক্লেশ সহ্য করিতে পারে, অকাতরে তাহা সহ্য করিয়াও প্রসন্নমনে মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিতেছেন। আমরা হতভাগাগণ আমাদের ধর্ম্মপ্রচারের জন্য কিছুই করিতেছি না, কিন্তু খোদাতালা তাঁহার কার্য্য করিতেছেন, সত্যের আলো প্রকাশিত হইতেছে। পাঠক ! বিস্মিত হইও না, ঐ শুন ইংল্যাণ্ড ভুমে লিভারপুর নগরে প্রায় অর্দ্ধ শত ইংরেজ খৃষ্টান ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া পবিত্র এসলামের ক্রোড়ে স্থান লইয়াছেন ; বহুদিন পুর্ব্বে আমাদের ভারত-রাজ্ঞী কুইন ভিক্টোরিয়ার বাসস্থান লণ্ডন নগরে মুসলমানের ধর্ম্মশালা মসজেদ নির্ম্মিত হইয়াছে ; ইউরোপ ও আমেরিকার ইউনিটেরিয়াগণ (যাহারা খোদাতালাকে এক জানে) খৃষ্টানদের "পিতা, পুত্র, পবিত্রাত্মা" এই ত্রি-নীতি পৌত্তলিকতাপূর্ণ বুঝিয়া মুসলমান ধর্ম্মের অদ্বৈতবাদ অর্থাৎ "খোদাতালা এক" এই মতের যশঃ ঘোষণা করিতেছেন। পাঠক ! আরোও শুনুন, পৃথিবীর মধ্যে আয়তনে সর্ব্ব প্রধান সাম্রাজ্য রুশিয়ার রাজধানী সেণ্টপিটর্সবর্গ নগরে অতীব প্রকাণ্ড মনোরম মসজীদ নির্ম্মিত হইয়াছে ; সেল, কার্লাইল

কুইলিয়াম প্রভৃতি পণ্ডিতগণ এসলামের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন করিতে লেখনী চালনা করিতেছেন; এই সকল ঘটনার সমালোচনা করিলে সহজেই প্রতীতি জন্মে যে, অধুনা রাজনৈতিক জগতে মুসলমানের ক্ষমতা খর্ব্বীকৃত হইলেও ধর্ম্মজগতে উহা কোন অংশেই হ্রাস হয় নাই; বরং স্থির ধীর ও মন্থর গতিতে উহা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। জগতের ইতিহাস শত শত ঘটনাদ্বারা ইহা প্রমাণিত করিয়াছে যে, এসলাম ও খৃষ্টান ধর্ম্মের মধ্যে প্রতিযোগিতা স্থলে প্রথমোক্তের জয় অনিবার্য্য।

তৎপর হিন্দু ও ব্রাহ্ম ধর্ম্মের মধ্যে উপস্থিত সমর যতদিন চলিবে, ততদিন হিন্দু ধর্ম্মের আর মুসলমান ধর্ম্মের সহিত প্রতিযোগিতা করিবার অবকাশ হইবে না; বিশেষতঃ প্রায় ৭ শত বৎসরাবধি মুসলমান ধর্ম্মের পরীক্ষা করিয়া হিন্দু ধর্ম্মের উহার সহিত প্রতিযোগিতা করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। পক্ষান্তরে ব্রাহ্মধর্ম্ম এসলাম সূর্য্যের এক কণামাত্র। সত্য বটে রাজা রামমোহন রায় (যিনি মুসলমান সমাজে "মওলানা রামমোহন" নামে অধিকতর পরিচিত) তিনি আরবী ফার্সী শিক্ষা বলে মুসলমান ধর্ম্ম হইতে সার সংগ্রহ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের সূত্রপাত করেন; কিন্তু ধর্ম্মবীর প্রেরিতপুরুষ খৃষ্টানদের "পিতা পুত্র পবিত্রাত্মা' এই কুসংস্কার প্লাবিত ইউরোপ এবং অসংখ্য দেবোপাসনাপূর্ণ পৌত্তলিকতার বিলাস-ভূমি এসিয়ার অবস্থা দর্শনে ব্যথিত প্রাণে জগতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রণালীতে অদ্বৈতবাদ প্রচার করেন। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয়, যে পবিত্রগ্রন্থে অদ্বৈতবাদ ও সাম্যনীতি অলৌকিক যুক্তির সহিত বিধিবদ্ধ হইয়াছে, ব্রাহ্মগণ সেই মহাপুরুষ হজরত মহম্মদ রছুলোল্লা আলায়হেস সালাম কিম্বা সেই মহা কোরাণ শরিফের প্রতি কর্ত্তব্য

পালন করিতেছেন না। সত্য বটে ব্রাহ্মগণ মুসলমান ধর্ম্ম হইতে আংশিক সারভাগ গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু সম্পূর্ণ এসলাম তত্ত্ব গ্রহণ করিতে এখনও তাহাদের অনেক বিলম্ব আছে। তাই এক-জন বিখ্যাত পণ্ডিত বলিয়াছেন, "ব্রাহ্মগণ আংশিক মুসলমান, সুতরাং ব্রাহ্মধর্ম্ম এদেশে অন্যান্য ধর্ম্মের সহিত বিরোধে যে পরি-মাণ জয়যুক্ত হইবে, মুসলমানদের তাহাতে আংশিক লাভ হইবে।' ভারতে মুসলমান ধর্ম্মরূপ তরু হইতে কবীর-পন্থী নানক-পন্থী প্রভৃতি যে সকল শাখা বাহির হইয়াছে, বঙ্গদেশে ব্রাহ্মধর্ম্ম তাহারই অন্যতম শাখামাত্র। সুতরাং মূলবৃক্ষ ও শাখার মধ্যে প্রতিযোগিতা চলিলে কোন্‌টী জয়যুক্ত হইবে তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। কিন্তু বলিতে প্রাণ ফাটিয়া যায় যে, একদিন যে এসলাম জ্যোতির আভাস লইয়া বঙ্গে ব্রাহ্মধর্ম্মের সূত্রপাত হইয়াছিল, আজ বঙ্গীয় মুসলমানের এমনই দুর্দ্দিন উপস্থিত হইয়াছে, বঙ্গীয় মুসল-মান তাহাদের জাতীয় বিদ্যা আরবী ফার্সীতে এমনই গণ্ডমুর্খ—নিজ ধর্ম্মশাস্ত্রে এমনই অজ্ঞ হইয়া পড়িয়াছে যে, তাহাদের কেহ কেহ নাকি ব্রাহ্মমত গ্রহণ করিতে লজ্জিত হইতেছে না। যদিও এরূপ লোকের সংখ্যা নগণ্য এবং যে কতিপয় মুসলমান ব্রাহ্ম ধর্ম্মের যুক্তির মায়াজালে জড়িত হইয়াছেন, মুসলমান ধর্ম্ম থাকার সময়েও প্রকৃতরূপে উহাদিগকে মুসলমান বলা যাইত কি না তাহাতেও গভীর সন্দেহ আছে; তথাপি এ সকল ঘটনায় সমাজের যে শোচনীয় অবস্থা ব্যক্ত করে তাহা ভাবিতে গেলে শরীর রোমা-ঞ্চিত হয়, প্রাণ ফাটিয়া যায়। তাই বলি—

ভ্রাতঃ বঙ্গীয় মুসলমান! উঠ, আর কতদিন কালনিদ্রায় শায়িত থাকিবে; ঐ শুন পৃথিবীর চতুর্দ্দিক উন্নতির কোলাহলে

পরিপূর্ণ অসভ্য জাতিগুলি সুসভ্য হইল; তোমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ মধ্যযুগে যে ইউরোপে সভ্যতা বিস্তার করিয়াছিল, সেই ইউরোপীয় জাতিগুলি এখন উন্নতির চরমসীমা অধিকার করিতে চলিল। আজ বঙ্গদেশে তোমরা কালনিদ্রায় বিভোর থাকিবে? চেয়ে দেখ, তোমাদের জাতীয় জীবনের গৌরব-রবি কোথায় কিরূপে ডুবিয়া যাইতেছে, একবার তাহার অনুসন্ধান লও। ইতিহাস-ক্ষেত্রে শির নত করিয়া পূর্ব্বপুরুষগণের যশরূপ চরণধূলি স্মৃতির হস্তে গ্রহণ কর। সমাজের দুঃখ দুরবস্থা দূর কর, সমাজের ধ্বংসকারী কার্য্যাক্ষম অলস মোসাহেববৃন্দ ও ভিক্ষুকগণকে তিরস্কার ও অনাদরের কশাঘাতে তাড়াইয়া দাও, সমাজের অর্দ্ধেকাধিক কৃষকগণের অবস্থার উন্নতি-বিধানে বদ্ধপরিকর হও। বিদ্যাশিক্ষা সম্বন্ধে তোমাদের পথে যে সকল বাধা বিঘ্ন আছে, তাহা দূর করিতে সদাশয় ইংরেজগণের নিকট প্রার্থনা কর, নিজেরাও আলস্যের দাসত্ব পরিত্যাগ করিয়া বিদ্যা-শিক্ষায় মনোযোগী হও; স্থানে স্থানে মাদ্রাসা ও স্কুল স্থাপন ও সভা-সমিতি গঠন করিয়া জাতীয় উন্নতির পথ প্রশস্ত করিয়া দাও; যাহার বিদ্যাবল আছে, তিনি দশ জনকে শিক্ষিত করিতে চেষ্টিত হও এবং যাহার সম্পত্তি আছে তিনি হুগলির মহাত্মা হাজীমোহসেন সাহেবের বদান্যতার অনুকরণ কর; সমাজে বহু বিবাহ ও বাল্য বিবাহ যাহাতে আর আশ্রয় পাইতে না পারে তজ্জন্য সতর্ক হও; চাকুরী-বৃত্তির লালসায় মুগ্ধ না হইয়া স্বাধীন বাণিজ্য-ব্যবসা অধিক পরিমাণে অবলম্বন কর; দশে মিলিয়া লাভজনক ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হও; জমিদারগণকে তাঁহাদের কর্ত্তব্যকার্য্য পালনের দিকে জাগরিত কর; একটী ধর্ম্ম প্রচারের তহবিল স্থাপন করিয়া নানা স্থানে প্রচারক পাঠাইয়া

বিজাতীয় মতাক্রান্ত মুসলমানগণ যাহাতে তাহাদের নিজ ধর্ম্মের প্রকৃত তত্ত্ব জানিতে পারে তাহার উপায় বিধান কর; এক কথায় মনে প্রাণে সমাজের সর্ব্বপ্রকার উন্নতিবিধানে অগ্রসর হও। নিরাশ হইও না, ঐ আকাশ পানে চাহিয়া হৃদয়ের সহিত প্রার্থনা কর—"খোদাতালা! আমরা বঙ্গের নিপতিত মুসলমান আমাদের ধন নাই, জ্ঞান নাই, ধর্ম্ম জীবনের পবিত্রতা নাই, আমরা নানা অভাবে পড়িয়া রসাতলে যাওয়ার উপক্রম হইয়াছি; দয়াময়! তুমি আমাদিগকে রক্ষা না করিলে আর উপায় নাই; আজ বঙ্গে এস্‌লাম-তরী দুঃখ-সাগরে ডুবিয়া যাইতেছে, দয়াময়! তুমি তাহা রক্ষা কর।"





পরিশিষ্ট।

১ম মন্তব্য—৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

বঙ্গীয় মুসলমানগণের শ্রেণী বিভাগ।

নানা কারণে বঙ্গদেশে প্রকৃত শেখ, ছৈয়দ, মোগল ও পাঠান বংশীয় লোকদিগকে পরিচয় করা নিতান্ত আয়াস-সাধ্য হইলেও উহাদের বংশধর গণের অস্তিত্ব নাই এরূপ অনুমান করা নিতান্ত ভ্রান্তি মূলক। বাস্তবিক আজও বঙ্গের বহু পল্লীতে প্রকৃত শেখ, ছৈয়দ, পাঠান বংশীয় বহু পরিবার বিদ্যমান রহিয়াছে। অন্যান্য শ্রেণীর লোকদের সহিত যুগ যুগান্তরব্যাপী সংমিশ্রণ এবং নানাবিধ অবস্থার নিপীড়নে তাহাদের অনেকেই অজ্ঞাতকুলশীল হইয়া পড়িয়াছেন এবং সর্ব্ব সাধারণের সহিত এরূপ মিশিয়া গিয়াছেন যে বর্ত্তমান সময়ে তাহাদের অধিকাংশকে প্রকৃত শেখ, ছৈয়দ, পাঠান বংশধর বলিয়া মনে করা সুকঠিন। আমি বঙ্গদেশের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে এরূপ বহু পরিবার দেখিয়াছি যাহাদের পুর্ব্বপুরুষগণ এক সময়ে আরব, পারস্য, আফগান স্থান হইতে, কেহবা ইসলাম ধর্ম্ম প্রচারার্থে, কেহবা বাণিজ্যোপলক্ষে কেহবা সেনা বিভাগে-নিযুক্ত হইয়া বঙ্গদেশে, আগমন করিয়াছিলেন। আক্ষেপের বিষয় এ সকল পরিবারের লোকেরা অজ্ঞানতা অন্ধকারে এরূপ সমাচ্ছন্ন;

দরিদ্রতা দাবদাহে এরূপ বিদগ্ধ এবং অন্যান্য শ্রেণীর লোকদের সহিত আদান প্রদানে এরূপ সংমিশ্রিত হইয়া পড়িয়াছে যে তাঁহারা এখন আর তাহাদের আদি পুরুষগণের বংশধর বলিয়া পরিচয় দিতেও নিজদিগকে উপযুক্ত মনে করেন না। তাঁহাদের অনেকেই কৌলিক ইতিহাস ভুলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু যাঁহারা বঙ্গদেশের এই সকল প্রাচীন বংশীয় পরিবারগণের অস্তিত্ব অবগত আছেন অথচ বলিয়া থাকেন যে বঙ্গদেশের অধিকাংশ মুসলমান হিন্দুদের নিম্নশ্রেণী হইতে এস্‌লামে দীক্ষিত ব্যক্তিগণের বংশজাত, তাঁহারা একদিকে যেরূপ নিজেদের নীচাশয়তা প্রকাশ, তদ্রূপ অন্য দিকে প্রকৃত ঐতিহাসিক তত্ত্বের অপলাপ এবং বঙ্গীয় মুসলমানগণের প্রতি বিষম অবিচার ও অত্যাচার করিয়া থাকেন।



২য় মন্তব্য—১৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

বড়ই দুঃখের বিষয় এই যে বঙ্গদেশের মুসলমানগণের ব্যবসা বাণিজ্যের প্রতি আদৌ মনোযোগ নাই, অধিকাংশ ব্যবসা মুসলমানগণের হস্তচ্যুত হইয়া পড়িয়াছে। আরও দুঃখের বিষয় এই যে কতকগুলি পবিত্র ব্যবসায়ের প্রতি তাঁহারা ঘৃণা প্রকাশ করিতেও ক্রটী করিতেছেন না। তাঁহারা প্রত্যহ স্বচক্ষে দেখিতেছেন অন্যান্য জাতীয় লোকদের আজ যে গুড়, চিনি, মুড়কির সামান্য দোকানদার, কাল সে ঐ ব্যবসাবলে লক্ষপতি মহাজন ও জমিদার সাজিতেছে। ইহা দেখিয়াও বঙ্গদেশীয় মুসলমানগণের চোখ ফুটিতেছে না, তাঁহারা আজও ব্যবসা-বাণিজ্য করাকে অপমান সূচক মনে

করিতেছেন ; এ দেশের কৃষিজাত দ্রব্যের মধ্যে পাঠ, চিনি, তামাক ইত্যাদি মুসলমানগণই অর্জ্জন করিতেছে অথচ ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রতি তাহারা অমনোযোগী বিধায় মুসলমানগণ তাহাদের উৎপন্ন দ্রব্যের প্রকৃত লাভ ভোগ করিতে পারিতেছে না ; ব্যবসা বাণিজ্যের বুদ্ধি-বলে ভিন্ন জাতীয় লোকেরা মুসলমানদেরই অর্জ্জিত পণ্য দ্রব্য দ্বারা লক্ষ লক্ষ টাকা লাভ করিতেছে, মুসলমানগণ তাহা দিবা-নিশি দেখিয়াও ব্যবসা বাণিজ্যের প্রতি মনোযোগী হইতেছে না। যদি বঙ্গদেশীয় মুসলমানগণ ব্যবসা বাণিজ্যের প্রতি আর কিছুদিন উদাসীন থাকে, তবে তাহারা অনতিবিলম্বে অবনতির অতল তলে নিমজ্জিত হইবে। প্রত্যেক সমাজহিতৈষী মুসলমানের কর্ত্তব্য যে তাঁহারা সর্ব্বত্র মোসলমানগণের মধ্যে ব্যবসা বাণিজ্য প্রবর্ত্তনের চেষ্টা করে।

৩য় মন্তব্য।

নিম্নশিক্ষা বিস্তার ভিন্ন কৃষকদের উন্নতি সাধন অসম্ভব। যত দিন তাহারা নিজদের আয় ব্যয়ের হিসাব, জমিদারের খাজনা ও মহাজনের সুদের হিসাব ইত্যাদি রাখিবার উপযুক্ত জ্ঞান লাভ না করিতেছে, ততদিন তাহাদের উন্নতি সাধিত হইতে পারিবে না। ইহা সর্ব্ববাদি-সম্মত যে বঙ্গদেশ কৃষিপ্রধান স্থান, বিশেষতঃ কৃষি কার্য্যের উপরে মনুষ্য জাতির অস্তিত্ব নির্ভর করে। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে এদেশে প্রবর্ত্তিত শিক্ষা প্রণালী হইতে সেই কৃষিশাস্ত্র চিরতরে নির্ব্বাসিত হইয়াছিল। একজন কৃষক সন্তান বিদ্যালয়ে প্রবেশের পর ইউক্লিডের জ্যামিতি মুখস্থ বলিতে পারে, পৃথিবীর চারিখণ্ডের দেশ, প্রদেশ, নগর, নদী, নালা, পাহাড়, পর্ব্বত ইত্যাদির

নামও অবস্থান মন্ত্রের ন্যায় বলিতে পাবে, দুঃখের বিষয় যে, যে পৈত্রিক ব্যবসায়ের উপর তাহার পরিবারের জীবিকা নির্ভর করে সে ব্যবসায় সম্বন্ধে একটী কথাও শিখিতে পারে না! এদেশে এইরূপ কৃষিতত্ত্ব-বিবর্জ্জিত শিক্ষাপ্রণালী প্রবর্ত্তিত হওয়ায় শিক্ষাক্ষেত্রে সুফলের পরিবর্ত্তে কুফলই হইতেছিল। সর্ব্ব সাধারণে চাকুরী ও ওকালতীকে বিদ্যাশিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্য মনে করিতেছিল। চাকুরীর বাজারে এক মহা দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছিল। সদাশয় রাজপুরুষগণও দেশীয় চিন্তাশীল জনগণের সম্মুখে এক বিষম সমস্যা উপস্থিত হইয়াছিল, সৌভাগ্য ক্রমে তাহার মীমাংসা ও সমন্বয় সাধনার্থে এই একদেশদর্শী শিক্ষা-প্রণালী রহিত হইয়া এদেশে নূতন শিক্ষাপ্রণালী প্রবর্ত্তিত হইতেছে। কিন্তু যতদিন বঙ্গদেশের পল্লীতে পল্লীতে কৃষিবিদ্যালয় স্থাপিত না হইতেছে, যতদিন কৃষক সন্তানগণ বিনা ব্যয়ে বা অতি অল্প ব্যয়ে শিক্ষা লাভ করিতে সক্ষম না হইতেছে, ততদিন কৃষক সমাজের প্রকৃত উন্নতি সাধিত হইতে পারিতেছে না।

—o—

৪র্থ মন্তব্য।

নিম্নলিখিত শিক্ষা সংক্রান্ত তালিকা হইতে বঙ্গদেশীয় মোসলমানগণের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তারের শোচনীয় অবস্থার ধারণা জন্মিবে।

১৯০১ খৃঃ অব্দের আদম শুমারী মতে (Census Report) প্রত্যেক ১০০০ ব্যক্তির মধ্যে যাহারা লিখা পড়া জানে;

	পুরুষ	...	...	স্ত্রী
হিন্দু ...	১৩০	...	...	১০
মোসলমানগণ	৬৮	...	...	২

পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম গবর্ণমেণ্টের প্রকাশিত ১৯০৮ খৃঃ অব্দের শিক্ষা বিভাগের বার্ষিক মন্তব্যে নিম্নলিখিত অবস্থা দৃষ্ট হয় :—

	লোক সংখ্যার (শতকরা গড়)	হিন্দু ছাত্র (শতকরা গড়)	মোসলমান ছাত্র (শতকরা গড়)
১৮৯১	... ৫৭ ...	৫০ ...	৫০
১৯০২	... ঐ ...	৫২ ...	৪৮
১৯০৭	... ঐ ...	৪৮ ...	৫২

১৯০৭ খৃঃ অব্দে

	মুসলমান ছাত্র শতকরা	হিন্দুছাত্র শতকরা
উচ্চশিক্ষা (কলেজ)	·· ৬	... ৯৪
নিম্নশিক্ষা (ইংরাজি)	··· ২৭	... ৭৩
প্রাইমারী স্কুল	··· ৫২	... ৪৮



ইউনিভার্সিটী পরীক্ষার ফল।

১৯০৭ খৃঃ অব্দের উত্তীর্ণ ছাত্রগণের শতকরা গড়।

	মুসলমান	হিন্দু
ম্যাট্রিকুলেশন	... ৮ ...	... ... ৯২
এফ্, এ,	... ৪ ...	... ... ৯৬
বিএ, এ,	... ২ ...	... ... ৯৮
এম্ এ,	... ১২ ...	... ... ৮৮

শিক্ষাবিভাগের পরীক্ষার ফল :—শতকরা গড়

	মধ্য ইংরেজি	আপার প্রাইমারী	লোয়ার প্রাইমারী
মুসলমান ছাত্র	২৩ ...	৩ ...	... ২

উক্তবিধ শোচনীয় অবস্থা দৃষ্টে শিক্ষা-বিভাগের ডাইরেক্টর সাহেব লিখিয়াছিলেন :—

"These facts show that the existing system has not attracted the Muhammedans up to the Higher ranges of the Educational Course. Whatever the causes that brought about this state of things may be, the fact remains that they have fallen behind the times and have not availed themselves as have the Hindus of the opportunities Education offered and the social and material advantages which English Education brings.

শিক্ষাক্ষেত্রে মুসলমান সমাজের এই শোচনীয় অবস্থা দূরীকরণার্থে সদাশয় ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট যেরূপ মনোযোগী হইয়াছেন এবং যে সকল উপায় অবলম্বন করিতেছেন তজ্জন্য মুসলমানগণ অবশ্যই চিরকৃতজ্ঞ থাকিবে, তবে প্রচলিত শিক্ষা প্রণালীর মূলে যে সকল দোষ রহিয়াছে এবং যে কারণে মুসলমানগণ প্রচলিত শিক্ষার ফলভোগ করিতে পারিতেছে না, তাহা দূরীকৃত না হইলে আমাদের প্রকৃত শিক্ষোন্নতি সাধিত হইবে না ; আশা করা যায় যে নবনিযুক্ত মুসলমান শিক্ষা-সংক্রান্ত এসিষ্টাণ্ট ডাইরেকটর সাহেব কর্তৃক সে সকল দোষ সত্বরে বিদূরিত হইবে এবং বঙ্গদেশের কোন স্বাস্থ্যকর স্থানে আলিগড়ের অনুকরণে মুসলমানগণের প্রয়োজনানুরূপ একটী কলেজ স্থাপিত হইবে ।



মৌলভী নওশের আলি খাঁ ইউসফজি প্রণীত
গ্রন্থের সমালোচনা।

(১) উচ্চ-বাঙ্গালা-শিক্ষা-বিধি

(THE VERNACULAR SENIOR TEACHERS MANUAL.)

I.

OFFICE OF THE REGISTRAR, CALCUTTA UNIVERSITY.
Dated the Senate House, the 17th September, 1910.

DEAR SIR,

I beg to inform you that your book "Senior Teachers Manual" has been recommended for the libraries of the affiliated Colleges and recognised High Schools.

Yours faithfully,
Sd. G. THEBAUT,
Registrar,

To

MAULVI NOWSHERE ALI KHAN EUSOFZI.

II.

From

Khan Bahadur Maulvi Ahsanullah, M. A.
Offg, Inspector of Schools, Chitagang Division.

The Senior Vernacular Teachers Manual (উচ্চ-বাঙ্গালা-শিক্ষা-বিধি) by Maulvi Nowshere Ali Khan Eusofzi which has been approved by the Text-Book-Committee as a library book appears to be particularly useful to the teachers of Primary Schools for whom it is mainly intended;—the fact may be taken into consideration when books are selected for distribution for Vernacular Schools.

III.

EXTRACTS FROM OFFICIAL CORRESPONDENCE.

From

The Honor'ble Mr. H. Sharp, M. A.

Director of Public Instruction, E. B. and Assam.

Your book "*Vernacular Teachers Manual*" has been prescribed for the Training Schools.

IV.

From

The Honr'ble Mr. N. L. Halward, M. A.

Director of Public Instruction, E. B. and Assam.

To

The Inspectors of Schools in Eastern Bengal and Assam.

I have the honour to recommend to you a book entitled "*The Senior Vernacular Teachers Manual* (উচ্চ-বাঙ্গালা-শিক্ষা-বিধি) by Maulvi Nowshere Ali Khan Eusofzi for the use of Libraries attached to Government and aided High Schools in your Division. The book has been examined and approved by the Central Text-Book-Committee.

V.

From

I. W. Gun, Esq. M. A.

Ofg. Inspector of Schsools, Dacca Division.

To

The Chairmen, District Boards.

I have the honour to state that the *Senior Vernacular Teachers Manual* (উচ্চ-বাঙ্গালা-শিক্ষা-বিধি) by Maulvi Nowshere Ali Khan Eusofzi which has been approved by the Text-Book-Committee appears to be particularly useful to the teachers of Primary schools for whom it is chiefly intended. I, therefore, beg to request that it may be taken into consideration when books are selected for distribution to Vernacular Schools.

VI.

The 11th July, 1902.

—I think it is an excellent woık of its kind and it will be very nseful to those for whom it is intended.

Sd. ABDULKARIM, B. A.
Inspector of Schools.

VII.

EXTRCT
MY DEAR PEDLAR

10, Middleton Street,
CALCUTTA.
16th, October, 1902.

* * * * *

He (authoı) was my pupil very many years ago in the Dacca College when I thought highly of him and his subsequent career has entirely justified my estimate of him. Mr. R. C. Dutt, I see, speaks well of him as a Bengali author and as he is also a Muhammadan, I suppose it would be desirable to encourage him if possible; Muhammadan writers in Bengali are not, I suppose, very common.

Yours Sincerely,
Sd. C. R. WILSON.

VIII.

I have also read his Bengali book and I must admit that it would have been impossible for me to detect tnat they were written by a Muhammadan if he had not presented them to me.

TANGAIL
14th Novrmber, 1903.

Sd. A. K. CHATTERJEE
Sub-Divisional Officer.

IX.

The Moslem Chronicle—

The S. V. Teachers Manual is a very interesting work by Mr. Nowshere Ali Khan Eusofzi,—we consider the book before us as an exceedingly useful publication, but useful or not useful, a Muhammadan author has very little chance of encouragement at the hands of the Text Book

Commitee. We think we are trying to give no undeserved point to the popular feeling in our community that in matter educational, the Musalmans since the retirement of Dr. Martin have had more grounds to complain than to thank for.

X.

EXTRACT FROM THE "BENGALEE"

Dated the 5th May, 1913.

"The Senior Vernacular Teachers' Manual" (in Bengali) by Maulvi Nowshere Ali Khan Eusofzi. Published by Nilambar Das, 39 Harrison Road, Calcutta. Demy 8 vo; 262 pages. Price Re. 1.

We have had lying on our table for sometime a copy of the above book, which, we find, is an excellent *vade mecum* for our vernacular teachers. The cry is heard on all sides that we should impart primary education to the hopelessly backward masses of our country if we are really in earnest for the upliftment of our Motherland. Everywhere attempts are being made to establish primary schools and the advent of the "Senior Verncular Teachers' Manual" is therefore conducive to the successful management of the primary schools as a good deal of valuable information on the subject could be got from this *extremely intresting and useful book.* The author has done well in briefiy explaining the system adopted by Froeble in imparting education, while the justifaction for having education at school has been very ably commented upon. Among the many useful articles the following will be found extremely interesting :— The system adopted for general education in England, the Hindu and Moslem system of imparting education, how the teachers and students should behave themselves, the duty of teachers and the necessary education for the formation of good character. The author has made his book more helpful by publishing useful hints regarding the art of teaching, chemistry, sanitary science, home economy, history, geogra-

phy, literature, arithmetic, drawing and various other subjects. Altogether the the book is replete with many useful suggestions, which the vernacular teachers should do well to follow to become successful teachers. Nay we should go further and recommend it to any one having children to educate at home as it will be found extremely helpful. The price is moderate and is within the reach of all.

XI.

From

Khan Bahadur Moulvi Ahsanullah, M. A.

Inspector of Schools,

——you may rely on the merit of your book which I think is a sufficient recommendation.

XII.

From

Sir W. Duke, K. C. S. I.

Many thanks for the copy of your "Senior Teachers Manual which you have been kind enough to send me. I am glad to see that it has had such success.

XIII.

From

The Hon'ble Mr. H. Sharp M. A.

Director of Public Instruction Eastern Bengal, Assam.

Now Joint Secty. to the Govt. of India, Education Dept.

The opinion on the Senior Vernaculhr Teachers Manual has recently been received and is generally favourable.

XIV.

From

H. E. Spry Esq. I. C. S.

Collector of Mymensing.

Teachers Manual by Moulvi N. A. Khan Eusofzi is reported to be a sound work and has been purchased in considerable quantities by the Mymensing District Board.

XV.

C. W. Garner Esq.

I beg to express my appreciation of your Senior Vernacular Teachers Manual of which a copy was presented to me.

---

(২) বঙ্গীয়মুসলমান—মূল্য ।০ আনা।

মেঃ রমেশচন্দ্র দত্ত সি-আই-ই,—আপনার "বঙ্গীয় মুসলমানের" জন্ত আন্তরিক ধন্তবাদ দিতেছি। আমি অতীব আনন্দের সহিত উহা পড়িয়াছি, সামাজিক ও নৈতিক সংস্কার এবং শিক্ষা বিস্তার ও প্রকৃত সদনুষ্ঠান দ্বারা জাতীয় উন্নতি সাধন করিতে আপনি বঙ্গীয় মুসলমানকে উদ্বোধিত করিয়া প্রকৃত স্বজাতিবাৎসল্যের পরিচয় দিয়াছেন, এবং আমার সহানুভূতি ও বিস্ময়ভাজন হইয়াছেন। আপনার স্তায় আদরণীয় জনের শুভসংবাদ শুনিলে আমি সর্ব্বদা সুখী হইব।

খান বাহাদুর দেলওয়ার হোসেন আহম্মদ বি, এ, রেজিষ্টার জেনারেল—আপনার স্তায় "স্বজাতির মঙ্গল চিন্তাকারী" একজন মুসলমানও বঙ্গদেশে আছে দেখিয়া আমি আনন্দিত হইয়াছি।

ইণ্ডিয়ান মিরার—ইহা সময়ের শুভচিহ্ন যে মুসলমানগণ এখন বাঙ্গালায় এরূপ গ্রন্থ লিখিতেছেন যাহার লিপি-কৌশল বাঙ্গালীদের লেখার সহিত তুলনায় কোন অংশে ক্ষীণপ্রভ নয়। জাতীয় উন্নতি সাধনার্থে এই গ্রন্থকার যে উপদেশ দিয়াছেন, তাহা স্বজাতি বাৎসল্যে পূর্ণ এবং তাহা মুসলমানগণের মনোযোগ আকর্ষণ করিবার সম্পূর্ণ উপযোগী ; ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীদের পক্ষেও এই গ্রন্থ উপাদেয় হইয়াছে, কারণ ইহা হইতে তাহারা তাহাদের

দেশী মুসলমান সম্প্রদায়ের আভ্যন্তরিক অবস্থার বিশদজ্ঞান লাভ করিতে পারিবে।

'সার নবাব ছলিমউল্লা, সাহেব'—
K. C. S. I., G C. S. I—

আমি আনন্দের সহিত বলিতেছি আপনার এই ক্ষুদ্রায়তনের পুস্তক বঙ্গীয় মুসলমানগণের অবস্থার উজ্জল অথচ যথাযথ চিত্র হইয়াছে, জাতীয় উন্নতিও সংস্কার কল্পে আপনি যে যুক্তিপূর্ণ এবং স্পষ্ট পরামর্শ দিয়াছেন তাহা বড়ই সমীচীন হইয়াছে; আশা করি আপনার উদ্দেশ্য সফল হইবে।

মৌলবী আবদুল করিম, বি, এ,—গ্রন্থকার একজন প্রসিদ্ধ লেখক, এ পুস্তক পাঠে যথেষ্ট লাভ আছে এবং ইহা সর্ব্বত্র পঠিত হওয়া আবশ্যক।

মোস্‌লেম ক্রনিকল—গ্রন্থকার চিত্তোন্মাদক ভাষায় মুসলমান জমিদার শ্রেণীর অধোগতি দেখাইয়াছেন, নানাবিধ উপায়ে কৃষকগণের ক্রমিক অজ্ঞতা ও দরিদ্রতা প্রমাণিত করিয়াছেন। সুবিবেচনার সহিত এই গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে। ইহা পাঠে যথেষ্ট লাভ আছে, প্রত্যেক মুসলমানের ইহা পাঠ করা আবশ্যক।

(৩) "বঙ্গীয় মুসলমানগণের শিক্ষা সম্বন্ধীয় মন্তব্য"

A Note on Muhammedan Education in Bengal

(ইহা গবর্ণমেণ্ট মুদ্রিত করিয়াছিলেন)

সার উইলিয়ম লরেন্স—(লর্ড কর্জ্জনের প্রাইভেট সেক্রেটারী) "আমি ভাইসরয়ের অভিপ্রায় মতে আপনার লিখিত মুসলমানগণের শিক্ষা সম্বন্ধীয় মন্তব্যের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ দিতেছি।"

মে, টমাস—সি, এস, আণ্ডার সেক্রেটারি— "বঙ্গীয় মুসলমানগণের শিক্ষাসম্বন্ধীয় মন্তব্য" পড়িয়া ... গবর্ণর সাহেব এতই প্রীতিলাভ করিয়াছেন যে তিনি ... মেণ্টের ব্যয়ে মুদ্রিত করাইয়াছেন এবং তাঁহার ... উহার ৬ খণ্ড আপনার নিকট প্রেরিত হইল।

মে, বনহাম কার্টার সি, এস, ... আপনার এই মন্তব্য সম্প্রতি আমি মনোযোগের সহিত পড়িয়াছি, ইহাতে পড়িবার যথেষ্ট ভাল বিষয় আছে আশাকরি মুসলমান-গণের শিক্ষোন্নতির জন্য আপনি সর্ব্বদা যাত্বিক থাকিবেন।

মে ক্লার্ক সি, এস, ম্যাজিষ্ট্রেট—আপনার এই মন্তব্যের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ দিতেছি; আমি উহা অতীব মনোযোগের সহিত পড়িয়াছি; এবং ভবিষ্যতে কাজে লাগিবে বলিয়া ইহা আমার নিকট রাখিলাম।

ডা, গ্যাঙ্গে—ইউরোপীয় পরিব্রাজক—ভারতবর্ষ হইতে বিদায় হইবার পুর্ব্বে আপনার নিকট বিদায় চাই, দুঃখের বিষয়, মাত্র পত্র দ্বারা বিদায় লইতে হইল।

* * * ভারতীয় সদাশয় দয়ালু এবং সুশিক্ষিত মুসলমান শ্রেণীর প্রতিনিধি স্বরূপ আপনি আমার স্মৃতিক্ষেত্রে সর্ব্বদা বিরাজ করিবেন, আমাদের পরস্পরের আলাপ পরিচয় আমি সর্ব্বদা আনন্দের সহিত স্মরণ করিব।
